প্রার্থিতঞ্চ যৎ। স্বর্ণশতং সাধকায় দদাতি সা দিনে দিনে। নাবশেষং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ স্থিতে তত্র ন দাস্যতি। অন্যস্ত্রীগমনং তস্য ন ভবেৎ সত্যমীরিতম্। অব্যাহত-গতিস্তস্য ভবতীতি ন সংশয়ঃ। ইতি তে কথিতা বিদ্যা সুগোপ্যা চ সুরাসুরৈঃ। তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ বক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ॥ ৫ ॥

অনন্তর অন্য সাধন কথিত হইতেছে। এই সাধন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা বলিয়াছেন। নদীতীরে গমন করিয়া স্নানসন্ধ্যাদি করিবে এবং পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল লিখিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে স্বীয়-মন্ত্র লিখিয়া আবাহন করিয়া মনোহরাকে ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—হরিণের ন্যায় নয়ন, শরৎকালীনচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল ও বিম্ব-ফলের ন্যায় অধর, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধ চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত, পট্টবস্ত্র পরিধান, স্তন অতিস্থূল, মূর্ত্তি অতিমনোহর এবং শ্যামবর্ণা। ইনি সাধকের অভি-লাষ পূর্ণ করেন। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া অগুরু ধূপ এবং দীপদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি ও তাম্বূল নিবেদন করিবে। মূলমন্ত্র এই, ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা, এই মন্ত্র প্রতিদিন দশসহস্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্তদিবসে নিশীথসময়পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে মনোহরা সাধককে নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়া তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলিবেন, তুমি শীঘ্র অভিলষিত বর গ্রহণ কর। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে এবং হ্রীঁ এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সদ্যোমাংস বলি প্রদানপূর্ব্বক সংযত হইয়া পূজা করিবে। চন্দনোদক, পুষ্প ও ফলদ্বারা অর্চ্চনা করিলে মনোহরা সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করেন এবং প্রতিদিন শত স্বর্ণ দান করিতে থাকেন। ঐ স্বর্ণ কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদয় ব্যয় করিবে। ব্যয় না করিয়া রাখিলে দেবী আর দান করেন না। এই সাধনাতে অন্যস্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সাধনবলে সাধকের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে। হে ভৈরবি! এই বিদ্যা অতি গোপনীয়া। কেবল তোমার স্নেহ ও ভক্তিতে প্রকাশ করিলাম ॥ ৫ ॥

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। গত্বা বটতলং দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। প্রাণায়ামং ষড়-ঙ্গঞ্চ মায়য়াথ সমাচরেৎ। সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজ-য়েত্তাং সমাহিতঃ। অর্ঘ্যমুচ্ছিষ্টরক্তেন দদ্যাত্তস্যৈ দিনে দিনে। প্রচণ্ডবদনাং গৌরীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্। রক্তাম্বরধরাং বামাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রমযুতং সাধকোত্তমঃ। সপ্তদিনং সমভ্যর্চ্চ্য চাষ্টমে দিবসেঽর্চ্চয়েৎ। কায়েন মনসা বাচা পূজয়েচ্চ দিনে দিনে। তারং মায়াং তথা কূর্চ্চং রক্ষকর্ম্মণি তদ্বহিঃ। আগচ্ছ কনকান্তে চ বহ্নিঃ স্বাহা মহামনুঃ। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং বলিং দত্ত্বা মনোহরম্। সাধকেন্দ্রং দৃঢ়ং মত্বা প্রয়াতি সাধকালয়ে। সাধকেন্দ্রোঽপি তাং দৃষ্ট্বা দদ্যা-দর্ঘ্যাদিকং ততঃ। ততঃ সপরিবারেণ ভার্য্যা স্যাৎ কাম-ভোজনৈঃ। বস্ত্রভূষাদিকং দত্ত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্। এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ। আত্মভার্য্যা পরিত্যজ্য ভজেত্তাঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর মহাবিদ্যা সাধন বলিতেছি একচিত্তে শ্রবণ কর। সাধক বটবৃক্ষের তলে গমন করিয়া দেবীর পূজা করিবে। হ্রীঁ এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সদ্যোমাংস বলিপ্রদান পূর্ব্বক সংযত হইয়া দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে প্রত্যহ পূজা ও উচ্ছিষ্ট রক্তদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—বদন অতি প্রচণ্ড, গৌরবর্ণা, পক্কবিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর, রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান। ইনি সাধকের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করেন। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া সাধক দশ সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। সপ্তদিবস পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিয়া অষ্টমদিবসে অর্চ্চনা করিবে। দেবীর মূলমন্ত্র এই ওঁ হ্রীঁ হুঁ রক্ষ কর্ম্মণি আগচ্ছ কনকান্তে স্বাহা। উত্তম বলিপ্রদান করিয়া নিশীথ সময় পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। তখন দেবী সাধককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জানিয়া তাহার নিকটে আগমন করিয়া থাকেন। তখন সাধক পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে দেবী সপরিবারে সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধককে বস্ত্র ও ভূষণাদি প্রদান করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করেন। সাধক এইরূপ ভার্য্যা পাইয়া আপন ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬ ॥

ততঃ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। প্রণবং ভুবনেশানীং আগচ্ছ কামেশ্বরি ততঃ। বহ্নের্ভার্য্যা মহা-মন্ত্রং সাধকানাং সুখাবহং। পূর্ব্ববৎ সকলং কৃত্বা ভূর্জ্জ-পত্রে সুশোভনে। গোরোচনাভিঃ প্রতিমাং বিনির্ম্মিতা-মলঙ্কৃতাং। শয্যামারুহ্য প্রজপেন্মন্ত্রমেকমনাস্ততঃ। সহস্রৈকপ্রমাণেন মাসমেকং জপেদ্বুধঃ। ঘৃতেন মধুনা দীপং দদ্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাং। সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্র-শিলীমুখাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সা সদা। দৃষ্ট্বা চ সাধকশ্রেষ্ঠমাজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ। গত্বা চ সাধকাভ্যর্ণে আজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ। স্ত্রী-ভাবেন মুদা তস্যৈ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ। সুপ্রসন্না মহাদেবী সাধকং সাধয়েৎ সদা। অন্নাদ্যৈরতিভোগেন পতিবৎ পালয়েৎ সদা। নীত্বা রাত্রিং সুখৈশ্বর্য্যৈর্দত্ত্বা চ বিপুলং ধনং। বস্ত্রালঙ্কারদ্রব্যাণি প্রভাতে যাতি নিশ্চিতং। এবং প্রতিদিনং তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ কামরূপতঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তর সর্ব্বকামফলপ্রদা কামেশ্বরীমন্ত্র ও তৎসাধন কথিত হই-তেছে। ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্র সাধকের সুখপ্রদ। পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা সুশোভনদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শয্যান্তে বসিয়া একচিত্তে মন্ত্রজপ করিতে থাকিবে। প্রতিদিন একসহস্র করিয়া একমাস উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ঘৃত ও মধুদ্বারা প্রদীপ প্রদান করিয়া ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ। কামেশ্বরী চন্দ্রবদনা, খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চললোচন এবং চঞ্চলগতি, ইহার হস্তে কুসুম ও ভ্রমর এই দুইটী অস্ত্র আছে। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া নিশীথসময়ে মন্ত্র জপ করিবে। তখন দেবী সাধকের নিকট আগমন করিয়া বলেন, তুমি আজ্ঞা প্রদান কর। তখন সাধক স্ত্রীভাবে দেবীকে পাদ্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার কার্য্য সাধন করিতে থাকেন এবং অন্নাদি বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া সর্ব্বদা পতিবৎ পালন করেন। বিবিধ সুখে রাত্রি যাপন করিয়া সাধককে বিপুল ধন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রভাতকালে প্রতিগমন করেন। এইরূপে প্রতিদিন ইচ্ছানুসারী সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ততঃ পত্রে বিনির্ম্মায় পুত্তলীং ধ্যানরূপতঃ। সুবর্ণ-বর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং দদ্যাচ্চ পাদ্যমুত্তমং। সচন্দনেন পুষ্পেণ জাতীপুষ্পেণ যত্নতঃ। গুগ্গুলুধূপদীপঞ্চ দদ্যান্মূলেন সাধকঃ। তারং মায়া তথাগচ্ছ রতিসুন্দরি পদং ততঃ। বহ্নিজায়াষ্টসাহস্রং জপেন্মন্ত্রং দিনে দিনে। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাৎ পূজাদিকং শুভং। ঘৃতদীপং তথা গন্ধং পুষ্পং তাম্বূল-মেব চ। তাবন্মন্ত্রং জপেদ্বিদ্বান্ যাবদায়াতি সুন্দরী। জ্ঞাত্বা দৃঢ়ং সাধকেন্দ্রং নিশীথে যাতি নিশ্চিতং। তত-স্তামর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা জাতীকুসুমমালয়া। সন্তুষ্টা সা সাধ-কেন্দ্রং তোষয়েৎ প্রীতিভোজনৈঃ। ভূত্বা ভার্য্যা চ সা তস্মৈ দদাতি বাঞ্ছিতং বরং। ভূষাদিকং পরিত্যজ্য প্রভাতে যাতি নিশ্চিতং। সাধকাজ্ঞানুরূপেণ প্রয়াতি সা দিনে দিনে। নির্জ্জনে প্রান্তরে দেবি সিদ্ধঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং যজেত্তাঞ্চ অন্যথা নশ্যতি ধ্রুবং ॥ ৮ ॥

ভূর্জ্জপত্রে ধ্যানানুসারে একটী পুত্তলিকা করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। দেবী সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা এবং নূপুরাদি সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা। ইহার মূর্ত্তি অতি মনোহরা ও পদ্মের ন্যায় নয়নদ্বয়। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে এবং পাদ্য, উত্তম চন্দন, পুষ্প, বিশেষতঃ জাতীপুষ্প, গুগ্গুল, ধূপ ও দীপ মূলমন্ত্রে প্রদান করিবে। মূলমন্ত্র এই—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা। এই মন্ত্রএক মাস প্রতি-দিন একসহস্র করিয়া জপ করিবে। মাসান্তদিবসে পূজা করিয়া ঘৃত-প্রদীপ, গন্ধ, পুষ্প ও তাম্বূল নিবেদন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। তখন সুন্দরী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া নিশীথসময়ে সাধকের নিকট আগমন করেন। সাধক সেই সময়ে জাতীপুষ্পমালাদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রীতিপ্রদ ভোজনদ্রব্যদ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানপূর্ব্বক ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রভাতকালে সাধকের আজ্ঞানুসারে চলিয়া যান। সাধক নির্জ্জনস্থানে কিম্বা প্রান্তরে এইরূপ সিদ্ধ হইয়া স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে ইহার অন্যথা করিলে সাধক বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

ততোঽন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে স্বগৃহে শিবসন্নিধৌ। বেদাদ্যং ভুবনেশীঞ্চ আগচ্ছ পদ্মিনী শুভা। পাবকশ্চ মহামন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ সকলং ততঃ। মণ্ডলং চন্দনৈঃ কৃত্বা মূলমন্ত্রং লিখেত্ততঃ। পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গ-পয়োধরাং। কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলে-ক্ষণাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে। মাসান্তে পূর্ণিমাং প্রাপ্য বিধিবৎ পূজয়েন্মুদা। আনিশীথং জপং কুর্য্যাদ্দৃঢ়াভ্যাসেন সাধকঃ। সর্ব্বত্র কুশলং দৃষ্ট্বা যাতি সা সাধকালয়ং। ভূত্বা ভার্য্যা সাধকং হি তোষয়েদ্বিবিধৈরপি। ভোগ্যদ্রব্যৈর্ভূষণাদ্যৈঃ পদ্মিনী সা দিনে দিনে। পতিবৎ পালিতং লোকে নিত্যং স্বর্গে চ সর্ব্বদা। ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজেত্তাঞ্চ সাধকেন্দ্রঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর অন্য প্রকার সাধন কথিত হইতেছে। সাধক স্বগৃহে অথবা শিবসন্নিধানে ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা, এই মন্ত্র জপ করিবে। পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া রক্তচন্দন দ্বারা উক্ত মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—। দেবী পদ্মাননা ও শ্যামবর্ণা ইহার স্তনদ্বয় অতিস্থূল ও উচ্চ, শরীর অতি কোমল, বদন হাস্যপূর্ণ এবং রক্তোৎপলের ন্যায় নয়নদ্বয়। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া একমাস প্রতিদিন একসহস্র করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। মাসান্তদিবসে পূর্ণিমা তিথিতে বিধিবৎ পূজা করিয়া নিশীথপর্য্যন্ত দৃঢ়াভ্যাসের সহিত জপ করিতে থাকিবে। নিশীথসময়ে দেবী সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার ভার্য্যা হইয়া বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও ভূষণাদিদ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করেন। পদ্মিনী এইরূপ প্রতিদিন পতিবৎ পালন করিয়া সাধককে স্বর্গে লইয়া যান। সাধক স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া পদ্মিনীকে ভজনা করতঃ তাঁহার প্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। জ্ঞাত্বা যা সাধিতা বিদ্যা বলা চাতিবলা প্রিয়ে। প্রণবান্তে মহামায়া নটিনী পাবকপ্রিয়া। মহাবিদ্যেহ কথিতা গোপ-নীয়া প্রযত্নতঃ। অশোকস্য তটং গত্বা স্নানং বিধিবদা-চরেৎ। মূলমন্ত্রেণ সকলং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং। বিচি-

ত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে। মাংসোপহারৈঃ সংপূজ্য ধূপদীপৌ নিবেদয়েৎ। গন্ধচন্দনতাম্বূলং দদ্যাত্তস্মৈ সদা বুধঃ। মাসমেকন্তু তাং ভক্ত্যা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ পূজনং মহৎ। অর্দ্ধরাত্রৌ ভয়ং দত্বা কিঞ্চিৎ সাধকসত্তমে। সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ং। বিদ্যাভিঃ সকলাভিশ্চ কিঞ্চিৎ স্মেরমুখী ততঃ। বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তচ্ছ্রুত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো ভাবয়েন্মনসা ধিয়া। মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা প্রীতিভাবতঃ। কৃত্বা সন্তোষয়েদ্ভক্ত্যা নটিনী তৎ করোত্যলং। মাতা স্যাদ্ যদি সা দেবী পুত্রবৎ পালয়েন্মুদা। অন্নাদ্যৈরুপহারৈশ্চ দদাতি চারুভোজনং। স্বর্ণশতং সিদ্ধিদ্রব্যং দদাতি সা দিনে দিনে। ভগিনী যদি সা কন্যাং দেবস্য নাগকন্যকাং। রাজকন্যাং সমানীয় দদাতি সা দিনে দিনে। অতীতানাগতাং বার্ত্তাং সর্ব্বং জানাতি সাধকঃ। ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী দদাতি বিপুলং ধনং। অন্নাদ্যৈরুপহারৈশ্চ দদাতি কামভোজনং। স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা ধ্রুবং প্রিয়ে। যদ্যদ্বাঞ্ছতি তৎ সর্ব্বং দদাতি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর বলা ও অতিবলা সাধন কথিত হইতেছে। বিশ্বামিত্র এই মহাবিদ্যার সাধন করিয়াছিলেন। ওঁ হ্রীঁ নটিনী স্বাহা। এই বিদ্যা অতি গোপনীয়। অশোকতরুতলে গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানাদি সমস্ত কার্য মূলমন্ত্রে করিতে হইবে। এই দেবী ত্রিভুবনমোহনকারিণী, গৌরবর্ণা, বিচিত্র বস্ত্রপরিধায়িনী, বিবিধঅলঙ্কারে বিভূষিতা, মনোহরা এবং নর্ত্তকীর বেশ ধারিণী। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে এবং মাংস উপহারদ্বারা দেবীর পূজা করিয়া ধূপ, দীপ, গন্ধ, চন্দন ও তাম্বূল নিবেদন করিবে। এই প্রকারে একমাস পূজা করিয়া মাসান্ত দিবসে মহৎ পূজা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া জপ করিলে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে দেবী কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন করিয়া সাধকের নিকট আগমন করেন এবং হাঁসিতে হাঁসিতে সাধককে বলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় এইরূপ বর প্রার্থনা কর। সাধক দেবীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যা বলিয়া দেবীকে সম্বোধন করিবে। সাধক যেরূপ সম্বোধন করিবে দেবী তদনুরূপ আচরণ করিয়া সাধককে সন্তুষ্ট করেন। মাতৃসম্বোধন করিলে দেবী অন্নাদি ভোজন দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া সাধককে পুত্রবৎ পালন করেন। এবং প্রতিদিন শত স্বর্ণ ও নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। ভগিনীসম্বোধন করিলে দেবকন্যা, নাগকন্যা ও রাজকন্যা আনিয়া প্রদান করেন। ইহাতে সাধক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ভার্য্যাসম্বোধন করিলে বিপুল ধন ও অন্নাদি অভিলষিত ভোজন দ্রব্য ও শতস্বর্ণ প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

মহাবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে স্ত্রিয়ং মুদা। ততোঽষ্টদলমালিখ্য কুর্য্যান্ন্যাসাদিকং প্রিয়ে। জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েত্তত্র প্রসন্নধীঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং। মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু দিনে দিনে। প্রতিপদি সমারভ্য পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ। ধূপদীপবিধানৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েন্মুদা। পূর্ণিমাং প্রাপ্য গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ঘৃতদীপং তথা ধূপং নৈবেদ্যঞ্চ মনোহরং। রাত্রৌ চ দিবসে জাপং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। প্রভাতসময়ে যাতি সাধকস্যান্তিকং ধ্রুবং। প্রসন্নবদনা ভূত্বা তোষয়েদ্রতিভোজনৈঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্ববিদ্যাধ্রুগ্‌যক্ষরক্ষসাং। কন্যাভী রত্নভূষাভিঃ সাধকেন্দ্রং মুহুর্মুহুঃ। চর্ব্ব্যচোষ্যাদিকং সর্ব্বং দ্রব্যং দদাতি সা ধ্রুবম্। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যদ্বস্তু বিদ্যতে প্রিয়ে। আনীয় দীয়তে সাপি সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ। স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা দিনে দিনে। সাধকায় বরং দত্ত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্। তস্যা বরপ্রদানেন চিরজীবী নিরাময়ঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুন্দরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বেশো ভবতি ধ্রুবম্। যেন সার্দ্ধং তয়া দেবি সাধকেন্দ্রো দিনে দিনে। তারং মায়াং তথাগচ্ছানুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে। বহ্নের্ভার্য্যা মনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। এষা মধুমতী তুল্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা প্রিয়ে। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১ ॥

অনন্তর অন্য মহাবিদ্যা সাধন কথিত হইতেছে। ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে ন্যাসাদি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করিবে। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দেহকান্তি, নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিতা। নূপুর, হার, কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডলাদি দ্বারা মণ্ডিতা। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া প্রতিদিন একসহস্র করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। প্রতিপৎ তিথিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্প, ধূপাদি বিবিধ উপহারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে। পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ ও মনোহর নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া সমস্ত দিবারাত্রি মূলমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। প্রভাতসময়ে দেবী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া রতি ও ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা পরিতুষ্ট করেন। দেবকন্যা, দানবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, বিদ্যাধরকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা ইহারা চর্ব্ব্যচোষ্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আনিয়া প্রদান

করিয়া থাকেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে যে সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, সাধকের আজ্ঞানুসারে সেই সকল দ্রব্য আনিয়া দেন। প্রতিদিন শত সুবর্ণ সাধককে প্রদান করিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক নিজমন্দিরে প্রস্থান করেন। এই বর-প্রসাদে সাধক চিরজীবী, নীরোগ, শ্রীমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর ও সকলের অধিপতি হয়। ওঁ হ্রীঁ গন্ধানুরাগিণী মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। মধুমতী মন্ত্র সাধন প্রণালীবৎ এই মন্ত্র সাধন করিবে। এই মন্ত্র অতি গোপনীয়, তোমার স্নেহে প্রকাশিত হইল ॥ ১১ ॥

দেব্যুবাচ। শ্রুতঞ্চ সাধনং পুণ্যং যক্ষিণীনাং সুখপ্রদম্। কস্মিন্ কালে প্রকর্ত্তব্যং বিধিনা কেন বা প্রভো। অত্রাধিকারিণঃ কো বা সমাসেন বদস্ব মে।

ঈশ্বর উবাচ। বসন্তে সাধয়েদ্ধীমান্ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। সদা ধ্যানপরো ভূত্বা তদ্দর্শনমহোৎসুকঃ। উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ। স্থানেষ্বেকতমং প্রাপ্য সাধয়েৎ সুসমাহিতঃ। অনেন বিধিনা সাক্ষাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। দেবাশ্চ সেবকাঃ সর্ব্বে পঞ্চরাত্রাধিকারিণঃ। তারকো ব্রাহ্মণো ভূত্যং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ।

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে যোগিনীসাধনং
নাম ষোড়শঃ পটলঃ সমাপ্তঃ।

ভৈরবী বলিলেন, সুখপ্রদ যক্ষিণীসাধন শুনিয়াছি, ঐ সকল সাধন কোন সময়ে এবং কিবিধানে করিতে হইবে ও কিরূপ ব্যক্তি এই সাধন কার্য্যের যথার্থ অধিকারী তাহা আমার নিকট বলুন। ভৈরব বলিতেছেন হে দেবি! ধীমান্ সাধক হবিষ্যাশী ও জিতিন্দ্রিয় হইয়া বসন্তকালে এই সাধন করিবে। সদাকাল ধ্যানপরায়ণ ও দেবীর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া চত্বর, প্রান্তর অথবা কামরূপ ইহার কোন একস্থানে সংযত হইয়া এই সাধন করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যাহারা দেবীর সেবক তাহারাই এই কার্য্যের অধিকারী। যাহারা পরংব্রহ্মের উপাসক তাহাদের এই সাধনাতে অধিকার নাই।

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতনগ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয় মাসিকপত্রিকায় ভূতডামর সমাপ্ত।

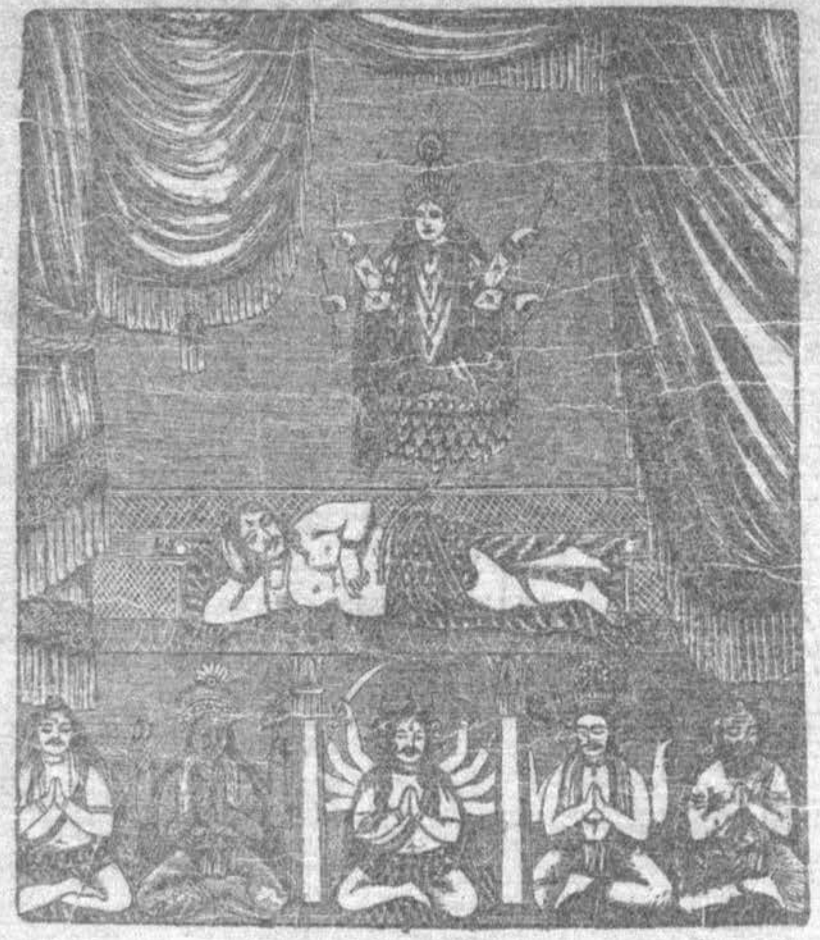

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্।

পৃচ্ছতি স্ম মহাদেবী ব্রূহি জ্ঞানং মহেশ্বর ॥ ১ ॥

কৈলাসপর্ব্বতে উপবিষ্ট পরমদেব ব্রহ্মাণ্ডের গুরু শিবকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—মহেশ্বর! জ্ঞান কাহাকে কহে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদ্দেব কথং সৃষ্টির্ব্বিনশ্যতি।

ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্ ॥ ২ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—দেব! কিপ্রকারে সৃষ্টি হয়, কি প্রকারে প্রলয় হয় ও সৃষ্টিসংহার-বিহীন যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের জ্ঞানই বা কিপ্রকারে হয়, তাহা বলুন ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।

অব্যক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥

শঙ্কর বলিলেন,—অব্যক্ত (যাহা ব্যক্ত নহে) তাহা হইতেই সৃষ্টি হয়, ও সেই অব্যক্ত হইতেই বিলয় হয়। সৃষ্টি ও লয়বিহীন যে ব্রহ্মের জ্ঞান তাহাও অব্যক্ত ॥ ৩ ॥

ওঁ কারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাস্তেতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।

মন্ত্রপূজা তপো ধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ ॥ ৪ ॥*

ওঁ এই অক্ষর হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, কর্ম্ম, অকর্ম্ম প্রভৃতি এই সমস্তই সম্ভূত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

ষড়ঙ্গং বেদ চত্বারি মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণাদি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৫ ॥

চতুর্ব্বেদ ও বেদের ছয় অঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিকেই চতুর্দ্দশবিদ্যা বলে ॥ ৫ ॥

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎ সর্ব্বা যাবদ্জ্ঞানং ন জায়তে।

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ ॥ ৬ ॥

যে পর্য্যন্ত ঐ সকল বিদ্যাতে জ্ঞান না জন্মে, সেপর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার অধিকার হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার প্রাপ্ত হইলে সমস্ত বিদ্যাই স্থির হয় ॥ ৬ ॥

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।

যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৭ ॥

বেদশাস্ত্র ও সমস্ত পুরাণ সামান্যা বেশ্যার ন্যায় প্রকাশকরণযোগ্য, পরন্তু শাম্ভবীবিদ্যা কুলস্ত্রীবৎ গোপনীয় ॥ ৭ ॥

দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।

দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে। ৮।

সকলপ্রকার বিদ্যা, সকল দেবতা ও সকল তীর্থই এই শরীরমধ্যে অবস্থিত আছে; এই সমস্ত বিদ্যা, দেবতা ও তীর্থ গুরুর উপদেশদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষ্যকরী ভবেৎ।

কর্ম্মাকর্ম্ম তথা জপ্যমেতৎ সর্ব্বং নিবর্ত্ততে। ৯।

আত্মবিষয়ক বিদ্যাই মানবগণের সুখ ও মোক্ষদায়ক হয়। এই অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্ম জপ আদি সমস্ত নিবৃত্তি হয় ॥ ৯ ॥

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধং পয়োঽমৃতম্।

দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ। ১০।

যেরূপ কাষ্ঠে অগ্নি, কুসুমে সৌরভ, ও জলে সুধা আছে, সেইরূপ এই শরীরে দেবতা আছেন, কিন্তু ঐ দেবতা পাপপুণ্যবিহীন ॥ ১০ ॥

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী। ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী। ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১—১২ ॥

শরীরের মধ্যে তিনটী নাড়ী আছে,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইড়ানাড়ী গঙ্গা ও পিঙ্গলানাড়ী যমুনা নদী এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, তাহাকে সরস্বতী নদী কহা যায়। শরীরের মধ্যে যেস্থলে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী শ্রেষ্ঠতীর্থ কহে। সেই শ্রেষ্ঠতীর্থে অবগাহন করিলে সকলপ্রকার কলুষবিহীন হওয়া যায় ॥ ১২ ॥*

দেব্যুবাচ।

কীদৃশী খেচরী মুদ্রা বিদ্যা চ শাম্ভবী পুনঃ।

কীদৃশ্যধ্যাত্মবিদ্যা চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥ ১৩ ॥

---

* ওঁ প্রণবঃ। অকারোকারমকারবর্ণত্রয়াত্মকঃ। অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ। ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা। তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ঃ।

* ইহা পবনবিজয়স্বরোদয়ে ৩৮ পৃষ্ঠা ৩০৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে।

যাহার মন নিরাকার, সে ব্যক্তি নিরাকারের সমান হয়, এই জন্য যত্নের সহিত সাকার ত্যাগ করিবে ॥ ৩০ ॥

দেব্যুবাচ।

আদিনাথ ময়ি ব্রূহি সপ্তধাতুঃ কথং ভবেৎ।
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—আদিনাথ! সাতটি ধাতু কি প্রকার এবং আত্মা অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা কিরূপ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদোমাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ এই সপ্ত ধাতু শরীরের মধ্যে ব্যবস্থিত আছে ॥ ৩২ ॥

শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩৩ ॥

শরীরকে আত্মা ও অন্তরাত্মাকে মন বলা যায় এবং পরমাত্মা শূন্যময়, ইহাতে মনের বিলয় হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

রক্তধাতু জননী ও শুক্রধাতু জনক, এবং শূন্যধাতু প্রাণ হয়, পরে গর্ভ-পিণ্ড উৎপন্ন হয় ॥ ৩৪ ॥

দেব্যুবাচ।

কথমুৎপদ্যতে বাচা কথং বাচা বিলীয়তে।
বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রূহি পশ্য জ্ঞানমুদাহর ॥ ৩৫ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—বাক্যের উৎপত্তি কিরূপে এবং বাক্যের লয় কিপ্রকারে হয়? ঐ সকল বাক্যের নির্ণয় আমাকে বলুন এবং বাক্যজ্ঞানের উদাহরণ প্রদান করুন ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

শিব বলিলেন,—অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি, ও মনের দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি হয় এবং বাক্যের দ্বারা মনের লয় হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছশী।
কস্মিন্ স্থানে বসেদ্ বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ স্থানে সূর্য্য, কোন্ স্থানে চন্দ্র, কোন্ স্থানে বায়ু ও কোন্ স্থানে মন বাস করেন? ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ। সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে। এতদ্‌যুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মহেশ্বর বলিলেন,—তালুমূলে চন্দ্র ও নাভিমূলে সূর্য্য অবস্থিত আছেন। সূর্য্যের অগ্রভাগে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রভাগে মন বাস করেন। সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে প্রাণ বাস করেন। শঙ্করি! এই যুক্তি গুরুর উপদেশদ্বারা লাভ করিবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালো জরা কেন প্রজায়তে ॥৪০॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ স্থানে শক্তি, কোন্ স্থানে শিব ও কোন্ স্থানে কাল বাস করে এবং জরা কাহার দ্বারা জন্মে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পাতালে বসতে শক্তির্ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়তে ॥৪১॥

শিব বলিলেন,—পাতালে শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডে শিব ও অন্তরীক্ষে কাল বাস করেন এবং সেই কালদ্বারাই জরা জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

দেব্যুবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে কোঽসৌ ভুঙ্‌ক্তে পিবতে কথম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪২ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ ব্যক্তি আহার আকাঙ্ক্ষা করে ও কোন্ ব্যক্তিই বা ভোজন ও পান করে এবং কে বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রিত অবস্থাতে প্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঙ্‌ক্তেঽপি হুতাশনঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪৩ ॥

শিব বলিলেন,—প্রাণ আহারের অকাঙ্ক্ষা করে, অগ্নি ভোজন করে ও বায়ু জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই প্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪৩ ॥

দেব্যু বাচ।

কোবা করোতি কর্ম্মাণি কোবা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কোবা করোতি পাপানি [illegible] পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কে কর্ম্ম করে, কে পাপে লিপ্ত হয়, কে পাপকার্য্য করে এবং কেবা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে? ॥ ৪৪ ॥

শিব উবাচ।

মনঃ করোতি পাপানি মনোলিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

শিব কহিলেন,—মন পাপকার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপদ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥

যাহার মন নিরাকার, সে ব্যক্তি নিরাকারের সমান হয়, এই জন্য যত্নের সহিত সাকার ত্যাগ করিবে ॥ ৩০ ॥

দেব্যুবাচ।

আদিনাথ ময়ি ব্রূহি সপ্তধাতুঃ কথং ভবেৎ।
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—আদিনাথ! সাতটি ধাতু কি প্রকার এবং আত্মা অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা কিরূপ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদোমাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ এই সপ্ত ধাতু শরীরের মধ্যে ব্যবস্থিত আছে ॥ ৩২ ॥

শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩৩ ॥

শরীরকে আত্মা ও অন্তরাত্মাকে মন বলা যায় এবং পরমাত্মা শূন্যময়, ইহাতে মনের বিলয় হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

রক্তধাতু জননী ও শুক্রধাতু জনক, এবং শূন্যধাতু প্রাণ হয়, পরে গর্ত্ত-পিণ্ড উৎপন্ন হয় ॥ ৩৪ ॥

দেব্যুবাচ।

কথমুৎ পদ্যতে বাচা কথং বাচা বিলীয়তে।
বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রূহি পশ্য জ্ঞানমুদাহর ॥ ৩৫ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—বাক্যের উৎপত্তি কিরূপে এবং বাক্যের লয় কিপ্রকারে হয়? ঐ সকল বাক্যের নির্ণয় আমাকে বলুন এবং বাক্যজ্ঞানের উদাহরণ প্রদান করুন ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

শিব বলিলেন,—অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি, ও মনের দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি হয় এবং বাক্যের দ্বারা মনের লয় হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছশী।
কস্মিন্ স্থানে বসেদ্ বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ স্থানে সূর্য্য, কোন্ স্থানে চন্দ্র, কোন্ স্থানে বায়ু ও কোন্ স্থানে মন বাস করেন? ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ। সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে। এতদ্‌যুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মহেশ্বর বলিলেন,—তালুমূলে চন্দ্র ও নাভিমূলে সূর্য্য অবস্থিত আছেন। সূর্য্যের অগ্রভাগে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রভাগে মন বাস করেন। সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে প্রাণ বাস করেন। শঙ্করি! এই যুক্তি গুরুর উপদেশদ্বারা লাভ করিবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালো জরা কেন প্রজায়তে ॥৪০॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ স্থানে শক্তি, কোন্ স্থানে শিব ও কোন্ স্থানে কাল বাস করে এবং জরা কাহার দ্বারা জন্মে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পাতালে বসতে শক্তির্ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়তে ॥৪১॥

শিব বলিলেন,—পাতালে শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডে শিব ও অন্তরীক্ষে কাল বাস করেন এবং সেই কালদ্বারাই জরা জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

দেব্যুবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে কোঽসৌ ভুঞ্জতে পিবতে কথম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪২ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ ব্যক্তি আহার আকাঙ্ক্ষা করে ও কোন্ ব্যক্তিই বা ভোজন ও পান করে এবং কে বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রিত অবস্থাতে প্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঙ্‌ক্তেঽপি হুতাশনঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪৩ ॥

শিব বলিলেন,—প্রাণ আহারের অকাঙ্ক্ষা করে, অগ্নি ভোজন করে ও বায়ু জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অস্থাতেই প্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪৩ ॥

দেব্যু বাচ।

কোবা করোতি কর্ম্মাণি কোবা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কোবা করোতি পাপানি [illegible] পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কে কর্ম্ম করে, কে পাপে লিপ্ত হয়, কে পাপকার্য্য করে এবং কেবা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে? ॥ ৪৪ ॥

শিব উবাচ।

মনঃ করোতি পাপানি মনোলিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

শিব কহিলেন,—মন পাপকার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপদ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ। কস্য নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কস্য নাম ভবেচ্ছিবঃ। এতন্মে ব্রূহি ভো দেব! পশ্চাজ্জ্ঞানং প্রকাশয় ॥ ৬৩ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—শম্ভো! শক্তি কাহার নাম ও শিব কাহার নাম, এসমস্ত আমাকে অগ্রে বলিয়া, পরে জ্ঞান প্রকাশ করুন ॥৬৩॥

ঈশ্বর-উবাচ। চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ। স্থিরচিত্তো ভবেদ্দেবি স দেহস্থোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥৬৪

মহাদেব বলিলেন,—দেবি! চপলহৃদয়ে শক্তি ও অচঞ্চল হৃদয়ে শিব বাস করেন। স্থিরহৃদয় হইলে, জীব দেহবিশিষ্ট হইয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৬৪ ॥

দেব্যুবাচ। কস্মিন্ ত্রিধা শক্তিঃ ষট্‌চক্রঞ্চ তথৈব চ। একবিংশতিব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতালমেব চ ॥৬৫॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—কোন্ স্থানে ত্রিধা শক্তি বাস করেন এবং ষট্‌চক্র, একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তপাতাল কি, তাহা বলুন ॥ ৬৫ ॥

ঈশ্বর-উবাচ। ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্ গুহ্যঃ। মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যাতীতং নিরঞ্জনং ॥ ৬৬ ॥

শিব বলিলেন,—ঊর্দ্ধশক্তি কণ্ঠ, অধঃশক্তি গুহ্যদেশ এবং মধ্যশক্তি নাভি। যিনি এই ত্রিধাশক্তির বহির্ভূত, তিনিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম ॥ ৬৬ ॥

আধারং গুহ্যচক্রস্তু স্বাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং।
চক্রভেদং ময়া খ্যাতং চক্রাতীতং নমো নমঃ ॥ ৬৭ ॥

গুহ্যচক্রকে আধার এবং লিঙ্গচক্রকে স্বাধিষ্ঠান বলা যায়। এই চক্রভেদ আমি তোমাকে বলিলাম। যিনি চক্রের অতীত, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬৭ ॥

কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বাধঃ পাতালমেব চ।
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং ॥ ৬৮ ॥

দেহের ঊর্দ্ধভাগ ব্রহ্মলোক এবং অধোভাগ পাতাল। ঊর্দ্ধভাগ মূল ও অধোভাগ শাখা, এইরূপে এই দেহ বৃক্ষাকার বলা যায় ॥ ৬৮ ॥

দেব্যুবাচ। শিব শঙ্কর ঈশান ব্রূহি মে পরমেশ্বর। দশবায়ুঃ কথং দেব! দশ দ্বারাণি চৈব হি ॥ ৬৯ ॥

দেবী বলিলেন,—শিব, শঙ্কর, ঈশান, পরমেশ্বর, দেব! দশপ্রকার বায়ু কিরূপে শরীরে অবস্থিত আছে এবং কি কি দশটি দ্বার, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৬৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ। হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ। সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ। ব্যানঃ সর্ব্বগতে দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ। নাগ ঊর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ। কৃকরং ক্ষোভিতে দেবদত্তোঽপি জৃম্ভণে। ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশে-[illegible]ক্তি ॥ ৭০—৭২ ॥

মহেশ্বর বলিলেন,—হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সমস্তশরীরে ব্যানবায়ু অবস্থিতি করে। নাগবায়ু ঊর্দ্ধগত, কূর্ম্মবায়ু তীর্থাশ্রিত, কৃকরবায়ু ক্ষোভণে, দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভণে (হাই তোলনে) এবং ধনঞ্জয়বায়ু নাদঘোষে প্রবেশ করিয়া শাম্য হয়। ॥ ৭০। ৭১। ৭২ ॥

এষ বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ।
নবদ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মনো উচ্যতে ॥ ৭৩ ॥

এই দশপ্রকার বায়ু অবলম্বনশূন্য ও যোগিগণের যোগবিষয়ে সম্মত। নবদ্বার ত প্রসিদ্ধই আছে এবং মনকে দশমদ্বার কহা যায় ॥ ৭৩ ॥

দেব্যুবাচ। নাড়ীভেদঞ্চ মে ব্রূহি সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতম্। শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশ নাড়িকাঃ ॥ ৭৪ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—সর্ব্বগাত্রে যে সকল নাড়ী অবস্থিত আছে তাহা আমাকে বলুন এবং কুণ্ডলিনী শক্তি ও তাহা হইতে যে দশ নাড়ী প্রসূত হইয়াছে তাহাও আমাকে বলুন ॥ ৭৪ ॥

ঈশ্বর-উবাচ। ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসরা গমনায়তা। অলম্বুষা যশা চৈব দক্ষিণাঙ্গে চ সংস্থিতাঃ। কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭৫—৭৬ ॥

শিব বলিলেন,—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ী ঊর্দ্ধগামিনী; গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা ও প্রসরা এই তিনটী নাড়ী গতিদ্বারা দেহে ব্যাপ্ত আছে; অলম্বুষা ও যশা এ দুইটী নাড়ী দক্ষিণ অঙ্গে এবং কুহু ও শঙ্খিনী এ দুইটী নাড়ী বাম অঙ্গে অবস্থিত আছে ॥ ৭৫—৭৬ ॥

এতাসু দশনাড়ীষু নানানাড়ী-প্রসূতিকা।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি শরীরে নাড়ীকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥

এই দশটী নাড়ী হইতে নানা নাড়ী প্রসূত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে ॥ ৭৭ ॥

এতা যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ।
জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৭৮ ॥

দেবি! এই সকল নাড়ী যে যোগী বিদিত হইয়াছেন, সেই যোগীই যোগের লক্ষণবেত্তা। এই সকল নাড়ীর মধ্যে জ্ঞাননাড়ী হইতেই যোগিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥

দেব্যুবাচ। ভূতনাথ মহাদেব ব্রূহি মে পরমেশ্বর। ত্রয়ো দেবাঃ কথং দেব ত্রয়ো ভাবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৭৯ ॥

ভূতপতে, মহাদেব, মহেশ্বর, দেব! তিন দেবতা কি প্রকার এবং তাঁহাদিগের তিন ভাব ও তিন গুণ কি কি, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৭৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ। রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্বভাবস্থিতো হরিঃ। ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥৮

ঈশ্বর বলিলেন,—রজোভাবে ব্রহ্মা, সত্বভাবে বিষ্ণু ও ক্রোধভাবে রুদ্র অবস্থিত আছেন। এই তিন দেবতা ও তিন গুণ ॥ ৮০ ॥

দেব্যুবাচ ।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ ।
কার্য্যস্য কারণং ব্রূহি কথং কিঞ্চ প্রসাদনম্ ॥ ৪৬ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—জীব কিপ্রকারে শিব হয়েন এবং কোন্ কার্য্যের কারণ ও কিরূপে প্রসন্ন হয়েন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৬ ॥

শিব উবাচ ।

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।
কার্য্যং হি কারণং ত্বঞ্চ পুনর্ব্বোধো বিশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

মহাদেব বলিলেন,—ভ্রান্তিদ্বারা বদ্ধ থাকিলে জীব জীবই থাকে, ও ভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হইলে জীব সদাশিব হয়। তুমিই কার্য্য এবং তুমিই কারণ। কেবল কার্য্যকারণের বোধই বিশেষ হয় ॥ ৪৭ ॥

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ। ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥ আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

মন অন্যস্থানে, শিব অন্যস্থানে এবং শক্তি ও পবন অন্যস্থানে থাকিলেও তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই তীর্থ এই তীর্থ এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রমণ করিতেছে। জীব আত্মতীর্থ বিদিত নহে, তবে কিরূপে তাহার মুক্তিলাভ হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০ ॥

বেদকে বেদ বলা যায় না, কিন্তু নিত্য যে ব্রহ্ম তিনিই বেদ। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে রত, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং বেদপারগ ॥ ৫০ ॥

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৫১॥

চারি বেদ এবং সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিব্যক্তিরা সার অংশ সমুদয় পান করিয়াছেন, কেবল পণ্ডিতেরা ঘোল অর্থাৎ অসার অংশটুকু পান করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে ।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ং ॥ ৫২ ॥

সকল শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, সমস্ত বিদ্যা মুখে মুখে রহিয়াছে। কিন্তু অব্যক্ত ও চেতনাময় যে ব্রহ্মের জ্ঞান তাহা উচ্ছিষ্ট হয় নাই ॥ ৫২ ॥

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং ।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ৫৩ ॥

তপস্যাকে তপস্যা বলা যায় না, কেবল ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা হয়েন, অর্থাৎ যাঁহার রেতঃ পতন হয় না, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি দেবতা ॥ ৫৩ ॥

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ধ্যানকে ধ্যান বলা যায় না, কেবল শূন্যগত যে মন তাহাই ধ্যান, সে ধ্যানের প্রসন্নতাতে সুখ ও মুক্তিলাভ হয়, ইহা নিঃসন্দেহ ॥ ৫৪ ॥

ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে ।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যজ্ঞ কর্ম্মে যে হোম করা যায় সে হোম হোমই নহে, কেবল ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যে প্রাণরূপ ঘৃতের হোম হয়, তাহাকেই হোম কার্য্য বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

পাপকর্ম্ম ভবেত্তব্যং পুণ্যং চৈব প্রবর্ত্ততে ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তদ্দ্রব্যঞ্চ ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৫৬ ॥

ভবিষ্যৎ পাপকার্য্য অবশ্য হইবে এবং পুণ্যও প্রবৃত্ত হইতেছে, এই জন্য যত্নের সহিত পণ্ডিতব্যক্তি যে দ্রব্যে পাপ জন্মে সে দ্রব্য ত্যাগ করিবে ॥ ৫৬ ॥

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৭ ॥

যে পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ ও কুল থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্র সকল বর্ণ ও কুল বিবর্জ্জিত হয় ॥ ৫৭ ॥

দেব্যুবাচ ।

যত্ত্বয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর ।
নিশ্চয়ং ব্রূহি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৫৮ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—মহেশ! আপনি যে জ্ঞানের কথা কহিলেন তাহা আমি বিদিত হইলাম না। দেবদেব! যে জ্ঞানে মন লীন হয় সে জ্ঞান আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন ॥ ৫৮ ॥

শঙ্কর-উবাচ ।

মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে ।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

মহাদেব কহিলেন,—মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটী যে জ্ঞানে লয় হয় এবং স্বপ্ন ব্যতীত যেরূপ নিদ্রা, তাদৃশ অপর অবলম্বন ব্যতীত যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ৫৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ
বালভাবস্তথা ভাবোব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

যে জ্ঞানে একাকী, স্পৃহাশূন্য, শান্ত, বিরহিত, নিদ্রাবিহীন ও শিশু স্বভাবের ন্যায় স্বভাব হয়, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥৬১॥

তত্ত্বদর্শী সকলে যে বিষয় বলিয়াছেন, তাহা আমি অর্দ্ধশ্লোকে বলিব ;—সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই যোগ হয় ॥ ৬১ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি ।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৬২ ॥

একনিমেষ বা অর্দ্ধনিমেষ কাল প্রাপ্ত হইয়া যিনি সমাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার শতজন্মের সঞ্চিত পাপরাশি তৎক্ষণেই ধ্বংস হয় ॥ ৬২ ॥

একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮১ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব, এই তিন দেবতা একমূর্ত্তি। ইহাতে যাহার মনে নানা ভাব উপস্থিত হয়, তাহার মোক্ষলাভ হয় না ॥ ৮১ ॥

বীর্য্যরূপী ভবেদ্ব্রহ্মা বায়ুরূপস্থিতো হরিঃ। মনোরূপস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ। দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবস্থিতো হরিঃ। অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮২—৮৩ ॥

ব্রহ্মা বীর্য্যরূপে, বিষ্ণু বায়ুরূপে ও রুদ্র মনোরূপে অবস্থিতি করেন। এই তিন দেবতা ও তিন গুণ। দয়াভাবে ব্রহ্মা, শুদ্ধভাবে বিষ্ণু এবং অগ্নিভাবে রুদ্র স্থিতি করেন। এই তিন দেবতা ও তিন গুণ ॥৮২—৮৩॥

একং ভূতং পরংব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বচরাচরং।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮৪ ॥

এই স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ একব্রহ্ম হইতেই হয়। যাহার মনে নানাভাবের উদয় হয়, তাহার মোক্ষলাভ হয় না ॥ ৮৪ ॥

অহং সৃষ্টিরহং কালোঽপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ। অহং রুদ্রোঽপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনং। অহং সর্ব্বাত্মকো দেবি! নিষ্কামো গগনোপমঃ। স্বভাবনির্ম্মলং স্বান্তং স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫—৮৬ ॥

দেবি! আমি সৃষ্টি, আমি কাল, আমি ব্রহ্মা, আমি হরি, আমি রুদ্র, আমি আকাশ, আমি সর্ব্বব্যাপী ও আমিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম। আমি সর্ব্বময়, নিষ্কাম ও গগনাংে উপমার স্থল এবং স্বভাব হইতেও নির্ম্মল ও মনঃস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাও আমি, ইহা নিঃসন্দেহ ॥ ৮৫—৮৬ ॥

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেচ্ছূরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্ভক্তো দাতা ধীরো হিতে রতঃ ॥ ৮৭ ॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, শূর, ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, দাতা ও ধার্ম্মিকের উপকারে রত, সেই ব্যক্তিকেই ভক্ত বলা যায় ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলা দয়া স্মৃতা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়া ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

তপস্যার মূল ব্রহ্মচর্য্য এবং ধর্ম্মের মূল দয়া; এই নিমিত্ত যত্নের সহিত দয়া ও ধর্ম্মের আশ্রয় করিবে ॥ ৮৮ ॥

দেব্যুবাচ। যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ। বেদসন্ধ্যাতপোধ্যানং হোমকর্ম্ম কুলং কথং ॥ ৮৯ ॥

দেবী কহিলেন,—হে যোগেশ্বর, জগৎপতে, পার্ব্বতীর প্রাণবল্লভ! বেদ, সন্ধ্যা, তপঃ, ধ্যান, হোম, কর্ম্ম ও কুল কিরূপ, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন ॥ ৮৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ। অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৯০ ॥

পরমেশ্বর বলিলেন,—সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ, ইহার ব্রহ্মজ্ঞানজনিত ফলের ষোড়শ অংশের এক অংশ তুল্য পুণ্যও লাভ করিতে পারে না ॥ ৯০ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং লভতে শুচিঃ। ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৯১ ॥

সর্ব্বকালে সকল তীর্থে পবিত্র হইয়া গমন করিলে যে ফল লাভ হয় সেই ফলদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানজনিত ফলের ষোড়শ অংশের এক অংশ তুল্য পুণ্যও কেহ লাভ করিতে পারে না ॥ ৯১ ॥

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ। ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯২ ॥

যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব ও স্বামী প্রভৃতি কেহই তাহার তুল্য হইতে পারে না ॥ ৯২ ॥

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতাঃ। গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯৩ ॥

যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা, কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে ॥ ৯৩ ॥

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীমধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা তাঁহাকে দান করিলে, তাঁহার নিকটে ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৯৪ ॥

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতং। যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সদ্গুরুস্তস্য দীয়তে ॥ ৯৫ ॥

এই গোপনীয় ব্রহ্মজ্ঞান যাহাকে তাহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, সদ্গুরু ইহা যেকোন ভক্ত শিষ্যকেই প্রদান করিবেন ॥ ৯৫ ॥

মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াং। সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৯৬ ॥

মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, হোম, জপ, বলিকর্ম্ম, সন্ন্যাস এবং লৌকিক সমস্ত কর্ম্ম পণ্ডিত ব্যক্তি ত্যাগ করিবেন ॥ ৯৬ ॥

সংসর্গাদ্বহবো দোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুণাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যতী সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥ ৯৭ ॥

সংসর্গ হইতে অনেক দোষ জন্মে এবং সংসর্গবিহীনতা হইতে অনেক গুণ হয়। অতএব যতী ব্যক্তি যত্নের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে ॥৯৭

অকারঃ সাত্বিকো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ। মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অকার সত্বগুণবিশিষ্ট, উকার রজোগুণবিশিষ্ট এবং মকার তমোগুণবিশিষ্ট জ্ঞান করিবে। এই তিনটি গুণদ্বারা প্রকৃতি ইহা উক্ত হয় ॥ ৯৮ ॥

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ। ঈশ্বান্নির্গতা সা হি প্রকৃতিগু ণবন্ধনা ॥ ৯৯ ॥

অক্ষরা স্বয়ং প্রকৃতি এবং অক্ষর স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর হইতেই সেই প্রকৃতি নির্গত হইয়াছেন এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণদ্বারা আবদ্ধ আছেন ॥ ৯৯ ॥

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী। অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ॥ ১০০ ॥

সেই মায়া পালন, সৃষ্টি ও সংহার এই তিনপ্রকার শক্তিসম্পন্না এবং অবিদ্যা, মোহিনী, শব্দরূপা ও যশস্বিনী হয়েন ॥ ১০০ ॥

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে। মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিষু যুক্তোঽপ্যথর্ব্বণঃ ॥ ১০১ ॥

অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্ব্বেদ ও মকার সামবেদ। এই তিনটী একত্র যুক্ত হইয়া অথর্ব্ববেদ হইয়াছে ॥ ১০১ ॥

ওঁকারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ। অকারস্তথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে। সব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে। অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০২—১০৩ ॥

ওঁকার প্লুত স্বরবিশিষ্ট, ইহার আর একটি নাম ত্রিনাদ। অকার ভূলোক, উকার ভুবর্লোক ও মকার স্বর্লোক। এই তিনটি অক্ষরদ্বারা আত্মা ব্যবস্থিত হইয়াছেন ॥ ১০২—১০৩ ॥

অকারঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া পীতবর্ণেন সংযুতঃ। অন্তরীক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে ॥ মকারঃ স্বরিতি জ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ। ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওঁমিত্যেবং ব্যবস্থিতং ॥ ১০৪—১০৫ ॥

অকার পৃথিবী ও পীতবর্ণসংযুক্ত, উকার অন্তরীক্ষ ও বিদ্যুদ্বর্ণসংযুক্ত এবং মকার স্বর্গ ও শুক্লবর্ণবিশিষ্ট। নিশ্চিতই একাক্ষর প্রণব যে ওঁকার, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ১০৪—১০৫ ॥

স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ। আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতং ॥ ১০৬ ॥

প্রত্যহ স্থিরাসন হইয়া উপবেশন করিবে এবং চিন্তা ও নিদ্রাবিহীন হইবে। ইহাতে শীঘ্র যোগী হওয়া যায়, ইহার কোন অন্যথা নাই, ইহা শিব কহিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানকথা নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করে সেই ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে ॥ ১০৭ ॥

দেব্যুবাচ। স্থূলস্য লক্ষণং ব্রূহি কথং মনো বিলীয়তে। পরমার্থঞ্চ নির্ব্বাণং স্থূলসূক্ষ্মস্য লক্ষণং ॥ ১০৮ ॥

দেবী বলিলেন।—স্থূলদেহের লক্ষণ বলুন ও কিরূপে মনের বিলয় হয় তাহা বলুন এবং স্থূল ও সূক্ষ্মের লক্ষণ যে পরমার্থ নির্ব্বাণ তাহাও বলুন ॥ ১০৮ ॥

শিব উবাচ। যেন জ্ঞানেন হেদেবি! বিদ্যতে ন চ কল্বিষী। পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ॥ স্থূলরূপী স্থিতোঽয়ঞ্চ সূক্ষ্মশ্চ অন্যথা স্থিতঃ ॥১০৯-১১০॥

শিব বলিলেন।—দেবি! যে জ্ঞানদ্বারা পাপী বিদ্যমান থাকে না, সেই জ্ঞান বলি শ্রবণ কর।—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন দেহই স্থূলরূপী হইয়া অবস্থিতি করে এবং সূক্ষ্মদেহ অন্যরূপে স্থিতি করে ॥ ১০৯—১১০ ॥

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয় নামক মাসিকপত্রিকায় জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র সমাপ্ত।

ত্রিপুরা ভৈরবী

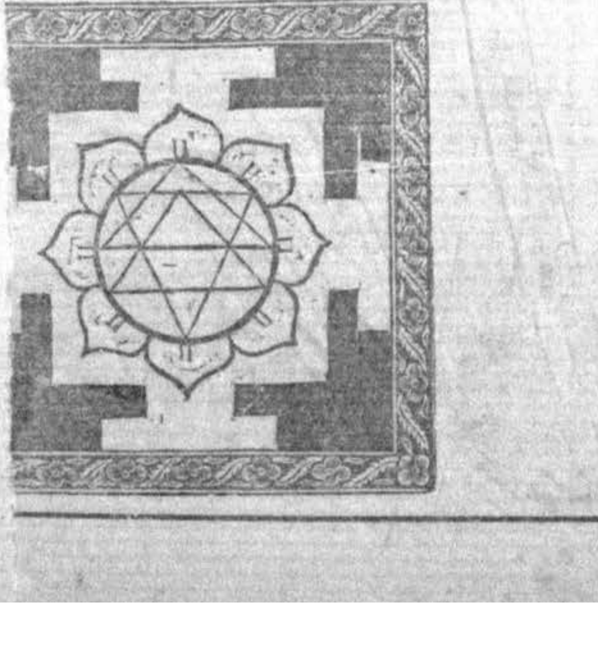

শ্মশানকালীযন্ত্রং।

কাল্যা ধারণ যন্ত্রং

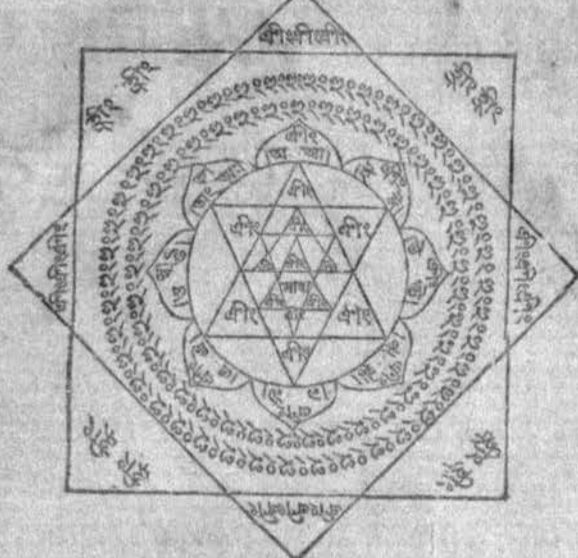

বরাহ যন্ত্রং।

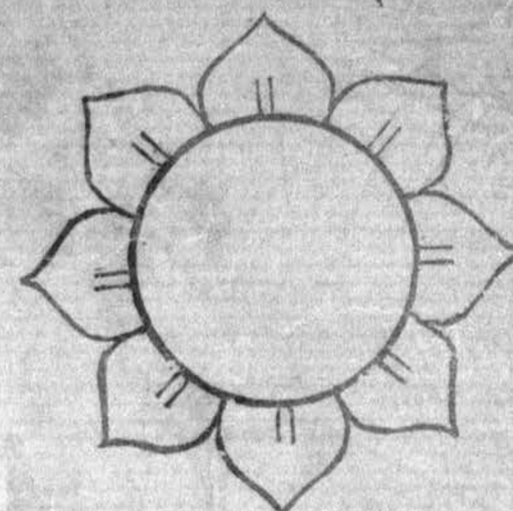

বাগীশ্বরী যন্ত্রং

চণ্ডোগ্র শূলপাণি যন্ত্রং।

গণেশ যন্ত্রং।

শ্যামা যন্ত্রং।

ইন্দ্রজালং।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চেন্দ্রজালমনুত্তমং।
ব্যাধিদারিদ্র্যহরণং জরামৃত্যুবিনাশনং ॥ ১ ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে পরমেশ্বরি! অনন্তর আমি তোমার নিকট ব্যাধিদারিদ্র্যহারক ও জরামৃত্যুবিনাশক ইন্দ্রজাল বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ইন্দ্রস্য যো ন জানাতি জালেশং রুদ্রভাষিতং।
নিগ্রহানুগ্রহে তস্য কা শক্তিঃ পরমেশ্বরি ॥ ২ ॥

হে দেবি! যে ব্যক্তি রুদ্রকথিত এই ইন্দ্রজালশাস্ত্র না জানে, সেই ব্যক্তি প্রসন্ন বা কুপিত হইয়া অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥

ন তেষাং জায়তে সিদ্ধির্গোত্রে ক্ষেত্রে গৃহেঽপিবা।
ইন্দ্রজালং ন জানাতি স ক্রুদ্ধঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রজালবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পর্ব্বতাদি সিদ্ধস্থানে ও স্বগৃহাদিতে কুত্রাপিও সিদ্ধি লাভকরিতে পারিবে না এবং কুপিত হইয়া কি করিতে পারে? অর্থাৎ শত্রুদমনার্থ কোনরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেও পারে না ॥ ৩ ॥

ন জীবতি বরারোহে সংসারে দুঃখসাগরে।
ইন্দ্রজালং ন জানাতি কুতঃ সৌখ্যং ভবেত্ততঃ ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি! এই দুঃখার্ণবরূপ সংসারে ইন্দ্রজালকৌশল না জানিলে জীবনধারণে তাহার কোন ফল নাই এবং কোনরূপ কৌতূহলজনক আশ্চর্য্য ঘটনা উদ্ভাবনে তাহার শক্তি থাকে না, সুতরাং তাহার সুখের আশাও থাকে না ॥ ৪ ॥

কৌতূহলং কুতস্তেষাং কুতঃ কামা বরাননে। সংসার-সাগরে ঘোরে কামলুব্ধাশ্চ মানবাঃ। রুদ্রকর্ম্ম নাস্তি তেষাং কুতঃ সৌখ্যং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥

হে বরাননে! যে ব্যক্তি ইন্দ্রজালবিদ্যায় অপারগ, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এই সংসারে সমস্ত মনুষ্যই কামুক, তাহাদের রুদ্রকর্ম্মের অধিকার নাই, অতএব কিপ্রকারে তাহাদের সুখ হইতে পারে ॥ ৫ ॥

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে সমুপাগতাঃ।
তথা সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি ইন্দ্রজালে স্থিতানি চ ॥ ৬ ॥

যেরূপ নদ ও নদীসকল সাগরে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রই ইন্দ্রজালশাস্ত্রের অন্তর্গত জানিবে ॥ ৬ ॥

তপ্তানাঞ্চ যথা ভানুঃ শীতলানাং যথা শশী।
গম্ভীরাণাং যথা সিন্ধুর্জ্জালেন্দ্রঞ্চ তথাপ্রিয়ে ॥ ৭ ॥

হে প্রিয়ে! যেমন তেজঃপদার্থের মধ্যে সূর্য্য এবং শীতল পদার্থের মধ্যে চন্দ্র, গাম্ভীর্য্যবিষয়ে নদী প্রধান, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে ইন্দ্রজালশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

তথা কিং বহুনোক্তেন বর্ণনেন পুনঃ পুনঃ।
জালেন্দ্রস্য সমং শাস্ত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥

আর পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রজালের মাহাত্ম্য বর্ণনে ফল কি? ইন্দ্রজালের সদৃশ শাস্ত্র কদাচ হয় নাই এবং হইবে না ॥ ৮ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ওষধীনাং বিধিং বরে।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

হে দেবি! অনন্তর ইন্দ্রজালশাস্ত্রোক্ত ঔষধিবিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বিধান জ্ঞাত হইলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মহাকালস্য বীজানি প্রস্থমেকং সমাহরেৎ। ধাত্রী-রসেন দেবেশি সপ্তবারান্ বিভাবয়েৎ ॥ গুটিকা কর্ত্তব্যা তাং গুটিকাং মুখে নিক্ষিপ্য পারাবতো ভবতি ॥ ১০ ॥

মহাকালের বীজ দুই সের সংগ্রহ করিয়া আমলকীর রসদ্বারা ভাবনা-বিধির অনুসারে সপ্তবার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহার এক একটি গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য কবুতর হইতে পারে ॥ ১০ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং মম বল্লভে। ছাগস্য শীর্ষং সংগৃহ্য কৃষ্ণমৃত্তিকাং পূরয়িত্বা পুনর্ধুস্তুরবীজানি বাপ-য়েৎ। কালে তানি পুষ্পিতানি ভবন্তি তদা যস্যোপরি নিক্ষিপেৎ স ছাগো ভবতি ॥ ১১ ॥

একটি ছাগমুণ্ড মধ্যভাগ কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা পূরণ করিয়া ঐ মৃত্তিকাতে ধুস্তুরবীজ বপনকরিবে। কালে ঐ বীজহইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুষ্পিত হইলে ঐ ধুস্তুর পুষ্প যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি ছাগল হইতে পারিবে ॥ ১১ ॥

ময়ূরশীর্ষমাদায় কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মৃত্তিকাং পূরয়েৎ শণ-বীজানি বাপয়েৎ যদা ফলিতঃ পুষ্পিতো ভবতি তদা শণ-বীজানি গ্রীবায়াং বন্ধয়েৎ ময়ূরো ভবতি ॥ ১২ ॥

একটি ময়ূরের মস্তক আনয়নকরিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর নিশাকালে কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা তাহা পূরণ করিবে। অনন্তর তাহাতে শণবীজ বপন করিবে। যৎকালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুষ্পিত ও ফলিত হইবে, তৎকালে ঐ শণবীজ আহরণ করিয়া যাহার গ্রীবাদেশে বন্ধন করিবে, সেই ব্যক্তি ময়ূর হইতে পারিবে ॥ ১২॥

কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ময়ূরশীর্ষমাদায় কৃষ্ণমৃত্তিকাং পূরয়েৎ কার্পাসবীজানি বাপয়েৎ যদা ফলিতাঃ পুষ্পিতা ভবন্তি পুষ্পফলে সংগৃহ্য সমস্তং পেষয়িত্বা অঙ্গং বিলিপ্য পানীয়-মধ্যে প্রবিশ্য তথা জলে তিষ্ঠতি যথা স্থলে ॥ ১৩ ॥

ঐরূপ ময়ূরের মস্তকে কৃষ্ণমৃত্তিকা পূরণ করিয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর নিশাকালে কার্পাসবীজ বপনকরিবে, ঐ কার্পাস বীজহইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুষ্পিত ও ফলিত হইলে সেই পুষ্প ও ফল সংগ্রহ করিবে। অনন্তর ঐ ফলপুষ্প একত্র শীলাতে পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে অনায়াসে জল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে পারে॥ ১৩॥

কৃষ্ণকাকশীর্ষমাদায় কাকমাচীবীজানি বাপয়েৎ। যদা ফলিতাঃ পুষ্পিতা ভবন্তি তৎফলং সংগৃহ্য মুখে প্রক্ষিপ্য কাকো ভবতি কাক-ইব গচ্ছতি মহ্যাং উদ্গীর্ণে মোক্ষঃ ॥১৪

কৃষ্ণবর্ণ কাকের মস্তক কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা পূরণ করিয়া তাহাতে কাকমাচী বীজ বপন করিবে এবং ঐ বৃক্ষহইতে ফল হইলে সেই ফল গ্রহণকরিয়া মুখে নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য কাক হইতে পারে এবং কাকের ন্যায় আকাশে উড়িতে পারে। ঐ বীজ মুখ হইতে পরিত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার মনুষ্য হইবে॥ ১৪ ॥

পারাবতশীর্ষমাদায় কৃষ্ণমৃত্তিকাং পূরয়িত্বা তিলবীজানি বাপয়েৎ ক্ষীরোদকেন সিঞ্চনীয়ং যদা পুষ্পিতা ভবন্তি তদা মুখে সংস্থাপ্য অন্তর্হ্ব তো ভবতি ॥ ১৫ ॥

একটি কবুতরের মস্তক আনিয়া তাহার মধ্যভাগ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা পূরণকরিয়া তিল বীজ বপনকরিবে এবং যেরূপ বীজ বপন করিয়া জল দিতে হয়, সেইরূপ দুগ্ধ দিতে হইবে। পরে যে সময় ঐ বীজহইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুষ্পিত হইবে সেই সময় ঐ তিলপুষ্প মুখে নিক্ষেপ করিলে, সর্ব্বজনসমক্ষে অন্তর্হ্বত অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে পারে॥ ১৫॥

তেষাং ফলানাং চূর্ণং কৃত্বা তেন চূর্ণেন যং স্পৃশতি স কিঙ্করো ভবতি। সর্ব্বস্বং দদাতি ॥ ১৬ ॥

উক্তরূপ তিলবৃক্ষের বীজ চূর্ণ করিয়া যাহার অঙ্গে ঐ চূর্ণ স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি দাসবৎ বশীভূত হইয়া সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে॥ ১৬॥

তানি তিলানি সংগৃহ্য নেত্রাঞ্জনেনসহ পিষ্ট্বা কপিলা-দুগ্ধেন গুটিকাং কারয়েৎ। সপ্তরাত্রং পাচয়েৎ তাং গুটিকাং মুখে নিক্ষিপ্য অন্তর্হ্ব তো ভবতি। দেবৈরপি ন দৃশ্যতে মনুষ্যাণাং কা কথা। উদ্গীর্ণেন পুরুষো ভবতি। জীবেদ্বর্ষশতং স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বে জনাশ্চ বৈশ্যা ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

উক্তরূপ তিল নেত্রাঞ্জনের সহিত পেষণ করিয়া কপিলা (গাভীবিশেষ) দুগ্ধের সহিত সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত পাক করিয়া গুটিকা করিবে। ঐ গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য এইরূপ লুক্কায়িত হইতে পারে যে, তাহাকে দেবতারাও দেখিতে পায়েন না। মনুষ্যের আর কথা কি? এই গুটীকা-প্রভাবে মনুষ্য সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে এবং স্ত্রী ও পুরুষ সকলই তাহার বশীভূত হয়॥ ১৭॥

গৃধ্রশিরঃ সমাদায় কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণমৃত্তিকাং নিক্ষি-পেৎ লশুনবীজানি বাপয়েৎ যদা ফলং পুষ্পং ভবতি তদা পুষ্যানক্ষত্রে পুষ্পং গৃহীত্বা অঞ্জনেন সহ কপিলাঘৃতেন কজ্জলং পাতয়েৎ চক্ষুরঞ্জনীয়ং তাবৎ যোজনশতং পশ্যতি মেদিনীং দিবা নক্ষত্রাণ্যপি পশ্যতি লাভস্তস্য। কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি তৎ করোতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

গৃধিনীপক্ষীর মস্তক আনিয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা পূরণ করিবে। অনন্তর তাহাতে রসুনবীজ বপনকরিয়া রাখিবে। যখন ঐ বীজহইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সেই বৃক্ষের পুষ্প ও ফল হইবে, তখন পুষ্যা-নক্ষত্রে সেই পুষ্প গ্রহণকরিয়া কপিলা (গাভীবিশেষ) ঘৃতদ্বারা কজ্জল-পাত করিবে। ঐ কজ্জলদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে সেই ব্যক্তি শত-যোজন পর্য্যন্ত দেখিতে পায় এবং দিবাভাগেও আকাশে নক্ষত্রদর্শন করিতে পারে ও সেই ব্যক্তি যে কার্য্য করিতে অভিলাষ করে, তাহাই সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১৮॥

অন্যে চ সর্ব্বে জীবাঃ এবং উষ্ট্রগর্দ্দভমহিষ্যাদি লঘুবৃহ-জ্জীবাঃ। যদ্যদ্বীজং যস্য শিরসি বাপয়েৎ। যদা পুষ্পিতঃ ফলিতো ভবতি তদা যস্য বীজানি মুখে নিক্ষিপ্যন্তে স জীবো ভবতি নাত্র সন্দেহঃ ॥ ১৯ ॥

এইরূপ উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মহিষাদি জীবগণের মস্তকে উক্তরূপ মৃত্তিকা নিক্ষেপ ও বীজবপন করিবে। যৎকালে সেই সেই বীজহইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুষ্পিত ও ফলিত হইবে, তখন সেই সেই বীজ আনিয়া মুখে নিক্ষেপ করিলে সেই সেই জীবের আকার ধারণ করিতে পারিবে॥ ১৯॥

সর্ব্বেষাং ধারণমন্ত্রঃ।

ওঁ হ্রীঃ হ্রীং হ্রেং ঐং লং লং ওঁ ভোঁ স্বাহা। একা-দশাক্ষরো মনুরস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। দশাংশহোমঃ ঘৃতেন তর্পণং মার্জ্জনং ব্রাহ্মণভোজনাদিকং কারয়িত্বা সিদ্ধির্ভবতি ॥ ২০ ॥

উক্ত কার্য্যসকল সাধন করিতে হইলে মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যক করে, সেই মন্ত্র এই—ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রেং ঐং লং লং ওঁ ভোঁ স্বাহা, এই একাদশাক্ষরী মন্ত্রের লক্ষজপে পুরশ্চরণ হয়। এই পুরশ্চরণে দশসহস্র হোম, সহস্র ঘৃত-তর্পণ, একশত অভিষেক ও দশজন ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি পুরশ্চরণাঙ্গ সমস্ত কার্য্য যথাবিধি অনুষ্ঠিত করিয়া সিদ্ধ হইয়া যদি উক্ত কার্য্য সকল করিতে

প্রবৃত্ত হয়, তবেই স্বীয় অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না ॥ ২০ ॥

বশ্যাধিকারঃ।

মাতুলুঙ্গস্য মূলন্তু ধুস্তূরবীজকেন চ। পলাণ্ডুপুষ্পমাদায় সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ॥ যোঽস্য গন্ধং সমাঘ্রাতি স চ স্নেহেন পশ্যতি। দুন্দুভিং পটহাংশ্চৈবং শঙ্খাংশ্চৈব তু লেপয়েৎ॥ এষ ভূতোপসৃষ্টানাং কুমারীণাং গৃহেষু চ। ভূপতেঃ সেব্যমানানাং তথাপৎ পাপজীবিনাং। ন চাগ্নির্দ্দহতে বেশ্ম যত্রৈষ সোঽগদো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ছোলঙ্গনেবুর মূল, ধুস্তূরবীজ ও পলাণ্ডু অর্থাৎ পঁ্যাজের ফুল, এই সকল একত্র করিয়া অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যাহাকে আঘ্রাণ করাইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে এবং উক্ত চূর্ণদ্বারা দুন্দুভি অর্থাৎ নাগারা, ঢাক ও শঙ্খ এই সকলের গাত্রে লেপন করিবে। অনন্তর কামিনীগণের গৃহে ঐ দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনি করিলে তাহার শরীরে ভূতাদির দৃষ্টি থাকিলে তাহা দূর হয় এবং ঐ সকল বাদ্যধ্বনি শুনিলে রাজরাণীও বশীভূতা হন। আর যে গৃহে এই ঔষধি থাকে, সেই গৃহে অগ্নির ভয় থাকে না। এই কার্য্যে যে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে অনুষ্ঠিত কার্য্য সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ বশীকরণাদি ব্যাপার সুসম্পন্ন হয় ॥ ২১ ॥

অত্র মন্ত্রঃ। ওঁ রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় হ্রীং হ্রীং হুং ফট্। অযুতং জপ্তব্যং ॥ ২২ ॥

এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে উপরোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥ ২২ ॥

ওঁ নমোঽস্তু আদিত্যায় কিলি কিলি চিলি চিলি ধূমং লিহি যক্ষিণি মোদতে হি শাকিনি অনিত্রুক্রশূলপাণি স্বাহা। বর্ণাঃ ৪০। শিলাকৃতিকে মন্ত্রে। ওঁ নমো গুহাবাসিন্যৈ গুহপতি গুহিলে মনোজবো ওঁ এং ওঁ বিঞ্চে নমঃ। শিলায়াঃ কৃতিঃ করলিখিতা খদিরানলসন্তপ্ত লিপ্তা যতো নবযোষিতোপি আকর্ষণং। বর্ণাঃ ২৬। ওঁ নমঃ কপালরুদ্রায় সর্ব্বলোকবশঙ্করায় অনাথায়াপ্রতিহত বলবীর্য্যপরাক্রমপ্রভবায় হা হা হে হে পচ পচ মারয় মারয় কপট কপট কাট সর্প কর্ম্মকরি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা অযুতজপাদ্বশীকরোতি ॥ ২৩ ॥

এই সকল মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে বশীকরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২৩ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

পারাবতস্য হৃদয়ং চক্ষুর্জ্জিহ্বা চ শোণিতং। অঞ্জনং রোচনযুতং বনিতা বশকৃৎপরং॥ তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ নয় নয় মহারিণি নমো দেব্যৈ স্বাহা একবিংশতি বারান্ পরিজপ্য সিদ্ধির্ভবতি ॥ ২৪ ॥

প্রকারান্তরে বশীকরণ কহিতেছেন, পারাবতের হৃদয়, চক্ষু, জিহ্বা ও রক্ত গোরোচনাযুক্ত করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়, ওঁ নয় নয় মহারিণি নমো দেব্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র একবিংশতিবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে ॥ ২৪ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

কপালং মানুষং গৃহ্য কনকস্য ফলানি চ। কর্পূরং মধুসংযুক্তং নিঘৃষ্য তিলকেন চ॥ নারী বা পুরুষোঽনেন বশ্যো ভবতি নিত্যশঃ। এষ কাপালিকো যোগো বশিষ্ঠস্য শুভং মতং ॥ ২৫ ॥

মনুষ্যের কপালের অস্থি, ধুতুরার ফল, কর্পূর ও মধু এই সকল একত্র করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় কপালে তিলক করিবে। এই তিলকপ্রভাবে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ সকলই তাহার বশীভূত হইবে। এই কাপালিক যোগ বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

নরজিহ্বাং সমুদ্ধৃত্য সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। জলেন চ সুশীতেন দাপয়েৎ তদ্বিচক্ষণঃ॥ পানে ফলে চ পুষ্পে চ ভক্ষ্যে ভোজ্যে চ দাপয়েৎ। প্রজাপতিকুলোদ্ভূতা যদি সাক্ষাদরুন্ধতী। সাভিষক্তা প্রিয়ং যাতি নান্যং পুরুষমিচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

মনুষ্যের জিহ্বা উদ্ধৃত করিয়া তাহা অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে সিদ্ধমন্ত্র পাঠকরিয়া এই চূর্ণ যে ব্যক্তি শীতলজলের সহিত পান করাইবে, সাক্ষাৎ অরুন্ধতীও তাহার প্রতি আসক্তা হইয়া অন্য পুরুষের অভিলাষ পরিত্যাগ করেন ॥ ২৬ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

হরিতালং শ্মশানে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ক্ষিপ্ত্বা কুষ্ঠবিমিশ্রং গ্রাহ্যং অবশ্যং বশী ভবেৎ স নরঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্মশানে হরিতাল নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর ঐ হরিতাল গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত কুড় মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যাহার শরীরে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে ॥ ২৭ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

ঋতুনবলোচনতালাললাটাস্থিবাণসাধিতং তৈলং। সকলমনুজেন্দ্রললনা বশঙ্করং মকরালয়ে পুষ্যে। নরতৈলং প্রেতাম্বরবর্ত্তিকং কৃত্বা রাত্রৌ প্রজ্বাল্যার্করক্ষস্কন্ধে কজ্জলং কৃত্বা চক্ষুষী অভ্যঞ্জয়েৎ যং পশ্যতি স বশ্যো ভবতি ॥২৮॥

মৃত মনুষ্যের বস্ত্রদ্বারা বর্ত্তিকা করিয়া মনুষ্যের তৈলদ্বারা রাত্রিতে

প্রদীপ জ্বালিবে, এই প্রদীপের শিখাতে আকন্দ বৃক্ষের শাখায় কজ্জল করিবে, এই কজ্জলদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিয়া যাহার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে॥ ২৮॥

অন্যপ্রকারঃ।

কর্ণদন্তমলং লালা স্বদেহাক্ষিমলত্রয়ং। নাসিকোদ্ভবরক্তঞ্চ চূর্ণমেতদ্বলাযুতং॥ এতৎ সর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ। পানভোজনকে দেয়া বশীকরণমুত্তমং॥ ২৯॥

কর্ণমল, দন্তমল, লালা, (মুখের থুথু) শরীরের মল, চক্ষুমল, (পিচুটি) নাসিকার রক্ত, এই সকল বেড়েলার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুটিকা করিবে। সিদ্ধমন্ত্র পাঠকরিয়া এই গুটিকা যাহাকে জলের বা ভোজদ্রব্যের সহিত ভোজন করাইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে॥ ২৯॥

অন্যপ্রকারঃ।

কাকজিহ্বা বচা কুষ্ঠমাত্মনো রুধিরং স্ত্রিয়ঃ। তন্তাবিতঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা তগরং গৌরসর্ষপাঃ॥ শিবনির্ম্মাল্যসংযুক্তং সমভাগানি কারয়েৎ। ভোজ্যে পানেঽথবা দেয়াঃ স্ত্রীণাস্তু বশকারকাঃ॥ নিত্যং পুরুষমিচ্ছন্তী মৃতমপ্যনুগচ্ছতি॥৩০॥

কাকের জিহ্বা, বচ, কুড়, নিজের এবং স্ত্রীর রক্ত, মঞ্জিষ্ঠা এবং শ্বেতসর্ষপ, তগরবৃক্ষের মূল ও বিল্বপত্র এই সকল সমভাগে লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে, সিদ্ধমন্ত্র পাঠকরিয়া এই চূর্ণ স্ত্রীলোকের খাদ্যবস্তু কিম্বা পানীয় দ্রব্যের সহিত পান করিতে দিবে। অনন্তর যে স্ত্রীলোক উহা পান বা আহার করিবে, সেই স্ত্রীলোকই পুরুষের বশীভূত হইবে। এমন কি, পুরুষ মরিলেও তাহার অনুগমন করে॥ ৩০॥

অন্যপ্রকারঃ।

কৃষ্ণসর্পমপ্যঙ্গুলপ্রমাণং শিরশ্ছিত্ত্বাস্যস্তং সর্ষপাদিভিঃ পূরয়িত্বা ছায়াশুষ্কং শোষয়েৎ। পরতঃ সর্ষপান্ গ্রাহয়িত্বা তানি যস্মৈ দীয়তে স বশ্যো ভবতি॥ ৩১॥

এক অঙ্গুলি প্রমাণ কৃষ্ণসর্পের মস্তক ছেদন করিয়া আনিবে, পরে উহার মুখমধ্যে সর্ষপ প্রভৃতি বস্তু পূরণ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ঐ সর্ষপ যাহাকে দিবে, সেই বশীভূত হইবে॥ ৩১॥

অন্যপ্রকারঃ।

পূগীফলং নির্গিলিত্বাপানমার্গে নির্গতং গৃহ্য ধুস্তূররসান্তরিতং কৃত্বা সপ্তদিনানি পূজয়েৎ। পুনঃ কুঙ্কুমচন্দনৈরধিবাস্য যস্মৈ দীয়তে স বশ্যো ভবতি॥ ৩২॥

একটি পূগফল অর্থাৎ শুপারি গিলিয়া ভক্ষণ করিবে, অনন্তর অধোবর্ত্মে ঐ শুপারি বহির্গত করিয়া ধুস্তুররসদ্বারা ধৌত করিয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত পূজা করিবে। পুনর্ব্বার কুঙ্কুম এবং চন্দনযুক্ত করিয়া যাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে॥ ৩২॥

অন্যপ্রকারঃ।

দদ্রুরযুগ্মং গৃহীত্বান্তর্ধূমেন দাহয়েৎ তদ্ভস্ম সহ পানেন বশ্যকৃৎ পরমো মতঃ॥ ৩৩॥

দুইটি ভেক আনিয়া উহা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে, অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া ঐ ভস্ম পানীয়দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে মনুষ্য বশীভূত হয়॥ ৩৩॥

অন্যপ্রকারঃ।

অজগন্ধস্য পত্রাণি বচা কুষ্ঠেন ভাবয়েৎ। শ্মশানভস্মসংযুক্তং চূর্ণঞ্চৈত্রিষু দুর্লভং। অনেনৈব তু চূর্ণেন জোটয়েৎ ত্রিশ্চপাদপং॥ পুষ্পিতং ফলিতং দৃষ্ট্বা চূর্ণং বৃক্ষাদ্বিলয়েৎ। তৎক্ষণাৎ ফলতে বৃক্ষো নরনারীষু কা কথা॥ অন্যপ্রকারঃ। জিহ্বামূলে সপ্তরাত্রং সৈন্ধবে নাপি মিশ্রিতং। দদাতি যস্য পানেষু সোঽপি বশ্যো ভবেৎ ক্ষণাৎ॥ ৩৪—৩৫॥

অজগন্ধাবৃক্ষের পত্র, বচ এবং কুড়ের ক্বাথে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে, অনন্তর এই চূর্ণ শ্মশানভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিনটি বৃক্ষের বীজ রোপণ করিবে, পরে বৃক্ষ কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে পুনর্ব্বার উক্ত চূর্ণ বৃক্ষেতে দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত ও ফলিত হয়; নর এবং নারীরত কথাই নাই এবং যাহার জিহ্বামূলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সৈন্ধবচূর্ণ দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়॥ ৩৪—৩৫॥

অন্যপ্রকারঃ।

গোপিত্তং সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতীফলমেব চ।
লেপমেতৎ প্রয়োক্তব্যং নরনারীবশঙ্করং॥ ৩৬॥

গোরোচনা, সৈন্ধব ও বৃহতীফল এই সকল একত্র পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে লেপন করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। এই প্রলেপ নর ও নারী উভয়ের বশীকারক॥ ৩৬॥

অন্যপ্রকারঃ।

বলামূলং চূর্ণয়িত্বা রক্তরেতঃসমন্বিতং। দদ্যাৎ পানেন প্রমদাং ক্ষিপ্রমেব বশং নয়েৎ॥ পুত্রাদিঞ্চ ধনং ত্যক্ত্বা দাসীবৎ ভবতি তু সা। যত্র বা নীয়তে তত্র পশ্চাৎ ভ্রমতি বিহ্বলা॥ ৩৭॥

বেড়েলার মূল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত স্বীয় শরীরের রক্ত ও নিজ শুক্র মিশ্রিত করিবে। মন্ত্র পাঠকরিয়া এই চূর্ণ জলের সহিত পান করাইলে কামিনীগণ শীঘ্র বশীভূতা হয় এবং ঐ কামিনী পুত্রাদি ও ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসীর ন্যায় বশীকারকের পশ্চাৎ ভ্রমণ করে॥ ৩৭॥

অন্যপ্রকারঃ।

বল্মীকমৃত্তিকয়া প্রতিকৃতিং কৃত্বা ক্ষীরেণ স্নাপ্যাজ্যেন বিভজ্য তস্য লবণাহুতিমেকবিংশতিবারং জুহুয়াৎ ত্রিরা-

ত্রেণ বশ্যো ভবতি। সপ্তরাত্রেণাথবা। দেবীঞ্চ গান্ধারীং যক্ষিণীং শুক্রস্যাপি পত্নীং বশমানয়তি ॥ ৩৮ ॥

বল্মীকমৃত্তিকাদ্বারা অভিলষিত কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া ঘৃতদ্বারা মার্জ্জন করিবে এবং রাত্রিকালে ঐ প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে লবণদ্বারা একবিংশতিবার হোম করিবে। ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে সেই কামিনী বশীভূতা হয়। যদি গান্ধারী, যক্ষিণী কিম্বা শুক্রপত্নীকেও অভিলাষ করিয়া কেহ উক্তরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে গান্ধারীপ্রভৃতিকেও বশীভূত করিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

অন্যপ্রকারঃ

উদ্গাতুঃ পক্ষিণো মলমাত্মনো রুধিরান্বিতং। স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রদাতব্যং বশীকরণমুত্তমং ॥ অত্র মন্ত্রঃ। ত্রিশূলিনে ত্রিনেত্রায় হিলি হিলি স্বাহা। বর্ণাঃ ১৪। সপ্তজপ্তেন সিদ্ধিঃ ॥ ৩৯ ॥

উড্ডীয়মান পক্ষীর মলের সহিত স্বীয় শরীরের রক্তমিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্য, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহাকে দিবে, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইবে। ত্রিশূলিনে ত্রিনেত্রায় হিলি হিলি স্বাহা। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে ॥ ৩৯ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশ্যাং মৃতভস্ম তু গ্রাহয়েৎ। স্ত্রীণাঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দাতব্যং বিদ্যয়া পরিজপ্তয়া ॥ দহ্যতে মুহ্যতে নারী পচ্যতে শুষ্যতেপি চ। অঙ্গানি চৈব ভজ্যন্তে যদি তং ন সমাবিশেৎ ॥ অত্র মন্ত্রঃ। ওঁ নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা। বর্ণাঃ ১৪। সপ্তরাত্রেণ প্রেরকঃ ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর নিশাকালে মৃত ভস্ম আনিয়া মন্ত্রজপপূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে ঐ স্ত্রীলোক বশীভূতা হয়। এই রূপ বশীকরণ করিলে যতদিন পর্য্যন্ত বশীকারক পুরুষের সহিত মিলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোকের শরীরে দাহ হয় এবং তাহার শরীর ক্রমে কৃশ হইতে থাকে ও কথন কথন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ওঁ নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে ॥ ৪০ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

শ্বেতার্কং রোচনাযুক্তং আত্মমূত্রেণ পেষয়েৎ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়েৎ ক্ষণাৎ।
দৃষ্টিমাত্রেণ তেনৈব সর্ব্বো ভবতি কিঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

শ্বেত আকন্দের মূল ও গোরোচনা, স্বীয়মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি ত্রিভুবন বশ করিতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তৎক্ষণাৎ সে দাসের ন্যায় বশীভূত হইবে ॥ ৪১ ॥

অন্যপ্রকারঃ।

শ্বেতার্কং চন্দনেনৈব রময়েৎ সহ লেপয়েৎ।
দীয়তে কস্যচিদ্বাপি পশ্চাদ্দাসো ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

শ্বেত আকন্দের মূল ও রক্তচন্দন একত্র পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে লেপন করিবে, সেই ব্যক্তি ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত হইবে ॥ ৪২ ॥

অন্যচ্চ।

মনঃশিলা-কুঙ্কুমসর্ষপাশ্চ বচা চ কুষ্ঠং সহ দেবদারু। রক্তঞ্চ রক্তং পলিতেন সার্দ্ধং প্রপেষয়েৎ সূক্ষ্মতরং মহান্তং ॥ প্রস্নাতপূর্ব্বাভিমুখোপি ভূত্বা সংস্মৃত্য লক্ষ্মীঞ্চ রুকেণ পূজ্য। ততঃ প্রকুর্য্যাৎ তিলকং ললাটে বামাচ্চ হস্তাচ্চতুরঙ্গুলীভিঃ ॥ পুংদৃষ্টমাত্রেণ ভবেৎ স কান্তাদাসাতিদাসশ্চ কিমত্র চিত্রং ॥ ৪৩—৪৪ ॥

মনঃশিলা, কুঙ্কুম, সর্ষপ, বচ, কুড়, দেবদারু, রক্তচন্দন ও স্বীয় শোণিত এই সকল উত্তমরূপে পেষণ করিবে, অনন্তর প্রাতঃস্নানাদিদ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া কপালে তিলক ও বাম হস্তে লেপন করিবে। কোন নারী এইরূপ করিয়া যে পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করিবে, সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ দাসাতিদাস হইয়া বশীভূত হইবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

সর্ব্বসাধারণমন্ত্রঃ।

ওঁ এং হ্রীং হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বযোগানভিমন্ত্র্য সিদ্ধিঃ। ইতি শ্রীসিদ্ধখণ্ডে তন্ত্রসারে ইন্দ্রজালতন্ত্রং ॥ ৪৫ ॥

কৃতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্যে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে। পুষ্পধূপবলিং দত্ত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ। দত্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিকসহস্রকং। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহিতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা। শ্বেতগুঞ্জাফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানান্মৃত্তিকাযুতং। ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্ব্বং নবপাত্রে তু শোভনে। ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং ভুবি বিক্ষিপেৎ। সমন্ত্রেণোদকেনৈব সিঞ্চ্যান্নিত্যং ফলাবধি। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহিতে নমোনমঃ স্বাহা। পুনঃ পুষ্যে শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপোপহারাদ্যৈর্ন্যাসং কৃত্বা সমুদ্ধরেৎ। ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্ব্ব-

জ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্রভেদেন অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বাণ্যঙ্গানি নমোন্তাদীনি। ইতি ন্যাসং কৃত্বা ততো মূলমন্ত্রেণোৎপাটয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমোনমঃ স্বাহা। অস্য চ মূলমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। দশাংশং হবনং কুর্য্যাৎ তিলদূর্ব্বাঘৃতপ্লুতং। এবং কৃত্বা সমুদ্ধৃত্য গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদং। তন্মূলং চন্দনং শ্বেতং লেপঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ। তন্মূলং মধুনা যুক্তং লেপঃ সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ ॥ ৪৬ ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূম, বলি ও ঘৃত প্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক ওঁ শ্বেতবর্ণে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তৎপরে শ্বেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃতদ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে ঐ বীজ ও মৃত্তিকা উত্তম একটী নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর যাবৎকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না জন্মে, তাবৎকাল ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনর্ব্বার পুষ্যানক্ষত্রে শুচি ও উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদান পূর্ব্বক ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্রে ঐ শ্বেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ নমোভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্র দশ সহস্র জপ এবং ঘৃত মিশ্রিত তিল ও শ্বেতদূর্ব্বাদ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বশীকরণ হয় এবং উক্ত মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলেও সর্ব্বজন বশ্য হয় ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ইন্দ্রজালং বিনা রক্ষাং ন করোতীতি নিশ্চিতং। রক্ষামন্ত্রং মহামন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং॥ ওঁ নমো নারায়ণায় বিশ্বম্ভরায় ইন্দ্রজালকৌতুকানি দর্শয় দর্শয় সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। অষ্টোত্তরশতজপেন সিদ্ধিঃ। অথ রক্ষামন্ত্রঃ ওঁ নমঃ পরংব্রহ্মপরমাত্মনে মম শরীরে পাহি পাহি কুরু কুরু ॥

মহাদেব বলিয়াছেন,—ইন্দ্রজাল ব্যতিরেকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। ইন্দ্রজালোক্ত রক্ষামন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। ওঁ নমো নারায়ণায় ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে ইন্দ্রজালোক্ত কোন কার্য্যই সফল হয় না। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ওঁ নমঃ পরংব্রহ্ম ইত্যাদি মন্ত্রে রক্ষা বন্ধন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

উলূকস্য কপালেন ঘৃতেনাহতকজ্জলং।
তেন নেত্রাঞ্জনং কৃত্বা রাত্রৌ পঠতি পুস্তকম ॥ ১ ॥

পেচকের মাথার খুলিতে ঘৃতদ্বারা কজ্জল করিবে। পরে ঐ কজ্জল দ্বারা নেত্রাঞ্জন করিলে, অন্ধকার-রাত্রিতেও পুস্তক পাঠ করিবে ॥ ১ ॥

অঙ্কোলবীজনিক্ষিপ্তে গুরুবারে মুখে গজে। মন্ত্রেণ সিঞ্চয়েন্নিত্যং যাবদ্বীজফলং হবৈ॥ ত্রিলৌহবেষ্টিতং কৃত্বা একবীজং মুখে স্থিতং। মত্তমাতঙ্গবীর্য্যস্তু বায়ুতুল্যপরাক্রমঃ॥ দশহেম দ্বিষট্ তাম্রং ষোড়শং রূপ্যভাগকং। এবং সংখ্যা ত্রিলোহী চ জ্ঞাতব্যা সর্ব্বকর্ম্মণি ॥ ২ ॥

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মস্তকের খুলিতে আকোড় বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া তাহাতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক জল সিঞ্চন করিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল হইলে তাহার একটী বীজ ত্রিলৌহমধ্যগত করিয়া মুখে নিক্ষেপ করিলে মত্তহস্তীর ন্যায় বলবান্ এবং বায়ুতুল্য পরাক্রমশালী হইতে পারিবে। দশভাগ স্বর্ণ, দ্বাদশ ভাগ তাম্র, ষোড়শভাগ রৌপ্য একত্র করিলে ঐ মিশ্রিত পদার্থকে ত্রিলৌহ বলে। এইরূপ ত্রিলৌহ সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত ॥ ২ ॥

যানি কানি চ বীজানি জঙ্গমং স্থলমেব চ। অঙ্কোলবীজনিক্ষিপ্তে মুখে ভূমিতলে ধ্রুবং॥ তদ্বীজং মুখমধ্যস্থং ত্রিলৌহৈর্ব্বেষ্টিতং কুরু। তদ্রূপোহি ভবেন্মর্ত্ত্যো নান্যথা শঙ্করোদিতং ॥ ৩ ॥

যে কোন বৃক্ষের বীজ আকোড়-বীজের সহিত ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত করিবে। পরে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ বীজ ত্রিলৌহ মধ্যগত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মনুষ্য সেইরূপ হইতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না, এই কথা স্বয়ং শঙ্কর বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

যানি কানি চ বীজানি অঙ্কোলতৈলমেলনাৎ।
সফলো জায়তে বৃক্ষঃ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ ॥ ৪ ॥

যে কোন বৃক্ষের বীজ আকোড়ফলের তৈল মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফলবান্ হয় ॥ ৪ ॥

শবমুখে বিন্দুমাত্রং তত্তৈলং নিক্ষিপেদ্ যদি।
একযামং ভবেজ্জীবো নান্যথা শঙ্করোদিতং ॥ ৫ ॥

আকোড়ফলের তৈল একবিন্দু মৃত মনুষ্যের মুখে নিক্ষেপ করিলে, একপ্রহরের মধ্যে সেই মনুষ্য জীবিত হইয়া উঠে ॥ ৫ ॥

শিগ্রুবীজস্থিতং তৈলং পারাবতপুরীষকং। বরাহস্য বসাযুক্তং গৃহীত্বা চ সমং সমং॥ গর্দ্দভস্য বসাহুক্তং হরিতালং মনঃশিলা। এতিস্তু তিলকং কৃত্বা যথা লঙ্কেশ্বরো-নৃপঃ ॥ ৬ ॥

শজিনাবীজের তৈল, কপোতের বিষ্ঠা, শূকরের বসা, এই সকল সমভাগে লইয়া তাহার সহিত গর্দ্দভের বসা, হরিতাল ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত পদার্থদ্বারা কপালে তিলক করিলে, মনুষ্য রাবণের ন্যায় হইতে পারে ॥ ৬ ॥

উলূবিষ্ঠাং গৃহীত্বা তু এরণ্ডতৈলপেষণাৎ।
যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেদ্বিন্দুং সক্ষিপ্তো জায়তে ধ্রুবং ॥৭॥

পেচকের বিষ্ঠা এরণ্ডতৈলের সহিত পেষণ করিয়া যাহার শরীরে ক্ষেপণ করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

সর্পদন্তং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণবৃশ্চিককণ্টকং। কৃকলাসরক্ত-সংযুক্তং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেচ্চূর্ণং সদ্যোযাতি যমালয়ং ॥ ৮ ॥

সর্পদন্ত, কৃষ্ণবৃশ্চিকের কণ্টক ও কৃকলাসরক্ত এই সকল একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি সদ্য যমালয় গমন করিবে। এই কার্য্যে মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা আছে; মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না ॥ ৮ ॥

সিন্দূরং গন্ধকং তালং সমং পিষ্ট্বা মনঃশিলাং।
তল্লিপ্তবস্ত্রং শিরসি অগ্নিবদ্ দৃশ্যতে ধ্রুবং ॥ ৯ ॥

সিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া একখণ্ড বস্ত্রে লেপন করিবে; ঐ বস্ত্রখণ্ড মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত জগৎ অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অর্কক্ষীরং বটক্ষীরং ক্ষীরং ডুম্বরসম্ভবং। গৃহীত্বা পাত্রকে লিপ্তে জলপূর্ণং করোতি চ। দুগ্ধং সংজায়তে তত্র মহাকৌতুককৌতুকং ॥ ১০ ॥

আকন্দের ক্ষীর, বটের ক্ষীর ও ডুমুরের ক্ষীর এই সকল দ্রব্য-দ্বারা কোন এক পাত্রের মধ্যভাগ লেপন করিবে। সেই পাত্র জলপূর্ণ করিলে ঐ জল দুগ্ধ হইবে। ইহা অতি কৌতূহলজনক কার্য্য ॥ ১০ ॥

অঙ্কোলতৈললিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে রাক্ষসাকৃতিঃ।
পলায়ন্তে নরাঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিগজাহয়াঃ ॥ ১১ ॥

আকোড়ফলের তৈল অঙ্গে লেপন করিলে মনুষ্য রাক্ষসাকৃতি হইতে পারে, তাহাকে দেখিলে মনুষ্য, পশু ও পক্ষী সকলেই ভয়ে পলায়ন করে ॥ ১১ ॥

অঙ্কোলস্য তু তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ।
রাত্রৌ পশ্যতি ভূতানি খেচরাণি মহীতলে ॥ ১২ ॥

আকোড়ফলের তৈলদ্বারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে খেচর ভূতযোনি সকল পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

বুধে বা শনিবারে বা কৃকলাং পরিগৃহ্য চ। শত্রুর্মূত্র-য়তে যত্র কৃকলাং তত্র নিক্ষিপেৎ। নিখনেদ্ভূমিমধ্যেয়ু উদ্ধৃতে চ পুনঃ সুখী। নপুংসকং ভবেৎ সত্যং নান্যথা শঙ্করোদিতং ॥ ১৩ ॥

বুধবারে কিম্বা শনিবারে একটী কৃকলাস আনিয়া যে স্থানে শত্রুগণ প্রস্রাব করে, সেই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ভূমিমধ্যে পুতিয়া রাখিবে। পরে ঐ কৃকলাস উদ্ধৃত করিলে, সেই শত্রু নপুংসক হইবে ॥ ১৩ ॥

গন্ধকং হরিতালঞ্চ গোমূত্রঞ্চ বিষং তথা। সূক্ষ্মচূর্ণ-ময়ং কৃত্বা কিঞ্চিদ্বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ। বিঘ্নাঃ সর্ব্বে পলা-য়ন্তে যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ ॥ ১৪ ॥

গন্ধক, হরিতাল, গোমূত্র ও বিষ এই সকল দ্রব্য একত্র অতিসূক্ষ্ম রূপে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, যুদ্ধে কাতর পুরুষের ন্যায় সমস্ত বিঘ্ন পলায়ন করে ॥ ১৪ ॥

ইতি দত্তাত্রেয়তন্ত্রে ঈশ্বরদত্তাত্রেয় সংবাদে ইন্দ্রজাল-কৌতুকদর্শনং নাম একাদশঃ পটলঃ ॥

অন্যচ্চ।

বশ্যাকর্ষণকর্ম্মাণি বসন্তে যোজয়েৎ প্রিয়ে। গ্রীষ্মে বিদ্বেষণং কুর্য্যাৎ প্রাবৃষি স্তম্ভনং তথা। শিশিরে মারণ-ঞ্চৈব শান্তিকং শরদি স্মৃতং। হেমন্তে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ঋতু-কর্ম্মবিশারদঃ ॥ ১ ॥

বশীকরণ ও আকর্ষণ বসন্তকালে করিবে। গ্রীষ্মকালে বিদ্বেষণ, বর্ষা-কালে স্তম্ভন, শিশির ঋতুতে মারণ, শরৎকালে শান্তিকর্ম্ম এবং হেমন্ত ঋতুর পূর্ণিমা তিথিতে উচ্চাটন করিবে ॥ ১ ॥

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে গ্রীষ্মোমধ্যাহ্ন উচ্যতে। বর্ষা-জ্ঞেয়া পরাহ্নে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ। অর্দ্ধরাত্রে চ হেমন্তঃ শরদং তৎপরং স্মৃতং ॥ ২ ॥

দিবার পূর্ব্বাহ্নে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা প্রদোষকালে শিশির, অর্দ্ধরাত্রে হেমন্ত, তৎপর শরৎ ঋতু জানিবে ॥ ২ ॥

অথ পক্ষাদিনির্ণয়ঃ।

কৃষ্ণপক্ষে মারণাদিঃ শুক্লপক্ষে চ বর্দ্ধনং। দ্বাদশ্যাং মারণং কর্ম্ম একাদশ্যাং তথৈব চ। তৃতীয়ায়াং নবম্যাঞ্চ বশ্যাকর্ষঞ্চ কারয়েৎ। স্তম্ভনঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্থ্যাং প্রতি-পদ্যপি। দ্বিতীয়ায়াং তথা ষষ্ঠ্যাং কারয়েৎ শান্তি-কর্ম্ম চ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণপক্ষে মারণাদি অভিচারকার্য্য করিবে। শুক্লপক্ষে শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্য করিবে। দ্বাদশী বা একাদশীতে মারণকর্ম্ম, তৃতীয়া বা নবমীতে বশীকরণ, চতুর্দ্দশী, চতুর্থী কিম্বা প্রতিপৎ তিথিতে স্তম্ভন এবং দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠীতে শান্তিকর্ম্ম করিবে ॥ ৩ ॥

অশ্বিনীমৃগমূলাশ্চ পুষ্যা পুনর্ব্বসুস্তথা। বশ্যাকর্ষঞ্চ কর্ত্তব্যং কারয়েচ্চ সদা বুধঃ। জ্যেষ্ঠা চ উত্তরাষাঢ়া অনু-রাধা চ রোহিণী। কারয়েন্মারণং শান্তিং স্তম্ভনং বিজয়ং তথা। বিধিমন্ত্রসমাযুক্তমৌষধং সফলং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

অশ্বিনী, মৃগশিরা, মূলা, পুষ্যা, পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্রে বশীকরণ কার্য্য করিবে। জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী এই সকল নক্ষত্রে মারণ, বিদ্বেষ, শান্তি ও স্তম্ভন করিবে। এইরূপ তিথিনক্ষত্রাদি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। যেহেতু বিধিমন্ত্র-সমাযুক্ত ঔষধই ফল প্রদান করে ॥ ৪ ॥

অথ বশীকরণং।

অপামার্গস্য কীলন্তু মূলমুৎসার্য্য ত্র্যঙ্গুলং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে ক্ষিপ্ত্বা বশী ভবেৎ। ওঁ মদনকালদেবায় ফট্ স্বাহা। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পূর্ব্বমেবাভবন্নরঃ। সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুরুতে বশং ॥ ৫ ॥

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুলিপরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করাযায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইয়া থাকে। ওঁ মদন কামদেবায় ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূলদ্বারা কপালে তিলক করিলেও বশীকরণ হয় ॥ ৫ ॥

পুষ্যে রুদ্রজটামূলং মুখস্থং কারয়েদ্বুধঃ। তাম্বূলাদৌ প্রদাতব্যং বশ্যো ভবতি নিশ্চিতম্। তথৈব পাটলীমূলং তাম্বূলেন তু বশ্যকৃৎ ॥ ৬ ॥

পুষ্যা নক্ষত্রে শিবজটার মূল উদ্ধৃত করিয়া মুখে রাখিবে। পরে ঐ মূল তাম্বূলের সহিত যে নারীকে দিবে, সেই নারী অবশ্য বশীভূতা হইবে এইরূপ পারলীর মূল তাম্বূলের সহিত কোন কামিনীকে অর্পণ করিলে সেই কামিনী বশ্যা হয় ॥ ৬ ॥

নাগপুষ্পং তগরঞ্চ প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকেশরং। জটামাংসী সমং নীত্বা চূর্ণয়েৎ মন্ত্রবিত্তমঃ। সাঙ্গং ধূপয়তে তেন ভজতে কামবৎ স্ত্রিয়ঃ। ওঁ মূলি মূলি মহামূলি সর্ব্বং সংক্ষোভয় ভয়েভ্য উপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা। ধূপমন্ত্রঃ ॥ ৭ ॥

নাগকেশর, তগরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর ও জটামাংসী এই সকল সমভাগে লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণদ্বারা স্বীয় শরীরে ধূপ প্রদান করিলে, তাহাকে স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় ভজনা করে। ধূপদানের মন্ত্র যথা—ওঁ মূলি মূলি মহামূলি সর্ব্বং সংক্ষোভয় ভয়েভ্য উপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা। এই মন্ত্রপাঠ করিয়া ধূপ দিবে ॥ ৭ ॥

পানীয়স্যাঞ্জলীন্ সপ্ত দত্ত্বা বিদ্যামিমাং জপেৎ। সালঙ্কারাং নবাং কন্যাং লভতে মাসমাত্রতঃ। ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যানামধিপতিঃ। সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা। কন্যাগৃহে শালকাষ্ঠং ক্ষিপেদেকাদশাঙ্গুলং। ঋক্ষে চ পূর্ব্বফল্গুন্যাং যস্তাং কন্যাং প্রযচ্ছতি ॥ ৮ ॥

সপ্ত অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া ওঁ বিশ্বাবসু ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ একমাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে একাদশাঙ্গুলপরিমিত শালকাষ্ঠ কন্যার গৃহে নিক্ষেপ করিলে বিবিধভূষণভূষিতা নবযৌবনসম্পন্না কামিনী লাভ হয় ॥ ৮ ॥

অথ সর্ব্বজনবশীকরণং।

শিলা চ রোচনামূলং বারিণা তিলকে কৃতে। দৃষ্টিমাত্রে বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা। স্বর্ণেন বেষ্টনং কৃত্বা তেনৈব তিলকে কৃতে। সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৯ ॥

ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং ক্ষ্রৌং ভোগপ্রদা ভৈরবী মাতঙ্গী ত্রৈলোক্যং বশমানয় স্বাহা। ঔষধোপরি সহস্রজপং কুর্য্যাৎ পুনঃ সপ্তবারজপেন তিলকং কারয়েৎ শক্রসমোপি বশ্যো ভবতি। ইতি কামনাথবিরচিতে ইন্দ্রজালে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

মনঃশিলা ও গোরোচনা একত্র জলে পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি তিলক করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রী কি পুরুষ সকলই বশ্য হয়। ঐ মনঃশিলা ও গোরোচনা স্বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধারণপূর্ব্বক উক্তরূপ তিলক দিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। এইরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। ওঁ হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্র ঔষধের উপরি সহস্রবার জপ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্তবার পাঠ করতঃ কপালে তিলক করিবে। এইরূপ করিলে ইন্দ্রতুল্য শত্রুও বশীভূত হয় ॥ ৯ ॥

অথাকর্ষণং।

ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা জপং কুর্য্যাৎ তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠতঃ সমাগচ্ছতি। পূর্ব্বমেবাযুতজপেন সিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল স্বাহা। এই মন্ত্র পূর্ব্বে দশসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পরে যে কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে, সেই কামিনী তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে ॥ ১০ ॥

অশ্লেষায়াং সমাদায় অর্জ্জুনস্য চ ত্রম্বকং। অজামূত্রেণ সংপিষ্য স্ত্রীণাং শিরসি দাপয়েৎ। পুরুষস্য পশূনাং বা ক্ষিপেদাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ১১ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে অর্জ্জুন বৃক্ষের মূল আহরণকরিয়া তাহা ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ স্ত্রীর মস্তকোপরি দিলে সেই স্ত্রীকে আকর্ষণ করা যায়। এই ঔষধ পুরুষের কিম্বা পশুর মস্তকে দিলেও তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষ কিম্বা পশু আকৃষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

অথ জয়ঃ।

গোজিহ্বা শিখিমূলং বা মুখে শিরসি সংস্থিতা।
কুরুতে সর্ব্ববাদেষু জয়ং পুষ্যে সমুদ্ধৃতে ॥ ১২ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে গোজিয়া ও অপামার্গের মূল উদ্ধৃত করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বত্র বিবাদে জয়লাভ হয় ॥ ১২ ॥

মার্গশীর্ষপৌর্ণমাস্যাং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ।
বাহৌ শিরসি বা ধার্য্যং বিবাদে বিজয়ো ভবেৎ ॥১৩॥

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অপামার্গের মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহা বাহুতে বা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয়লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

গিরিকর্ণীং শমীং গুঞ্জাং শ্বেতবর্ণাং সমাহরেৎ।
চন্দনেনান্বিতঞ্চৈব তিলকেন জয়ী নরঃ ॥ ১৪ ॥

শ্বেতঅপরাজিতার মূল, শমীকাষ্ঠ, কুঁচ ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই মনুষ্য সর্ব্বত্র জয়ী হয় ॥ ১৪ ॥

কণকার্কবটৌ বহ্নির্বিক্রমঃ পঞ্চমস্তথা।
তিলকং কুরুতে যস্তু পশ্যেত্তং পঞ্চধা রিপুঃ ॥ ১৫ ॥

ধুস্তুরমূল, আকন্দমূল, বটের কুঁড়ি, চিতা ও প্রবাল এই পঞ্চ দ্রব্য-দ্বারা কপালে তিলক করিলে তাহাকে শত্রুগণ পঞ্চজনের ন্যায় দর্শন করে ॥ ১৫ ॥

আর্দ্রায়াং বটবন্দাকং গৃহীত্বা ধারয়েৎ করে। সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি জয়াং স্মৃত্বা জয়ী ভবেৎ। অস্য মন্ত্রঃ। ওঁ নমো মহাবলপরাক্রমসমস্তবিদ্যাবিশারদ-অমুকস্য ভুজ-বলং বন্ধয় বন্ধয় দৃষ্টিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় অঙ্গানি ধূনয় ধূনয় পাতয় পাতয় মহীতলে হ্রীঁ ॥ ১৬ ॥

আর্দ্রা নক্ষত্রে বটের মূল [illegible] হরণ করিয়া বাহুতে ধারণ করিলে সংগ্রামে জয়লাভ হয়। ওঁ নমো [illegible] বলপরাক্রম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া এই কার্য্য করিবে ॥ ১৬ ॥

অ

পুষ্যোদ্ধৃতং শি [illegible]
বজ্রা সৌভা [illegible] । ॥

পুষ্যা নক্ষত্রে [illegible] ধারণ করিলে তা [illegible]

রক্তং [illegible]
ক্ষৌদ্রে [illegible] পিষ্ট্ [illegible] ১৮ ॥

রক্তচিতা রক্তজবা [illegible] করিয়া রাখিবে, পরে ঐ মূল মধু [illegible] বে। এই বটিকাদ্বারা [illegible] লক করিলে

অথ ঈশ্বরাদিক্রোধশমনং।

ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনী মন্ত্রেণ ত্রিঃসপ্তধা জপেন মুখং মার্জ্জয়েৎ। ত[illegible] পশমনং ভবতি ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি এই মন্ত্র একবিংশতিবার জপ করিয়া মুখ মার্জ্জন করিবে, তাহার প্রতি যদি কাহারও ক্রোধ থাকে তাহা শান্তি হয় ॥ ১৯ ॥

অথ গজনিবারণং।

শ্বেতাপরাজিতামূলং হস্তস্থং বারয়েদ্গজং।
মূলং ত্রি[illegible] বক্ত্রস্থং গজবন্ধকরং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ করিলে হস্তী নিবারণ [illegible] পারে এবং শিবজটা মূল মুখে ধারণ করিলে হস্তী নিবারিত হ[illegible]

অথ ব্যাঘ্রনিবারণং।

মুখস্থং বৃহতীমূলং হস্তস্থং ব্যাঘ্রভীতিজিৎ।
হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রো শ্রো স্বাহা। ইত্যষ্টাক্ষরমন্ত্রেণ পঠিত্বা ক্ষিপেৎ। তদা মুখং ন চালয়তি গন্তুমশক্য
মূলং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং গ্রাহয়েল্লাঙ্গলীভবং।
হস্তস্থং ব্যাঘ্রভীতাদিভয়ঘ্নং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ২১

বৃহতীমূল মুখে ও হস্তে ধারণ করিলে ব্যাঘ্রভয় নিবারিত হয়। হ্রীঁ হ্রীং শ্রীং শ্রো শ্রো স্বাহা এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ [illegible] ব্যাঘ্র মুখচালন করিতে পারে না এবং চলিতেও তাহার শক্তি হয়[illegible] নারিকেলের মূল কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে ভয় নিবারিত হয় ॥ ২১ ॥

ইতি ইন্দ্রজালতন্ত্রে তৃতীয় উপদেশ।

অথ স্তম্ভনং।

শ্বেতগুঞ্জোত্থিতং মূলং মুখস্থং দৃষ্টতুণ্ডজিৎ। ওঁ হ্রী রক্ষ রক্ষ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকং মে বশমানয় স্বা[illegible] অয়ং চামুণ্ডামন্ত্রঃ। অয়ং সর্ব্বযোগসিদ্ধিঃ। পুষ্যা[illegible] বন্দাকং গৃহীত্বা প্রক্ষিপেদ্ বুধঃ। সভামধ্যে চ মুখস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ ১ ॥

শ্বেত কুঁচের মূল যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করিবে তাহাকে দৃষ্টি করিবা-মাত্র মুখস্তম্ভন হয়। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যাদি চামুণ্ডামন্ত্রে স্তম্ভনকার্য্য সিদ্ধি হয়। রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে যষ্টিমধুর মূল গ্রহণ করিয়া তাহা সভামধ্যে নিক্ষেপ করিলে সকলের মুখস্তম্ভন হয় ॥ ১ ॥

অথ মেঘস্তম্ভনং।

ইষ্টকদ্বয়সম্পুটমধ্যে মেঘসংখ্যকচতুরস্রং বিলিখ্য উদ্যানে স্থাপয়েৎ তদা মেঘান্ স্তম্ভয়তি। মন্ত্রঃ ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা ॥ ২ ॥

র উপরে মেষসংখ্যায় অর্থাৎ চারিটী চতুরস্র অঙ্কিত রে আর একখানা ইষ্টক চাপা দিয়া, ওঁ মেষান্ স্তম্ভয় মন্ত্রে ঐ ইষ্টকদ্বয় কোন উদ্যানে প্রোথিত করিবে, মেঘস্তম্ভন হয়॥ ২॥

অথ নৌকাস্তম্ভনং।

ভরণ্যাং ক্ষীরকাষ্ঠস্য কীলং পঞ্চাঙ্গুলং ক্ষিপেৎ।
নৌকামধ্যে তদা নৌকাস্তম্ভনং জায়তে ধ্রুবং॥ ৩॥

ভরণীনক্ষত্রে উড়ুম্বরাদি ক্ষীরীবৃক্ষের পঞ্চাঙ্গুলপরিমিত এক খণ্ড কাষ্ঠ নৌকামধ্যে নিক্ষেপ করিলে নৌকাস্তম্ভন হয়॥ ৩॥

অথ নিদ্রাস্তম্ভনং।

বৃহত্যা মধুকং পিষ্ট্বা নস্যং সমাচরেৎ।
স্তম্ভনমেতদ্ধি মূলদেবেন ভাষিতং॥ ৪॥

ও বৃহতী মূল একত্র পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে নিদ্রা- এই ঔষধ মূলদেব বলিয়াছেন॥ ৪॥

অথ শস্ত্রস্তম্ভনং।

পিপ্পলস্য চ বন্দাকং কৃত্তিকায়াং সমাহরেৎ।
মুখসংস্থস্তু দেবস্য শস্ত্রস্তম্ভনকং পরং॥ ৫॥

ত্থের মূল কৃত্তিকানক্ষত্রে আহরণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে গেরও শস্ত্রস্তম্ভন হয়॥ ৫॥

রে সুদর্শনামূলবন্ধনাৎ স্তম্ভনং তথা। ওঁ অহো র্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত পরসৈন্যস্তম্ভন মহা- রণরুদ্র আজ্ঞাপয় স্বাহা। অষ্টোত্তরসহস্রজপাৎ দ্ধিঃ॥ ৬॥

গুনক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে শস্ত্রস্তম্ভন হয়। অহো কুম্ভকর্ণ ইত্যাদি মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে নকার্য্য করিবে॥ ৬॥

হীত্বা শ্রবণনক্ষত্রে অপামার্গস্য মূলকং।
ত্রে শরীরাণাং সর্ব্বশস্ত্রনিবারণং॥ ৭॥

নক্ষত্রে অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা শরীরে লেপ বে, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রের স্তম্ভন হয়॥ ৭॥

পুষ্যার্কে শ্বেতগুঞ্জায়া মূলমুদ্ধৃত্য ধারয়েৎ।
হস্তে কাণ্ডভয়ং নাস্তি সংগ্রামে চ কদাচন॥ ৮॥

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতকুঁচের মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে যুদ্ধস্থানে শত্রুর শস্ত্রস্তম্ভন করিতে পারা যায়॥ ৮॥

অথ গোমহিষ্যাদিস্তম্ভনং।

উষ্ট্রাস্থি চতুর্দ্দিক্ষু নিখনেদ্ভূতলে ধ্রুবং।
গাং মেষীং মহিষীং বাজীং স্তম্ভয়েৎ করিণীমপি॥ ৯॥

উষ্ট্রের অস্থি গোষ্ঠস্থানের চতুর্দ্দিকে ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে গো, মেষী, মহিষী ও ঘোটকী প্রভৃতি স্তম্ভিত হয়॥ ৯॥

অথ বুদ্ধিস্তম্ভনং।

ভৃঙ্গরাজমপামার্গং সিদ্ধার্থং সহদেবিকাং। ওলং বচাঞ্চ শ্বেতার্কং ধ্রুবমেষাং সমাহরেৎ। লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য দ্বিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ। তিলকৈঃ সর্ব্বভূতানাং বুদ্ধিস্তম্ভনকৃৎ পরং। ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্র আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা। উক্ত যোগস্যায়ং মন্ত্রঃ॥ ১০॥

ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, শ্বেতসর্ষপ, রক্তোৎপল, বচ ও শ্বেত আকন্দের মূল এই সকল আহরণ করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে, দুই দিবস পরে তাহা উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিলে সর্ব্বভূতের বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে বুদ্ধিস্তম্ভনকার্য্য সকল হইবে॥ ১০॥

অথ চৌরগতিস্তম্ভনং।

ওঁ ব্রহ্মবেশিনি শিবে রক্ষ রক্ষ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সপ্তপাশান্ গৃহীত্বা ত্রীণি কট্যাং বদ্ধা অপরান্ মুষ্টিভ্যাং ধারয়েৎ॥ ১১॥

ওঁ ব্রহ্মবেশিনি ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তপাশা গ্রহণ করিয়া তিন খানা কটিতে বন্ধন করিবে। অবশিষ্ট পাশা হস্তদ্বয়ের মুষ্টিতে ধারণ করিলে, চৌর স্তম্ভিত হয়॥ ১১॥

অথ গর্ভস্তম্ভনং।

গ্রাহ্যং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ধুস্তুরস্য তু মূলকং। কট্যাং বদ্ধা * কান্তাং ন গর্ভং ধারয়েৎ কচিৎ। মুক্তেন লভতে গর্ভং পুরা নাগার্জ্জুনোদিতং। তন্মূলচূর্ণং * ন গর্ভং সম্ভবেৎ কচিৎ॥ ১২॥

সিদ্ধ ... * যাং।
ন ... লভতে পুনঃ॥ ১৩॥

... তু বীর্য্যম্ভুক্।
রক্তা ... ভৌ প্রাতঃ
সমুদ্ধৃ ...
শুণা ... স্তম্ভন হয়।
এবং রক্ত ... রিয়া ... দবার প্রাতঃ
কালে উৎ ... ক্র স্তা ... হয়॥ ১৪॥

শৃঙ্গী ... ত্বা ক্রটিং নয়জ্ঞ

ষড়েকমিশ্রং। যো ধূপয়েন্নিজগৃহং বসনং শরীরং তস্যাপি দাস ইব মোহমুপৈতি লোকঃ ॥ ১৫ ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, বেণারমূল, ধুনা, ছোটএলাইচ, শ্বেতচন্দন এই সকল একত্র করিয়া নিজগৃহে, শরীরে ও পরিধেয় বস্ত্রে ধূপ দিবে, সমস্ত লোক তাহার দাসের ন্যায় মোহিত হইবে ॥ ১৫ ॥

ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজো লজ্জা চ সহদেবিকা। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ। ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ফট্ ॥ অনেনৈব তু মন্ত্রেণ কৃত্বা তাম্বূল-ভাবনং। সাধ্যস্য মুখনিক্ষিপ্তে মোহমায়াতি তৎক্ষণাৎ। ওঁ ভীঁ ক্ষীঁ ভোঁ মোহয় ইমং মন্ত্রং বারত্রয়ং জপেৎ। মোহমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৬ ॥

ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্যে, লজ্জাবতীলতা, দণ্ডোৎপল, এই সকল পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। অং আং ইত্যাদি মন্ত্রে তাম্বূল পড়িয়া যাহাকে দিবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মোহিত হইবে। ওঁ ভীঁ ইত্যাদি মন্ত্র যাহাকে উদ্দেশ করিয়া রাত্রিতে তিনবার জপ করিবে সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে ॥ ১৬ ॥

অথ দেহরঞ্জনং।

কদম্বপত্রং লোধ্রঞ্চ অর্জ্জুনস্য চ পুষ্পকং।
পিষ্ট্বা গাত্রোদ্বর্ত্তনাচ্চ কায়দুর্গন্ধনাশনং ॥ ১৭ ॥

কদম্বপত্র, লোধ, অর্জ্জুনপুষ্প, এই সকল পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নাশ হয় ॥ ১৭ ॥

এলাশটীপত্রকচন্দনানি তোয়াভয়া শিগ্রুঘনাময়ানি। সসৌরভোঽয়ং সুররাজযোগ্যঃ খ্যাতঃ সুগন্ধো নরমোহ-যোগ্যঃ ॥ ১৮ ॥

এলাইচ, শটী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, বালা, হরীতকী, সজিনা, মুথা, কুড় এবং অন্যান্য সুগন্ধিদ্রব্য এই সকল পেষণ করিয়া গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে দেহের সুগন্ধ হয়। এই গাত্রোদ্বর্ত্তন ঔষধ দেবরাজের যোগ্য। এই গন্ধ যে আঘ্রাণ করিবে সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে ॥ ১৮ ॥

অথ মুখরঞ্জনং।

রসালজম্বূফলগর্ভসারঃ সকর্কটো মাক্ষিকসংযুতশ্চ। স্থিতো মুখান্তে পুরুষস্য রাত্রৌ করোতি পুংসাং মুখবাস-মিষ্টং। চূর্ণং মুরাকেশরকুষ্ঠকানাং প্রাতর্দ্দিনান্তে পরি-লেঢ়ি যা স্ত্রী। অপ্যর্দ্ধমাসেন মুখস্য বাসঃ কর্পূরতুল্যো ভবতি প্রকাশঃ ॥ ১৯ ॥

আমের আঠি, জামের আঠি ও পদ্মমূল এই সকল পেষণ করিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে ধারণ করিলে পুরুষের মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সৌগন্ধ বৃদ্ধি হয়। মুরামাংসী, নাগকেশর, কুড় এই সকল চূর্ণ করিয়া যে স্ত্রী প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে এইরূপ একপক্ষপর্য্যন্ত লেহন করিবে, সেই স্ত্রীর কর্পূরতুল্য মুখের সৌগন্ধ হইবে ॥ ১৯ ॥

অথ কেশকৃষ্ণীকরণং।

লোহকিট্টং জবাপুষ্পং পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং সমং।
ত্রিদিনং লেপয়েৎ শীর্ষং ত্রিমাসং কেশর[illegible] ॥ ২০ ॥

লৌহমল, জবাপুষ্প, আমলকী এই সকল একত্র [illegible] মস্তকে লেপন করিবে। এইরূপ তিনমাস করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণ[illegible] ॥ ২০ ॥

অথ কেশশুক্লীকরণং।

অজাক্ষীরেণ সপ্তাহমন্বহং ভাবয়েত্তিলং।
তত্তৈললিপ্তাঃ কেশাঃ স্যুঃ শুক্লাশ্চ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

ছাগীর দুগ্ধ দ্বারা সপ্তাহপর্য্যন্ত তিলে ভাবনা দিবে। তৎপরে ঐ তিলের তৈল করিয়া সেই তৈল কেশে মর্দ্দন [illegible] কৃষ্ণবর্ণ কেশ শুক্ল-বর্ণ হয় ॥ ২১ ॥

অথ বাজীকরণং।

অশ্বিন্যাং বটবন্দাকং ক্ষীরৈঃ পি[illegible] । পুষ্যো-দ্ধৃতং পিবেন্মূলং শ্বেতার্কস্য প্রযত্নতঃ। সপ্তরাত্রস্তু গোক্ষীরৈর্ব্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ২২ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে বটের পরগাছা দুগ্ধের সহিত পান করিলে পুং-বান্ হয়। পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দের মূল উদ্ধৃত করিয়া গব্যদু[illegible] করিয়া ভক্ষণ করিবে। সপ্তরাত্র এইরূপ করিলে বৃদ্ধব্যক্তি ও[illegible] হয় ॥ ২২ ॥

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ স্বরসেন তস্যা বিভাবিতং ভাস্কররশ্মি-জালে। মধ্বাজ্যসংমিশ্রিতমেব লীঢ়েৎ * * গচ্ছতি নির্ব্বিশঙ্কঃ ॥ ২৩ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ তাহার স্বরসে আর্দ্র করিয়া সূর্য্যরশ্মিতে শুষ্ক করিবে। তৎপরে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহাতে শুক্র অক্ষয় হইবে ॥ ২৩ ॥

ইতি ইন্দ্রজালতন্ত্রে চতুর্থ উপদেশ।

অথ জন্মবন্ধ্যাচিকিৎসা।

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ। একবর্ণ-গবাং ক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ। ঋতুকালে পিবে-দ্বন্ধ্যা পলার্দ্ধং তদ্দিনে-দিনে। ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ লঘ্বা-হারং প্রদাপয়েৎ। এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা ভবতি গর্ভিণী ॥ ১ ॥

রবিবারে মূল, পত্র ও শাখার সহিত দণ্ডোৎপল উদ্ধৃত করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত অবিবাহিতা কন্যাদ্বারা পেষণ করাইবে। এই ঔষধ ঋতুকালে ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধান্ন, মুগ প্রভৃতি লঘু আহার করিবে ॥ এইরূপ সপ্তদিনপর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হয় ॥ ১ ॥

উদ্বেগং ভয়শোকঞ্চ দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ। ন কর্ম্ম কারয়েৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েৎ সাবগাহনং। পতি * চরেৎ সা চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২ ॥

বন্ধ্যানারী সেবন ক গ, ভয়, শোক ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ কোনরূপ পরিশ্রমজনক কার্য্য করিবে না, কেবল পতি * ব, ইহার অন্যথা করিবে না ॥ ২ ॥

কৃষ্ণাপরাজিতামূলং ছাগীক্ষীরেণ সংপিবেৎ।
ঋতুকালে সমায়াতে ভ্রু গর্ভধরা ভবেৎ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ অপরাজিতার মূল ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া ঋতুকালে পান করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয় ॥ ৩ ॥

গোক্ষুরস্য তু বীজন্তু পিবেন্নির্গুণ্ডিকারসৈঃ।
ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রং বা বন্ধ্যা ভবতি গর্ভিণী ॥ ৪ ॥

গোক্ষুরবীজ নিসিন্দার রসে পেষণ করিয়া পান করিবে, এই ঔষধ তিনরাত্র কিম্বা সপ্তরাত্র সেবন করিলে বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হয় ॥ ৪ ॥

অথ কাকবন্ধ্যাচিকিৎসা।

অশ্বগন্ধীয়মূলন্তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে। পেষয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। সপ্তাহাল্লভতে কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্ ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল সংগ্রহ করিয়া মহিষীর দুগ্ধে পেষণ করিবে, এই ঔষধ ৪ তোলা পরিমাণে সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে কাকবন্ধ্যানারী গর্ভ গ্রহণ করে। ৫ ॥

অথ মৃতবৎসা চিকিৎসা।

প্রাঙ্মুখঃ কৃত্তিকা ঋক্ষে বন্ধ্যা কর্কোটকীং হরেৎ।
তৎকন্দং পেষয়েত্তোয়ৈঃ কর্ষমাত্রং সদা পিবেৎ ॥ ১ ॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া পীতঘোষালতার মূল আহরণ করিয়া জলের সহিত পেষণ করিবে, এই ঔষধ ২ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে মৃতবৎসাদোষ বিনাশ হয় ॥ ১ ॥

যা বীজপূরদ্রুমমূলমেকং ক্ষীরেণ পক্বং প্রপিবেদ্বিমিশ্রম্। ঋতৌ নিজং যা তু পতিং প্রযাতি দীর্ঘায়ুষং সা তনয়ং প্রসূতে ॥ ২ ॥

দাড়িম্বের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পাক করিবে। ঋতুকালে এই ঔষধ পান করিয়া নিজপতির সহবাস করিবে। যে নারী এইরূপ ঔষধ সেবনাদি করে, সেই নারী দীর্ঘায়ুপুত্র প্রসব করে ॥ ২ ॥

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা। মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চাশ্বগন্ধজম্। অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুকটুকরোহিণী। উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্। এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবরী-রসং ক্ষীরং ঘৃতস্মেদং চতুর্গুণম্। সংপিবেন্নিয়তং নারী নিত্যং স্ত্রীষু চ শস্যতে। পুত্রান্ জনয়তে নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্। যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাৎ যা নারী জনয়েন্মৃতং। অল্পায়ুষঞ্চ জনয়েৎ যা চ কন্যাঃ প্রসূয়তে। * দোষে রজোদোষে গর্ভস্রাবে চ শস্যতে। প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণং। নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদায়ুষ্যং পরিকীর্ত্তিতং। নোক্তঞ্চ লক্ষণামূলং বদন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ। জীববৎসা শুক্লবর্ণা ঘৃতমত্র তু দীয়তে। অরণ্যগোময়েনাত্র বহ্নের্জ্বালা প্রদীয়তে। অত্র পয়স্যা ক্ষীরযুক্তং ভূমিকুষ্মাণ্ডং উৎপলং নীলং ॥ ৩ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, শর্করা, বেড়েলা মেদা, ক্ষীরযুক্তভূমিষ্মাণ্ড, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গ্, কটকী নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃত /৪ সের পাক করিবে। পাককালে শতমূলীর রস ।৬ সের ও দুগ্ধ ।৬ সের দিবে। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত যে নারী পান করিবে সেই নারী মেধাবী ও সুন্দর পুত্র প্রসব করে এবং যে কামিনীর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, যাহার সন্তান অল্পায়ু হয় এবং যে নারী কেবল কন্যা প্রসব করে, এই ঘৃত পান করিলে সেই সেই দোষ নষ্ট হয়। * দোষ, রজোদোষ ও গর্ভস্রাবে এই ঘৃত প্রশস্ত। এই ঘৃত পান করিলে তাহার প্রজাবৃদ্ধি, আয়ুবৃদ্ধি ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়। ইহার নাম ফলঘৃত এই ঘৃত আয়ুষ্কর। চিকিৎসকগণ এই ঘৃতমধ্যে লক্ষণামূল প্রদানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই ঔষধে জীববৎসা ও শুক্লবর্ণা গাভীর ঘৃত গ্রহণ করিয়া অরণ্যের শুষ্ক গোময়ের অগ্নিতে পাক করিবে ॥ ৩ ॥

অথ গর্ভস্রাবচিকিৎসা।

প্রথমে মাসি। * * * * *

গোক্ষীরৈঃ পেষয়েত্তুল্যং পদ্মকেশরচন্দনং। পতনে তৎ পিবেন্নারী মহাগর্ভঃ স্থিরো ভবেৎ। অথবা মধুকং দারু শরবৃক্ষস্য বীজকম্। সংপিব্য ক্ষীরকাকোলীং পিবেৎ ক্ষীরৈশ্চ গোভবৈঃ ॥ ১ ॥

প্রথমমাসে গর্ভস্রাব উপস্থিত হইলে পদ্মকেশর ও রক্তচন্দন সমপরিমাণে গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে গর্ভস্রাব নিবৃত্তি হইয়া গর্ভস্থির হয়। অথবা যষ্টিমধু, দেবদারু, শরবৃক্ষের বীজ ও ক্ষীরকাকোলী এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিবে ॥ ১ ॥

নীলোৎপলং মৃণালঞ্চ যষ্টিকর্কটশৃঙ্গিকা।
গোক্ষীরৈশ্চ দ্বিতীয়ে চ পীত্বা শাম্যতি বেদনা ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়মাসে গর্ভস্রাব উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, যষ্টিমধু, কাকড়াশৃঙ্গি, এই সকল ঔষধ দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে বেদনা শান্তি হয় ॥ ২ ॥

শ্রীখণ্ডং তগরং কুষ্ঠং মৃণালং পদ্মকেশরম্। পিবেৎ শীতোদকৈঃ পিষ্ট্বা তৃতীয়ে বেদনাবতী। অথবা ক্ষীর-কাকোলী বলানন্তাপয়ঃ পিবেৎ ॥ ৩ ॥

তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের বেদনা উপস্থিত হইলে রক্তচন্দন, তগর-পাদুকা, কুড়, মৃণাল, পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বেদনা নিবৃত্তি হয়। অথবা ক্ষীরকাকোলী বেড়েলা, অনন্তমূল এই সকল ঔষধ দুগ্ধের সহিত পান করিবে ॥ ৩ ॥

শীতোৎপলং মৃণালানি গোক্ষুরককশেরুকম্। তুর্য্য-মাসে গবাং ক্ষীরং পিবেৎ সা বেদনাপরা। অথবা মধুকং রাস্না শ্যামা ব্রাহ্মণযষ্টিকা। অনন্তা পেষয়িত্বা তু গবাং ক্ষীরৈঃ সমং পিবেৎ ॥ ৪ ॥

শ্বেতোৎপল, মৃণাল, গোক্ষুর ও কেশুর এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে চতুর্থমাসের বেদনা নষ্ট হয়। অথবা যষ্টিমধু, রাস্না, শ্যামলতা, বামনহাটী, অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিবে ॥ ৪ ॥

পুনর্নবা চ কাকোলী তগরং নীলমুৎপলং। গোক্ষীরং পঞ্চমে মাসি গর্ভক্লেশহরং ভবেৎ। অথবা বৃহতীযুগ্মং যজ্ঞাঙ্গং কট্‌ফলং ত্বচঃ। গোঘৃতং ক্ষীরসংযুক্তং পিবেৎ পিষ্ট্বা চ পঞ্চমে ॥ ৫ ॥

পুনর্নবা, কাকোলী, তগরপাদুকা, নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে অথবা বৃহতী, কণ্টকারী, যজ্ঞডুমুর, কট্‌ফল, দারু-চিনি ও গব্যঘৃত এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে পঞ্চম-মাসের গর্ভস্রাববেদনা নিবারণ হয় ॥ ৫ ॥

সিতা কাশাখুমজ্জা চ শীততোয়েন পেষয়েৎ। ষষ্ঠে মাসি গবাং ক্ষীরৈঃ পিবেৎ ক্লেশং নিবর্ত্তয়েৎ। অথবা গোক্ষুরং শিগ্রুং মধুকং পৃশ্নিপর্ণিকাং। বলাযুক্তং পিবেৎ পিষ্ট্বা গোদুগ্ধং ষষ্ঠমাসকে ॥ ৬ ॥

শর্করা, কাশমূল ও আখুমজ্জা এই সকল দ্রব্য শীতলজলে পেষণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে ষষ্ঠমাসের বেদনা নিবৃত্তি হয়। অথবা গোক্ষুর সজিনাবীজ, যষ্টিমধু, পৃশ্নিপর্ণী, বেড়েলা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে ॥ ৬ ॥

কাষ্ঠকং পৌষ্করং মূলং শৃঙ্গাটং নীলমুৎপলং। পিষ্ট্বা চ সপ্তমে মাসি ক্ষীরৈঃ পীত্বা প্রশাম্যতি। অথবা মকর-দ্রাক্ষাং শৃঙ্গাটঞ্চ সকেশরং। মৃণালং শর্করাযুক্তং ক্ষীরৈঃ পেয়স্তু সপ্তমে ॥ ৭ ॥

পুষ্করকাষ্ঠ, পুষ্করমূল, পাণিফল, নীলোৎপল এই সকল ঔষধ দুগ্ধের সহিত পান করিলে সপ্তমমাসের বেদনা শান্তি হয়। অথবা দ্রাক্ষা, পাণি-ফল, পদ্মকেশর, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিবে ॥ ৭ ॥

যষ্টিপদ্মাক্ষার্কমুস্তং কেশরং গজপিপ্পলী নীলোৎ-পলং গবাং ক্ষীরৈঃ পিবেদষ্টমাসকে। অথবা বিল্ব-মূলঞ্চ কপিত্থং বৃহতী শমী। ইক্ষুপাটলয়োর্মূলং এভিঃ ক্ষীরং প্রসাধয়েৎ। তৎক্ষীরমষ্টমে পীত্বা গর্ভে শাম্যতি বেদনা ॥ ৮ ॥

যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, আকন্দমূল, মুথা, নাগকেশর, গজপিপ্পলী, নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে অষ্টমমাসের বেদনা শান্তি হয়। অথবা বিল্বমূল, কয়েদবেল, বৃহতী, শমীকাষ্ঠ, ইক্ষুমূল, পারলীমূল এই সকল ঔষধের সহিত দুগ্ধপাক করিবে। এই দুগ্ধ অষ্টমমাসে পান করিলে গর্ভের বেদনা শান্তি হয় ॥ ৮ ॥

বিশালাবীজকক্কোলং মধুনা সহ লেপয়েৎ। বেদনা নবমে মাসি শান্তিমাপ্নোতি নান্যথা। অথবা মধুকং শ্যামা হ্যনন্তা ক্ষীরকাকোলী। এভিঃ সিদ্ধং পিবেৎ ক্ষীরং নবমে বেদনাবতী ॥ ৯ ॥

গোরক্ষচাকুলিয়ার বীজ ও কক্কোল এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে নবমমাসের বেদনা শান্তি হয়। অথবা যষ্টিমধু, শ্যামলতা অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ নবমমাসে বেদনা হইলে পান করিবে ॥ ৯ ॥

শর্করা গোস্তনী দ্রাক্ষা সক্ষৌদ্রং নীলমুৎপলং। পায়য়েদ্দশমে মাসি গবাং ক্ষীরৈঃ প্রশান্তয়ে। অথবা শুণ্ঠী-সংসিদ্ধং গোক্ষীরং দশমে পিবেৎ। অথবা মধুকং দারু শুণ্ঠীক্ষীরেণ সংপিবেৎ ॥ ১০ ॥

শর্করা, আঙ্গুরফল, দ্রাক্ষা, মধু, নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে দশমমাসের বেদনা শান্তি হয়। অথবা কেবল শুণ্ঠী-পাক করিয়া দশমমাসে পান করিবে, অথবা যষ্টিমধু, দেবদারু, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাতে দশমমাসের গর্ভ-বেদনা দূর হয় ॥ ১০ ॥

ক্ষৌদ্রং বৃষং চন্দনসিন্ধুজাতং মহেন্দ্রবীজং পয়সা সুপিষ্টম্। গর্ভং ক্ষরন্তং প্রতিহন্তি শীঘ্রং যোগো বিভুঞ্জন্ কিল মূলদেবৈঃ ॥ ১১ ॥

মধু, বাসক, রক্তচন্দন, সৈন্ধব, মহেন্দ্রবীজ (ইন্দ্রযব) এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে গর্ভস্রাব দোষ নিবারণ হয়। এই যোগ মূলদেব বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥

অথ গর্ভশুষ্কচিকিৎসা।

গোক্ষীরং শর্করাযুক্তং গর্ভশুষ্কপ্রশান্তয়ে। পিবেদ্বা মধুকং চূর্ণং গাম্ভারীফলচূর্ণকম্। সমাংশং গব্যদুগ্ধেন গর্ভিণীরোগশান্তয়ে ॥ ১ ॥

গর্ভের শুষ্কতাদোষ শান্তির জন্য গব্যদুগ্ধ ও শর্করা পান করিবে। অথবা যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাতে গর্ভদোষ শা[illegible] হয়॥ ১॥

অথ সুখপ্রসবযোগঃ।

শ্বেতং পুনর্নবামূলং চূর্ণং * প্রবেশয়েৎ।
প্রসূতে তৎক্ষণান্নারী গর্ভে সতি প্রপীড়িতে॥ ১॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল চূর্ণ করিয়া * দেশে প্রবেশ করাইলে অতি শীঘ্র সুখে প্রসব হইয়া থাকে॥ ১॥

বাসকস্থ তু মূলন্তু চোত্তরস্থং সমুদ্ধরেৎ।
কট্যাং বদ্ধা সপ্তসূত্রৈঃ সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ২॥

বাসকবৃক্ষের উত্তর দিকস্থ মূল উদ্ধৃত করিয়া সপ্তগুণ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া কটীতে ধারণ করিলে সুখে প্রসব হয়॥ ২॥

সহদেব্যাশ্চ মূলং বা কটিস্থং প্রসবে সুখং॥ ৩॥

সহদেবীর মূল কটীতে ধারণ করিলে প্রসবে কোন ক্লেশ হয় না॥ ৩॥

অপামার্গস্থ মূলন্তু গ্রাহয়েচ্চতুরঙ্গুলম্।
দ্বারি প্রবেশয়েদ্ * তৎক্ষণাৎ সা প্রসূয়তে॥ ৪॥

চতুরঙ্গুল প্রমাণ অপামার্গের মূল * দেশে প্রবেশ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হয়॥ ৪॥

অথ স্তনবর্দ্ধনং স্তনোত্থাপনঞ্চ।

তৈলং বচাদাড়িমকল্কসিদ্ধং সিদ্ধার্থজং লেপনতো নিতান্তং। নারীকুচৌ চারুতরৌ সুপীনৌ কুর্য্যাদসৌ যোগবরঃ প্রদিষ্টঃ॥ ১॥

বচ ও দাড়িম্ব পেষণ করিয়া তাহার সহিত সার্ষপ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল স্তনে লেপন করিলে নারীর স্তনদ্বয় অতিশয় স্থূল, উন্নত ও অতি সুশ্রী হয়॥ ১॥

শ্রীপর্ণিকায়া রসকল্কসিদ্ধং তিলোদ্ভবং তৈলবরং প্রদিষ্টং। তুলেন বক্ষোজযুগে প্রদেয়ং প্রয়াতি বৃদ্ধিং পতিতোঽপি নার্য্যাঃ॥ ২॥

গাম্ভারীরস ও কল্কের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া তুলাদ্বারা স্তনে লেপন করিলে পতিতস্তন পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উন্নত হয়॥ ২॥

প্রথমকুসুমকালে নস্যযোগেন পীতং সনিয়মমমরাস্থং তণ্ডুলাম্ভো যুবত্যা। কুচযুগলং সুপীনং ক্বাপি নো যাতি পাতং কথিত ইতি পুরৈবং চক্রদত্তেন যোগঃ॥ ৩॥

প্রথম ঋতুকালে দেবদারু তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় অতিশয় স্থূল হয় ও কখনও উহার স্তন পতিত হয় না॥ ৩॥

অথ * সংস্কারঃ।

প্রক্ষালয়েন্নিম্বকষায়নীরৈঃ দ্বিম্নাজ্যকৃষ্ণাগুরুগুগ্গুলূনাং।
ধূপেন——নিশি ধূপয়িত্বা নারী প্রমোদং বিদধাতু ভর্ত্তুঃ॥

অথ * শাতনম্।

পলাশভস্মান্বিততালচূর্ণৈ রম্ভাম্বুমিশ্রৈঃ পরিলিপ্য ভূয়ঃ। * গেহে মৃগলোচনানাং রোমাণি রোহন্তি কদাপি নৈব॥

অথ মূত্রস্তম্ভনং।

অথ মূত্রপ্রাণাশার্থং বক্ষ্যামি মন্ত্রমুত্তমং। অশ্বগন্ধাং সমানীয় অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ। তোলকং সর্পিষো দেয়ং মিশ্রয়িত্বা পিবেৎ সুধীঃ। * মূলে কামবীজং জপ্ত্বা চ স্তম্ভয়েদ্ধিয়া। দ্বাত্রিংশত্তোলকং দুগ্ধং মরিচং তোলকদ্বয়ং। সংমিশ্র্য প্রপচেদ্ যত্নাদ্ যাবৎ শুষ্কং সমানয়েৎ। ততো বৈ বাগ্‌ভবং জপ্ত্বা ভক্ষয়েৎ সাধকোত্তমঃ। অনেনৈব বিধানেন মূত্রনাশোঽভিজায়তে *॥

অনন্তর মূত্রস্তম্ভন বলিতেছি। অশ্বগন্ধার মূল সংগ্রহ পূর্ব্বক ওঁ ফট্ এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ১ তোলা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং ক্লীং এই মন্ত্র জপ করিয়া ৩২ তোলা দুগ্ধ ও ২ তোলা মরিচ একত্র পাক করিবে। তৎপরে ঐঁ এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ঐ দুগ্ধ ভক্ষণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে মূত্রস্তম্ভন করিতে পারে।

ইতি শিবোক্তমিন্দ্রজালং।

শিবোক্ত ইন্দ্রজালগ্রন্থ সমাপ্ত হইল, এইক্ষণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নানাগ্রন্থ হইতে ইন্দ্রজালকৌতুক সংগ্রহ করিয়া নিম্নে লিখিত হইল।

ইন্দ্রজালকৌতুক।

ঐন্দ্রজালিক কার্য্য করিতে হইলে প্রথমত আত্মরক্ষা করিয়া কার্য্য করিবে। আত্মরক্ষামন্ত্র যথা—ওঁ নমো নারায়ণায় বিশ্বম্ভরায় ইন্দ্রজালকৌতুকানি দর্শয় দর্শয় সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। অপর মন্ত্র যথা—ওঁ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মনে মম শরীরে পাহি পাহি কুরু কুরু। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে।

ইন্দ্রজালকৌতুক দেখানের অগ্রে যে সকল কার্য্য করিতে হইবে তাহার উপদেশ।

নাসারন্ধ্রদ্বয় গোঘৃতদ্বারা লেপন করিয়া মুখে বিল্বফল ধারণ করিলে কোন কুযোগে তাহার কৌতুক প্রদর্শনকালে বাধা জন্মাইতে পারে না।

পুরীষস্তম্ভনং।

* পুরীষনাশনার্থায় বিড়ঙ্গং তোলকদ্বয়ং। পিপ্পলী তোলকং গ্রাহ্যং শুঠীঞ্চ তোলকত্রয়ং। তেজপত্রঞ্চ ক্ষীরেণ মিশ্রয়িত্বা জপেন্মনুং। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা মিশ্রয়েৎ যত্নতঃ। মন্ত্রং তত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বানন্দভৈরব॥ শ্রীর্মায়াবাগ্‌ভবঞ্চৈব শক্তিবীজত্রয়ং তথা। শিবদায়ুজলং পূর্ণী বহ্নিজায়া ততঃপরং। মন্ত্রয়িত্বা পিবেদ্ধ্রুবং পুরীষং নাশয়েদ্ ধ্রুবং।

তগরকাষ্ঠদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত ও উক্ত কাষ্ঠদ্বারা ধূপিত করিয়া রক্ষাবিধানপূর্ব্বক কৌতুকপ্রদর্শনাদি কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি রক্ষাবিধান না করিয়া কার্য্য করে, সে স্বয়ং বিপদে পতিত হয়।

শ্মশানজাত বৃক্ষের মূল, মৃতনির্ম্মাল্য অর্থাৎ মৃতব্যক্তির নখ, চুল ও বস্ত্রাদি, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহাতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি বন্ধন করা যায়।

ঘুণকীট ও হরিতাল স্বর্ণমধ্যগত করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিবে। এই মুদ্রা কণ্ঠে স্থাপন করিলে দৃষ্টিবন্ধন হইয়া থাকে। এই মুদ্রা স্বীয় পাদের অধোভাগে ধারণ করিলে সমস্ত কৌতুক সিদ্ধ হয়।

মঙ্গলবার পুষ্যানক্ষত্রে একটী কৃকলাস আনিয়া তাহা নূতন ভাণ্ডে সংস্থাপনপূর্ব্বক রক্তপুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎপরে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্তদ্বারা সেচন করাইবে। এই প্রকারে সপ্তাহ পর্য্যন্ত পূজাদি করিয়া রাখিবে। এই কৃকলাস সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। ওঁ অঙ্কোলায় ওঁ বঃ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। এই মন্ত্রে পূজা করিবে এবং পূজাকালে এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ কৃকলাসদ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য সকল করিতে হইবে।

অধুনা নানাপ্রকার কৌতুকাদি প্রদর্শনপ্রক্রিয়া বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কৃকলাস মারিয়া তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ কটিতে লেপন করিলে সবস্ত্র ব্যক্তিকে নগ্ন দেখা যায়।

পূর্ব্বরূপ কৃকলাসচূর্ণ পানের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তালপত্রে লেপন করিবে, পরে এই তালপত্র মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্পবৎ উৎপতিত হয়।

পূর্ব্ববৎ কৃকলাসচূর্ণ, কুমুদমূল ও পানপত্র একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কোন ভাণ্ড লেপন করিলে সেই ভাণ্ডে জলপ্রবেশ করিতে পারে না।

একটি ময়ূরকে সপ্তাহপর্য্যন্ত মনঃশিলা ও হরিতাল ভোজন করাইয়া সেই ময়ূরের বিষ্ঠাদ্বারা হস্তলেপন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করে, সে সকলের সাক্ষাৎ অদৃশ্য হইতে পারে।

আকোড়ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া তাহা সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিলতৈলে ভাবনা দিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ চূর্ণ তৈলকারের যন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে অথবা ঐ চূর্ণদ্বারা কাংস্যপাত্র লেপন করিয়া অন্য একখানা কাংস্যপাত্রদ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া বিপরীতভাবে রৌদ্রে স্থাপন করিবে, ইহাতে নিম্নস্থ কাংস্যপাত্রে যে তৈল পতিত হয়, সেই তৈল গ্রহণ করিয়া রাখিবে। ইহার নাম অঙ্কুলীতৈল। এই তৈল সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকৃত অঙ্কুলীতৈল লেপন করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই মস্তকে পূর্ব্ববৎ কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পদ্মবীজ চূর্ণ করিয়া তাহা পূর্ব্বকৃত অঙ্কুলীতৈলদ্বারা ভাবনা দিয়া জলে সংস্থাপন করিবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ পদ্মবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে কমল প্রস্ফুটিত হয়।

নীলোৎপলের বীজ অঙ্কুলীতৈলে সেক করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ নীলোৎপল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকৃত অঙ্কুলীতৈলদ্বারা একটি আমের আঠি লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই আমের আঠি মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ সেই আঠি হইতে সফল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

অন্যপ্রকার।

অনেকে পরিজ্ঞাত আছেন এবং স্বচক্ষে দর্শনও করিয়াছেন যে, একটী আম্রের বীজ রোপণ করিয়া, বাজীকরেরা ঐ বীজ হইতে ক্ষুদ্র চারা প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে মুকুল ধরাইয়া ও কাঁচা আম্র উৎপাদিত করিয়া, তৎপরে ঐ আম্রকে পক্ক করিয়া দর্শকগণকে ভক্ষণ করিতে দিয়া থাকে। ঐ কৌতুকপ্রদর্শন ক্রিয়ার প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইল।

একটী পাত্র অর্থাৎ কলসী বা জালা উত্তম নির্জ্জল মধুদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে। পরে যে যে সময়ে আম্রমুকুল এবং কাঁচা ও পক্ক আম্র ফল জন্মে, সেই সেই সময়ের ঐ আম্রমুকুল ও ফল আদি সংগ্রহ করিয়া ঐ মধুপূর্ণ পাত্রে পর্য্যাপ্তরূপে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিয়া রাখিলে আমের মুকুল ও ফল প্রভৃতি সমস্তই একবৎসর-পরিমিত সময়পর্য্যন্ত সদ্যোজাতবৎ সতেজ অবস্থায় থাকে।

ঐন্দ্রজালিক কৌতুক প্রদর্শন করিবার স্থানে প্রথমে একটি বস্ত্রগৃহ প্রস্তুত করিবে, ঐ বস্ত্রগৃহের সম্মুখ ভাগ একটি যবনিকা (পর্দ্দা) দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। ঐ যবনিকা যেন প্রয়োজন অনুসারে উত্তোলিত ও পাতিত করা যাইতে পারে। বস্ত্রগৃহটী দুই ভাগ করিয়া প্রস্তুত করিবে,—পশ্চাদ্ভাগে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের উপকরণাদি লুক্কায়িত রাখিবে সম্মুখভাগে যাহা যবনিকা-সম্বলিত থাকিবে, তাহা শূন্য রাখিবে। ঐ পটবাসের অভ্যন্তরভাগে ঐ সকল মুকুল ও ফল আদি মধুর কলস হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সুচারুরূপে জলে প্রক্ষালিত করিয়া রাখিবে। পরে একটি আমের বীজ, একটি আম্রের নূতনচারা এবং অভিনব পত্র ও প্রশাখা আদি সম্পন্ন ক্ষুদ্র আম্রতরু বা অনতিবৃহৎ আম্রশাখা আহরণ করিয়া একটী বৃহৎ পেটিকামধ্যে লুক্কায়িত রাখিবে। এ সকল কার্য্য অতীব সংগোপনে করিতে হইবে।

অনন্তর ইন্দ্রজালক্রিয়া প্রদর্শনকালে মন্ত্র পাঠ ও বাদ্যোদ্যম ইত্যাদি বহুবিধ দীর্ঘকালব্যাপী আড়ম্বর মধ্যে মধ্যে করিতে হইবে। প্রথমে একটী মৃত্তিকাপূর্ণ টব আনয়ন করিয়া যবনিকা উত্তোলনপূর্ব্বক বস্ত্রগৃহের সম্মুখভাগে স্থাপিত করিবে, পরে আম্রবীজ গ্রহণপূর্ব্বক দর্শকগণকে দেখাইয়া ঐ টবের মৃত্তিকামধ্য রোপিত করিবে এবং বলিবে যে, ইহা হইতে অনতিবিলম্বেই উত্তম আম্রের চারা উৎপন্ন হইবে। পরে যবনিকা পাতন করিয়া মন্ত্রপাঠ বাদ্যাদি করিবে ও অন্যান্য বাজী দেখাইবে। এদিকে এই অবকাশের মধ্যে যবনিকাচ্ছাদিত বস্ত্রভবনমধ্যে সেই পূর্ব্বসমাহৃত আম্রের চারা ঐ টবে রোপিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই যবনিকা তুলিয়া দর্শকদিগকে দেখাইয়া বলিবে যে, সেই আম্রের বীজ হইতে এই আম্রের চারা উৎপন্ন হইল। এই চারা হইতেই এইবার অনতিবিলম্বে সুন্দর একটি কলমের আম্রতরু এবং তাহাতে মুকুল, মুকুল হইতে কাঁচা আম্র ও ঐ কাঁচা হইতে সুপক্ক আম্র জন্মিবে; অথবা একবারেই এক শাখায় মুকুল, এক শাখায় কাঁচা আম্র বা এক শাখায় পক্ক আম্র জন্মিয়া থাকিবে। পরে যবনিকা ফেলিয়া বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে সেই

পূর্ব্বসমানীত পল্লব পত্রাদি সমেত আম্রশাখা বা কলমের বৃক্ষ অন্য এক মৃত্তিকাপূর্ণ টবে প্রোথিত করিবে। তাহাতে সরু সরু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখার অগ্রভাগ ছুরিকাদ্বারা চাঁচিয়া সেই পূর্ব্বসঙ্কলিত মুকুল কাঁচা ও পক্ক আম্রাদি ঐ অগ্রভাগে সংলগ্ন করিয়া দিবে। এইরূপে ঐ মুকুল আম্রাদির বৃন্ত প্রশাখায় সংলগ্ন করিতে হইবে যাহাতে দর্শকগণের কোন ক্রমে এই বৃত্তান্ত অনুসন্ধানদ্বারা অবগতি হইতে না পারে; অর্থাৎ ঐ বৃন্ত ও প্রশাখার সংযোগস্থলে হরিদ্বর্ণ পট্টবস্ত্রের ফিতা উত্তমরূপে সংবেষ্টিত করিয়া দিবে। পর্দ্দা তুলিয়া দর্শকদিগকে আম্রবৃক্ষাদি দেখাইবে। তৎপরে আম্রবৃক্ষ হইতে ফল তুলিয়া দর্শকবর্গের হস্তে একটি ছুটা ভক্ষণ করিবার জন্য প্রদান করিবে। কিন্তু ঐ ঐন্দ্রজালিক আম্রবৃক্ষের শাখা হইতে ফল তুলিবার সময় কেবল ফল উত্তোলন করিবে, বৃন্ত শাখাতেই লগ্ন থাকিবে। পরে ঐ সমস্ত ফল তরু প্রভৃতি যবনিকা ফেলিয়া বস্ত্রগৃহমধ্যে সাবধানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবে।

লিচু, জম্বু, জম্বীর, পেয়ারা প্রভৃতি অন্যান্য ফল ও মুকুল বৃক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কেও এইরূপ প্রণালী অনুসারে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া করিবে।

একটি ময়ূরকে সপ্তাহপর্য্যন্ত ময়ূরশিখাচূর্ণ খাওয়াইয়া তাহার বিষ্ঠাদ্বারা হস্তলেপন করিবে। ইহাতে তাহার হস্তমধ্যে নানাপ্রকার দ্রব্য দর্শন হইয়া থাকে।

একখানি লঘু কাষ্ঠফলক গুঞ্জাপিষ্টদ্বারা লেপন করিয়া জলে ভাসাইলে তাহার উপর অনায়াসে বসিতে পারে, তাহাতে ঐ কাষ্ঠফলক জলে নিমগ্ন হয় না।

সর্জ্জবৃক্ষের রসে একটি সলিতা ভিজাইয়া তৈলদ্বারা লেপনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে সেই দীপ নির্ব্বাপিত হয় না।

তিৎলাউবীজের তৈল, পায়রার মল, রক্তচিতার মূল ও গর্দ্দভের অস্থি একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে এবং তাহাকে রাবণের ন্যায় দশবদন দেখিতে পাইবে।

সজিনাবীজের তৈল, পায়রার বিষ্ঠা, শূকরের বসা ও রক্তচিতার মূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া পেষণ করত কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তিকে সকলে মহাদেবের ন্যায় পঞ্চবদনবিশিষ্ট দেখিতে পায়।

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ময়ূরের মুখমধ্যে বামনহাটীর বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিকা একত্র রাখিয়া ঐ মুখ কৃষ্ণমৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে। যৎকালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তৎকালে ঐ বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিবে। এই রজ্জ দ্বারা কোন পুরুষকে বন্ধন করিলে তাহাকে সকলে ময়ূরবৎ দেখিবে।

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কৃষ্ণমার্জ্জারের মস্তকের খুলিতে কৃষ্ণমৃত্তিকার সহিত এরণ্ডবীজ সংস্থাপনপূর্ব্বক ঐ মার্জ্জারমস্তক মৃত্তিকামধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে। যখন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিবে, তখন উক্ত ফলের একটি বীজ যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করিবে, তাহাকে মনুষ্যগণ মার্জ্জারের ন্যায় দেখিবে।

শৃগাল, অশ্ব ও মেষ ইত্যাদি পশুর মস্তকের খুলীতে বামনহাটীর বীজ পুঁতিয়া সেই বৃক্ষের বীজ মুখে ধারণ করিলেও তাহাকে শৃগাল, অশ্ব বা মেষাদির ন্যায় দেখা যায় এবং ময়ূরের মস্তকে বামনহাটীর বীজ পুঁতিয়া রাখিবে, যখন সেই বৃক্ষের বীজ হইবে, তখন তাহা মুখে ধারণ করিলে তাহাকে ময়ূরবৎ দৃষ্ট হয়।

হরিতাল ও মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অঙ্কুলীতৈল মিশ্রিত করিয়া মুখ ও মস্তকে লেপন করিলে তাহাকে অগ্নিপুঞ্জের ন্যায় দেখা যায় এবং উক্ত চূর্ণের সহিত আকোঁড়বীজের তৈল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে তাহার শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় শিখা বহির্গত হয়।

সিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রলেপন করিবে। রাত্রিকালে ঐ বস্ত্র ধারণ করিলে তাহাকে অগ্নিবৎ দেখা যায়। ঐরূপ করিলে দূরস্থিত ব্যক্তি সাতিশয় কৌতুক দেখিতে পায়।

জোনাকিপোকা ও ভূলতা (কেঁচো) চূর্ণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাত্রিতে কপালে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। ইহাতে অতিশয় কৌতুক হইয়া থাকে।

বকপুষ্পের রস ও পুষ্পের সহিত সৌবীরাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে মধ্যাহ্নকালে আকাশে তারা দেখিতে পায়।

একপ্রকার জলজ মক্ষিকা আছে, সেই মক্ষিকার সহিত যাহাকে জল পান করিতে দেওয়া যায়, সর্ব্বদা তাহার অধোবায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে। ইহা অতিশয় কৌতুকজনক কার্য্য। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় বজ্ররূপায় হস হস নৃত্য নৃত্য তুদ তুদ নানাকৌতুকেন্দ্রজালদর্শকায় ঠঃ ঠঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে। এই প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্রের অষ্টোত্তরশত জপে পুরশ্চরণ করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সফল হইবে।

পেচকের মস্তকের খুলিতে ঘৃত মাখাইয়া কজ্জলপাত করিবে, এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে রাত্রিতে পুস্তক পাঠ করিতে পারে।

আকোড় বৃক্ষের বীজ অশ্বমুখে নিক্ষেপ করিয়া রবিবারে মৃত্তিকামধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে। পরে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফলিত হইলে সেই বীজ গ্রহণ করিয়া ত্রিলৌহদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মুখে ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে, সেই ব্যক্তি মহাবলপরাক্রমশালী অশ্ব হইতে পারিবে। ঐ বীজ মুখ হইতে পরিত্যাগ করিলেই পুনর্ব্বার স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবে।

আকোড় বৃক্ষের বীজ বৃষের মুখে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে। পরে যখন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফলিত হইবে, তখন তাহার বীজ আনিয়া ত্রিলৌহদ্বারা বেষ্টন করিয়া মুখমধ্যে ধারণ করিলে মহাবল ও মহাতেজা বৃষ হইতে পারে। ঐ বীজ পরিত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার মনুষ্য হয়।

মঙ্গলবারে কার্পাসের বীজ সর্পমুখে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া যখন তুলা জন্মিবে, তখন ঐ তুলা সংগ্রহ করিয়া এরণ্ডতৈলদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে এই বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে এই বর্ত্তি যে ঘরে প্রজ্বালিত করিবে, সেই ঘরের সকল স্থানেই সর্প দর্শন হইবে।

বৃশ্চিকের মুখ মধ্যে কার্পাসবীজ ক্ষেপণ করিয়া তাহা মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে তুলা

জন্মিলে সেই তুলা ও এরণ্ডতৈলদ্বারা বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিলে সর্ব্বত্র বৃশ্চিকময় দর্শন হয়।

বৌজির মুখমধ্যে কার্পাসের বীজ নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে তুলা জন্মিলে সেই তুলা ও এরণ্ডতৈলদ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিলে সর্ব্বত্র বৌজি দেখিতে পাইবে। এই প্রক্রিয়া রাত্রিতে করিলেই ফল হইবে। ইহার অন্যথা হয় না, এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন।

এরণ্ডতৈল, শমীপুষ্প, সাপের খোলস্, ভেকের বসা (চর্ব্বি), এই সকল দ্রব্যদ্বারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে সর্ব্বত্র সর্পের ন্যায় দেখিতে পাইবে।

কৃকলাসের বক্ষঃস্থল বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহা তালপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত রাত্রিতে প্রজ্বালিত করিলে সর্ব্বত্র কৃকলাসের মুখ দেখিতে পাইবে। এই সকল প্রক্রিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না, এই বিষয়টী দেবতাদিগেরও দুর্লভ।

পেঁচক, মেষ ও ভেক, ইহাদিগের বসা (চর্ব্বি) দ্বারা গাত্র লেপন করিলে তাহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুভে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা, এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে।

ভেকের বসার সহিত নিম্ববৃক্ষের ছাল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্র লেপন করিলে সেই ব্যক্তি অগ্নি স্তম্ভন করিতে পারে।

[illegible] বসা এই [illegible] দ্রব্য একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা হস্তলেপন করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির হস্তে তপ্ত-তৈলসংযুক্ত করিলেও তাহার হস্ত দগ্ধ হইবে না।

বজ্রদগ্ধ কাষ্ঠ, কিম্বা বিহগের কীলক ও বিড়ালের অস্থি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অগ্নি জ্বালিবে। এই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হয় না।

শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তদুপরি তণ্ডুল দিয়া পাক করিলে একমাসেও ঐ তণ্ডুল অন্ন হয় না। ইহার মন্ত্র প্রথমখণ্ডে "পিপ্পলীমরিচচূর্ণং" এই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে।

কৃকলাসের দক্ষিণহস্ত ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহা মুখমধ্যে ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি ওঁ অপ্নয়ে উদ স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি সমুদ্রাদির জলমধ্যেও স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারে, ইহাতে উক্ত ব্যক্তি জলমগ্ন হয় না।

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল আনিয়া তাহা কুসুম্ভপুষ্পরসে পেষণ করিয়া একখণ্ড বস্ত্ররঞ্জিত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রদ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া গভীর জলমধ্যে যতকাল ইচ্ছা থাকিতে পারে। ইহাতে সে জলমগ্ন হয় না। ইহার নাম জলস্তম্ভন, পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জামন্ত্রে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হইবে।

অলাবুফল চূর্ণ ও পক্ক খোবা ফল একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা এক খণ্ড চর্ম্ম এক অঙ্গুল স্থূল করিয়া লেপন করিবে, তৎপরে ঐ চর্ম্ম শুষ্ক করিয়া নদী কিম্বা হ্রদাদির জলে নিক্ষেপ করিবে। এই চর্ম্মোপরি আরোহণ করিয়া অনায়াসে জলোপরি অবস্থিতি করিতে পারে, কদাচিৎ জলমগ্ন হয় না।

জলজ কিম্বা স্থলজ যে কোন বৃক্ষের বীজ আনিয়া তাহাতে অঙ্কুলী-তৈল লেপন করিয়া নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন হয়।

গৌরী, বহেড়া, অঙ্কুলীতৈল, দারচিনি, তেজপত্র, শিশিরজল, হরিতাল ও সাপের খোলস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ময়ূরপিত্তের সহিত রবিবারে কন্যাহস্তে পেষণ করাইয়া ছায়াতে শুষ্ককরতঃ বটিকা করিবে। এই বটিকা কুমুদনালে স্পর্শ করাইবামাত্র ঐ নাল সর্পাকৃতি হয়।

পূর্ব্বকৃত বটিকা মৃত্তিকাতে স্পর্শ করাইলে সেই মৃত্তিকা লৌহবৎ হয়। তাম্রভাণ্ডে লেপন করিলে সেই তাম্রপাত্র স্বর্ণবৎ হইয়া থাকে এবং ঐ তাম্রপাত্র তপ্তজলে ধৌত করিলে তাহা অভ্রবৎ শুভ্র হয়।

পূর্ব্বকৃত বটিকাদ্বারা রক্তগুঞ্জা লেপন করিলে সেই গুঞ্জা শ্বেতবর্ণ দেখা যায় এবং উক্ত বটিকাদ্বারা বহেড়াপত্র স্পর্শ করিলে তাহা কাংস্যপাত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। তদ্দ্বারা সিজের পত্র লেপন করিলে তাহাতে জল শুষ্ক দৃষ্ট হয় এবং কর্ণে লেপন করিলে সেই পুরুষ ছিন্নশীর্ষবৎ দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকৃত বটিকাদ্বারা একখানা দর্পণ লেপন করিলে তাহাতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয় এবং একটি অঙ্গুলিতে লেপন করিলে ঐ অঙ্গুলি দ্বিখণ্ড দেখা যায়।

কুম্ভকারের পাকস্থল হইতে ভস্মসংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বকৃত গুটিকা যুক্ত করিয়া মুষ্টিমধ্যে রাখিবে। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ মুষ্টিগত ভস্ম মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে সেই স্থান সমুদ্রবৎ দৃষ্ট হয়। এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন।

ভল্লুকের অস্থিমধ্যগতটৈল গ্রহণ করিয়া সমস্ত অঙ্গসন্ধি লেপন করিবে। [illegible] একটী নারিকেলের উপর আঘাত করিলে সেই নারিকেল ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ অঙ্কুলীতৈল অঙ্গে মাখিয়া নারিকেলে আঘাত করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফুটিত হয়।

রবিবারে কৃষ্ণসর্প গ্রহণ করিয়া তাহার [illegible] কৃষ্ণমৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃষ্ণধুস্তূরবীজ বপন করিয়া ঐ মস্তক ভূমি[illegible] প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐরূপ মৎস্য মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্ব্বক [illegible] বীজ বপন করিয়া পৃথক্ স্থানে পুতিয়া রাখিবে। যৎকালে ঐ বীজ [illegible] বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তৎকালে সেই বৃক্ষের শাখা আনিয়া পৃথক্ [illegible]। সর্পমস্তকজাত বৃক্ষের শাখাতে মৎস্য মস্তকজাত বৃক্ষের শাখ[illegible] তাহা সর্প হয় এবং মৎস্য মস্তকজাত বৃক্ষের শাখাতে [illegible] শাখা স্পর্শ করাইলে তাহা মৎস্য হইয়া থাকে।

কৃষ্ণধুস্তূরের বীজ চূর্ণ করিয়া তাহা কোনক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এইরূপে একবিংশ [illegible] আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক [illegible] করিবে অনন্তর ঐ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া সেই ক্ষেত্রে দিবে। তৎ[illegible] সেই মৃত্তিকাতে ধান্য বপন করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। অনন্তর ঐ ধান্য আর্দ্র গর্দ্দভচর্ম্মে রাখিয়া একুশদিবস[illegible] কুক্কুটরক্ত সেচন করিবে, পরে অঙ্কুরিত হইলে ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ধান্য হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মে। ইহা অতি কৌতুকজনক কার্য্য।

সান্ধিদিনগুপরিমিত কালমধ্যে ফুলগাছ উৎপন্ন করিতে হইলে, নিম্নবিবৃত ঐন্দ্রজালিকপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবে।

প্রথমে এক মৃৎপাত্রমধ্যে কিঞ্চিৎ কুসুম্ভ (কুসুম্) পুষ্পের তৈল সঞ্চিত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি তুলসীর বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ তৈলে উত্তমরূপে সিক্ত করিবে। তদনন্তর ঐ পাত্রের মুখদেশ শরাবদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে অষ্ট দিবস প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐ অষ্টাহ অবসানে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া প্রদর্শনের কালে ঐ কুসুম্ পুষ্প তৈলার্দ্রতুলসী বীজপূর্ণপাত্র মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে সংগোপনে উত্তোলিত করিবে। পরে ইন্দ্রজালক্রীড়া প্রদর্শনস্থানে ঐ পাত্রস্থ তুলসীবীজ গ্রহণপূর্ব্বক কোন স্থানে মৃত্তিকাতে রোপিত করিবে। সার্দ্ধ-দ্বিদণ্ডমধ্যে নিশ্চিতই ঐ বীজ হইতে কতিপয় তুলসী বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ইহার কোন অন্যথা নাই।

সার্দ্ধদ্বিদণ্ডপরিমিত সময়মধ্যে একবারেই পল্লবমুকুল ও ফলসম্পন্ন আম্রবৃক্ষ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া, যাহা ভানুমতী ইন্দ্রজালগ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা নিম্নে সবিস্তারে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ স্নুহীবৃক্ষ অর্থাৎ মনসাগাছের দুগ্ধ (আটা) সঞ্চয় করিবে। পরে তাহাতে কতিপয় সুপক্ক আম্রের বীজ একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া একবিংশতিবারই বিশুষ্ক করিবে। এই কার্য্য অতি গুপ্তভাবে করা বিধেয়। অনন্তর ইন্দ্রজালক্রিয়া প্রদর্শন সময়ে ঐ মনসাসিজদুগ্ধে বিশুষ্ক আম্রবীজ গ্রহণ করিয়া দর্শকবর্গের সমক্ষে মৃত্তিকামধ্যে রোপিত করিবে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করিবে। সার্দ্ধদ্বিদণ্ড-কালের শেষে প্রশাখা, পত্র, পল্লব, মুকুল, ফল প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া সুন্দর আম্রতরু অবশ্য জন্মিবে।

করতলের উপরিভাগে প্রদীপ্ত অঙ্গার রাখিবার প্রকরণ—

এরণ্ডবৃক্ষের রসে ধুস্তুরবীজ, হরীতকীবীজ এবং ...কারকোরা একত্র করিয়া পেষণ করিবে। পরে ঐ পেষিত রস গোপনে করতলের উপরিভাগে উত্তমরূপে ম্রক্ষিত করিয়া রাখিবে। ইন্দ্রজালকৌতুক প্রদর্শনকালে ঐ করতলে প্রজ্বলিত অঙ্গারখণ্ড রাখিলে উহাতে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইবে না।

ভানুমতী ইন্দ্রজালমতে—

প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ছিরকা আহৃত করিয়া, তাহাতে সাম্ভরীলবণ, কতিলা নামক একবিধ গঁদ, অহিফেণ, ফটিকারি, পারদ ও কুক্কুটাণ্ডের খোসা—এই কতিপয় সামগ্রী একত্র সংপেষিত করিবে। অনন্তর গুপ্ত-রূপে ঐ পেষিত ছিরকা করতলের উপরিভাগে মর্দ্দিত করিবে। ইন্দ্র-জালকৌতুকপ্রদর্শনকালে ঐ হস্তে প্রদীপ্ত অগ্নি অথবা উজ্জ্বলিত অঙ্গার-খণ্ড রাখিলে, কদাপিও হস্ত দগ্ধ হইবে না।

সুবর্ণভেকের বসা, নিসাদল এবং পলাণ্ডুর রস সমান পরিমাণে একত্র করিয়া করতলের উপরিভাগে গোপনে মর্দ্দিত করিবে। পরে কৌতুক-প্রদর্শনসময়ে ঐ করতলের উপরে প্রদীপ্ত অঙ্গার বা অগ্নি রাখিলে, কদাপি হস্ত দগ্ধ হইবে না। ঐ হস্তস্থিত অগ্নির উপরে ধুনা অথবা ঘৃত আহুতি দিলে অনায়াসে হোম করিতে সমর্থ হইবে। ঐ সময়ে হোম করিবার কোন কোন মন্ত্রও পাঠ করিতে হইবে।

মালূর অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষের রসে জলৌকা একটি পেষিত করিয়া পূর্ব্বে করতলে লেপিত করিয়া রাখিবে। পরে ইন্দ্রজালকৌতুক প্রদর্শনকালে ঐ হস্তে অগ্নি বা জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপন করিলে, কদাপি হস্ত দগ্ধ হইবে না।

শলভ, ভ্রমর ও জলৌকা একত্র করিয়া পেষণপূর্ব্বক করতলে লেপ দিয়া রাখিবে। পরে ইন্দ্রজালকৌতুকপ্রদর্শনকালে ঐ হস্তে অগ্নি সংস্থা-পন করিলে হস্ত দগ্ধ হইবে না।

ভেকের মজ্জার সহিত চাকৈয়ের গুঁড়া একত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখিয়া রাখিবে। কৌতুকপ্রদর্শনকালে ঐ হস্তে অগ্নি প্রোজ্জ্বলিত করিলে হস্ত দগ্ধ হইবে না।

জলমধ্যে অগ্নিপ্রজ্বালন।

পূর্ব্বে ক্ষীরিকাবৃক্ষের দুগ্ধদ্বারা ভাবিত করিয়া বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পরে কৌতুক প্রদর্শনকালে সেই বর্ত্তিকা জলের মধ্যে প্রজ্ব-লিত করিলে, জ্বলিতে থাকিবে, কদাপি নির্ব্বাপিত হইবে না।

প্রকারান্তরে—

কিঞ্চিৎ কর্পূর দীপশিখায় প্রজ্বলিত করিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিবে, তাহা হইলে ঐ অগ্নি জলের উপরিভাগে ভাসমান থাকিয়া প্রদীপ্ত শিখার সহিত জ্বলিতে থাকিবে।

অন্ধকারময়গৃহ আলোকিতকরণপ্রক্রিয়া।

প্রথমতঃ লৌহনির্ম্মিত তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ গন্ধক রাখিয়া, তাহা অগ্নিমধ্যে ধরিয়া গলাইয়া লইবে। অনন্তর ঐ গন্ধকদ্রব গলিতাব-স্থায় থাকিতে থাকিতে উহার মধ্যে এক ছটাক অথবা অর্দ্ধছটাকপরি-মিত তাম্রচূর্ণ প্রদান করিবে। অন্ধকারময়গৃহের অভ্যন্তরে ইহা রাখিলে তৎক্ষণাৎ গৃহ আলোকময় হইয়া উঠিবে। পরন্তু ঐ গন্ধকদ্রব জ্বলিত অবস্থায় থাকিলে, উহাতে তাম্রচূর্ণ দিলে আলোক উৎপন্ন হইবে না।

অগ্নির সাহায্যব্যতিরেকে অন্নপাকপ্রণালী।

প্রথমে গুপ্তরূপে একটি হাঁড়িতে সদ্যোদগ্ধ গোড়া চূর্ণ অর্দ্ধসের রাখিবে। পরে তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে। এরূপ জল দিবে যাহাতে ঐ চূর্ণ স্ফীত হইয়া না ভাসিয়া জলের উপরে উঠে, অর্থাৎ জলে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। উহাতে চাউল নিক্ষেপ করিলেই অনতিবিলম্বেই ফুটিয়া ফুটিয়া অন্ন প্রস্তুত হইবে।

অন্ধকারময়গৃহের প্রাচীরে সর্পময় প্রদর্শনপ্রণালী।

শ্বেতআকন্দবৃক্ষের পত্র চূর্ণ করিয়া সর্পের রসে মর্দ্দিত করিবে, পরে শ্বেত আকন্দবৃক্ষের ফলের তুলার পলিতা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত উত্তমরূপে ম্রক্ষিত করিবে, ঐ পলিতা অন্ধকারময়গৃহে প্রজ্বালিত করিলে উহার জ্যোতিতে গৃহের প্রাচীর সর্পে পরিপূর্ণ দেখাইবে।

মণ্ডূক উৎপাদনপ্রকরণ।

নদীজাত শৈবাল উত্তমরূপে ভস্ম করিবে। পরে উহার সহিত মাহিষদধি একত্র মর্দ্দিত করিবে। সার্দ্ধসপ্তদণ্ডপরিমিতকালমধ্যেই ইহাতে ভেক জন্মিবে।

মীন উৎপাদনপ্রকরণ।

মৎস্যের ডিম্ব উহার পিত্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলেই তৎক্ষণাৎ মৎস্য উৎপাদিত হইবে।

দিনমানে নক্ষত্র অবলোকনপ্রণালী।

অগস্ত্যকুসুমের রসে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে, দিবসে নক্ষত্র দর্শন হয়।

জলে অগ্নিপ্রজ্জ্বালনপ্রণালী।

বহুকালের সঞ্চিত পঙ্কপূর্ণপুষ্করিণীতে অনেক জলোৎপাদক বাষ্প * থাকে। সেই বাষ্পদ্বারা একটী কলসী অথবা ঘটী পরিপূর্ণ করিতে হইবে। অর্থাৎ একটী কলসী বা ঘটী প্রথমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া, উহা ঐ জলের মধ্যেই উপুড় করিবে। পরে ঐ জলপূর্ণ উপুড়-করা কলসী বা ঘটী পুষ্করিণীর তলভাগে লইয়া গিয়া পঙ্কমধ্যে ক্রমাগত চাপিতে থাকিবে। তাহা হইলে ঐ কলসী বা ঘটীর মধ্যে জলোৎপাদক বাষ্প প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে এবং কলসী বা ঘটীস্থিত জলও বাষ্পের ভারে বহির্গত হইয়া যাইতে থাকিবে। কলসী বা ঘটীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল থাকিতে থাকিতে একখানি কটরা বা এক খণ্ড বসন ঐ কলসীর মুখে আচ্ছাদন করিবে, পরে দৃঢ়রূপে কটরা বা বস্ত্রের সহিত মুখবদ্ধ করিয়া কলসী উপরে তুলিয়া আনিবে। ঐ কটরা বা কাপড় কলসীর মুখ হইতে কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া একটী শলিতা জ্বালাইয়া কলসীর মধ্যে বাষ্পের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিবে। তাহা হইলে ঐ বাষ্প জলের উপরিভাগে জ্বলিয়া উঠিবে।

কাগজ, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্য উগ্রতেজঃসম্পন্ন মদিরায় উত্তমরূপে ভিজাইয়া লইবে। পরে ঐ কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উপরি ধারণ করিলে উহা জ্বলিতে থাকিবে, কিন্তু দগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ মদ্য অংশটুকু জ্বলিয়া যাইবে এবং কাগজ বস্ত্রাদি যাদৃশ তাদৃশই থাকিবে।

পক্ষির ডিম্বের অভ্যন্তরে শুভ্রবর্ণ আঠার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ আছে। উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে উত্তম ফটিকারির গুঁড়া মর্দ্দিত করিয়া লইবে; পরে ঐ বিমিশ্র দ্রব্য কোন বস্ত্রখণ্ডে ম্রক্ষিত করিয়া লবণাক্ত জলে আর্দ্র করিবে। অনন্তর ঐ বস্ত্রখণ্ড সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া লইয়া অগ্নির শিখার উপরি ধারণ করিলে, উহা কদাপি দগ্ধ হইবে না।

কণ্টকময় কাণ্টকারি আদি বৃক্ষ চর্ব্বণপ্রকরণ।

জম্বুপত্র চর্ব্বণ করিয়া উহার রস মুখের মধ্যে রাখিবে। উহাতে অনায়াসে কণ্টকময় কাণ্টকারি আদি বৃক্ষ চর্ব্বণ করা যাইতে পারিবে। কদাপিও মুখমধ্যে কণ্টকাদির আঘাত লাগিবে না।

কাচচর্ব্বণ।

কতিপয় খণ্ড পাতলা কাচ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আর্দ্রকের রসদ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়া লইবে। ঐ কাচখণ্ডসমূহ অনায়াসেই চর্ব্বণ করিতে পারিবে। মুখমধ্যে কোনরূপ আঘাত লাগিবে না।

করতলোপরি প্রদীপ্তসলিতার তৈলবিন্দুপাতন প্রক্রিয়া।

হস্তের তালুদেশে ও সমুদয় অঙ্গুলিতে কিঞ্চিৎ লবণ ও কিঞ্চিৎ জল একত্রে উত্তমরূপে মাখাইবে। পরে কোন ব্যক্তি একটী সলিতা তৈলাক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া ঐ লবণ ও জল ম্রক্ষিত করতলোপরি ধরিবে এবং ঐ প্রদীপ্ত সলিতার জ্বলন্ত তৈলবিন্দু করতলের উপরে পড়িতে থাকিবে। তাহা হইলে করতলভাগ কিছুমাত্রও দগ্ধ হইবে না। জ্বলন্ত তৈলবিন্দু পতনকালে দুই করতলভাগ দৃঢ়রূপে ঘর্ষণ করিতে থাকিবে।

স্পর্শমাত্র অগ্ন্যুৎপাদন।—একখণ্ড ফস্‌ফরসের সহিত একখণ্ড আইওডিন সংযুক্ত করিবামাত্র অগ্নি উৎপাদিত হয়।

প্রথমতঃ ক্লরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ চূর্ণ করিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত চিনি মিশাইবে, ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের উপর গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া দিবেক, তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

---

* "This air is found ready formed in marshes, ditches, and over the surface of putrid waters, in buryingplaces, in houses of office, and in situations where putrid animal and vegetable matters are accumulated; it may also be extracted from the waters of most rivers and lakes, especially those in which great quantities of fermenting and putrefying matters are thrown. Dr. *Franklin* says, that in warm countries, if the mud and the bottom of a pond be well stirred, and a lighted candle be brought immediatly after near the surface of the water, a flame will instantly spread a considerable way over the water, affording a very curious spectacle in the night time. Mr. *Cavallo* assures us, that it may be plentifully procured from most of the ponds round London: to do this, fill a wide-mouthed bottle with the water of the pond, and keep it inverted therein; then with a stick stir the mud at the bottom of the pond, just under the inverted bottle, so as to let the bubbles of air which proceed therefrom enter into the bottle: this air is inflammable. When, by thus stirring the mud in various places, and catching the air in the bottle, you have filled it, you must put a cork in the bottle whilst the mouth is under water, and you may then take it home to examine the contents at leisure. There are many instances recorded of a vapour issuing from the stomachs of dead persons, which took fire on the approach of a candle; and such air is probably often generated in the intestines of living animals. It is found in mines in such quantities as to produce the most dreadful effects. Being lighter than the common air, it always rises to the top of those places where it is generated, so that it cannot be confined, except in some vaulted place. By itself it is very noxious, and will instantly put an end to animal life; but when mixed with atmospherical air, may be breathed in much greater quantity than fixed air; its great inflammability in this state, however, renders it very dangerous to bring any lights int hose places where it abounds. It does not inflame, unless mixed with atmospherical or with vital air, for pure inflammable air extinguishes flame as effectually as fixed or phlogisticated air; the explosion is more violent and the flame more bril:—liant, when it is mixed with vital than with atmospherical air."

নির্ব্বাপিতবর্ত্তি প্রজ্বালন প্রক্রিয়া।—প্রথমতঃ একটী মোটা সলিতা-যুক্ত প্রজ্বলিত বাতি ফুঁদিয়া নির্ব্বাপিত করিয়া পরে ঐ বাতীর পলিতা রক্তবর্ণ থাকিতে থাকিতে উহার উপরে যে ধূমলবর্ণ বাষ্প উঠিবে, তাহার উপর নূতন প্রজ্বলিত একটী বাতী ধরিলে, উহা তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, অথবা অক্সিজেন্ বাষ্পের মধ্যে ঐ নির্ব্বাপিত পলিতাটী ধরিলেও তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিবে।

বায়ুর স্পর্শমাত্রেই অগ্নি উৎপন্ন করণ।—একভাগ চিনি এবং তিনভাগ ফট্‌কিরী একত্র মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য একটী প্রস্তর বা লৌহ নির্ম্মিত পাত্রের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে দিবে। যৎকালে ঐ পাত্রের অভ্যন্তর হইতে নীলবর্ণ শিখা বহির্গত হইবে, তৎকালে ঐ অগ্নি হইতে পাত্রটি তুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য বহির্গত করিয়া ফাকা জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া বায়ু লাগাইলে আপনি অগ্নি উৎপন্ন হইবে।

অগ্নি ব্যতীত কাগজ দগ্ধ করণ।—একখণ্ড কাগজে টার্পিণ তৈল উত্তমরূপে মাখাইয়া ক্লোরিন্ বাষ্পের মধ্যে ধরিবে, ধরিবামাত্রেই ঐ কাগজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে অনেক ধূমোদ্গত হইতে থাকিবে।

কাষ্ঠদ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন।—চীনদেশজাত বেত্র এক গাছা চিরিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ চেরা দুইখণ্ড বেতের চেরাদিক বল করিয়া ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপাদিত হইবে। দুইখণ্ড কাষ্ঠও এইরূপে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি বহির্গত হইয়া থাকে।

কাগজে বা কাপড়ে অগ্নি লাগিলেও পুড়িবে না, তাহার প্রক্রিয়া।—কুক্কুট হংসাদির ডিম্বের লালার সহিত ফট্‌কিরী প্রথমতঃ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে একখণ্ড কাগজে বা বস্ত্রে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য উত্তমরূপে মাখাইবে। পরে লবণের জলে ঐ কাগজ কিম্বা বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইবে। ঐ কাগজ বা বস্ত্র খণ্ড অগ্নিতে ধরিলে দগ্ধ হইবে না।

কেবল ফট্‌কিরী গাঢ় করিয়া জলে গুলিবে, সেই জলে একখণ্ড কাগজ পুনঃ পুনঃ ভিজাইবে এবং পুনঃ পুনঃ শুষ্ক করিবে। এইরূপে প্রস্তুত কাগজ, অগ্নিতে দিলে, দগ্ধ হইবে না।

কাগজের পাত্রে রন্ধন প্রণালী।—প্রথমতঃ কাগজদ্বারা ঠোঙার ন্যায় একটী পাত্র প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ পাত্রে খানিকটা পরিষ্কৃত তৈল ঢালিয়া তৈলদ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া প্রজ্বলিত উনানের উপরে বসাইবে। ঐ তৈলযুক্ত কাগজের পাত্রের তৈল ক্রমশঃ ফুটিতে থাকিলে, উহাতে বেগুন, কাঁচকলা ও শাক প্রভৃতি পাতলা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিলে ঐ বেগুন কাঁচকলা প্রভৃতি সামগ্রী ভাজা বা রন্ধন হইয়া আসিবে।

মুখের মধ্যে বিদ্যুতবৎ আলোক প্রকাশ করণ। রজনীযোগে কোন একটী অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে থাকিয়া ওষ্ঠ ও দন্তের মাড়ির মধ্যস্থলে এক খণ্ড দস্তা খুব মাড়ির সন্নিহিত করিয়া রাখিবে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের উপরে একখণ্ড গিনি রাখিবে। ঐ গিনিতে দস্তাটুকু স্পর্শ হইবামাত্র বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল ঈষৎ আলোক দৃষ্ট হইতে থাকিবে।

জিহ্বা বহির্গত করিয়া তাহার অগ্রভাগের উপরে একখণ্ড দস্তা ও নাসিকাবিবরের মধ্যে একখণ্ড রূপা রাখিবে। ঐ দস্তা ও রৌপ্য খণ্ড পরস্পর স্পর্শ করাইবা মাত্রই বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইবে।*

একটি কাচের লম্বা নল একটী বিড়ালের পৃষ্ঠে কোন অন্ধকারময় গৃহে ঘর্ষণ করিলে, উহা হইতে অগ্নির জ্যোতিঃ বা স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় এবং তাহার সহিত পট্ পট্ শব্দ হইতে থাকে।

সুগন্ধি বর্ত্তিকা।—হাল্কা কাষ্ঠের অঙ্গার ৪ চারি ভরি, সোরা ৩ তিন ভরি, কর্পূর ১ এক ভরি, তৈলস্ফটিক ১ এক ভরি, ফ্র্যাঙ্কিন্‌সেন্‌স্ ১ এক ভরি, কুন্দুরু ১ এক ভরি, চন্দরুষ দুই ভরি, লবান্ ২ দুই ভরি এবং ষ্টোরাক্স্ ২ দুই ভরি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ আল্‌কোহল মাখাইয়া গুণ্ডাকার বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিলে গৃহ সুগন্ধপূর্ণ হইবে।

জল হইতে হরিদ্বর্ণ আলোক প্রকাশ প্রণালী।—একটী কাঁচের গ্লাসে এক ছটাক জল ঢালিবে। পরে উহার মধ্যে দুই মটর পরিমাণে দুইখণ্ড ফস্‌ফরস্ ও তিনআনা ক্লোরেট্ অব্ পটাশ্ নিক্ষেপ করিবে। পরে একটী লম্বা ফুঁদেলে করিয়া ৫ পাঁচ বা ৬ ছয় ফোটা গন্ধকদ্রাবক গ্লাসের তলায় ঢালিয়া দিবে। ইহার পরেই অল্পকালের ভিতরেই জলের ভিতর হইতে অগ্নিশিখা উঠিতে থাকিবে। এই সময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফস্‌ফিউরেট্ অব্ লাইম্ গ্লাসের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ জলমধ্য হইতে হরিদ্বর্ণ আলোক উৎপন্ন হইবে।

সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিময় করণ প্রক্রিয়া।—৬ ছয় ভাগ অলিভ্ তৈলে একভাগ ফস্‌ফরস্ ভাবনা দিয়া কিছুকাল রাখিতে হইবে। এই মিশ্রিত দ্রব্য অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে কোন ব্যক্তির গাত্রে মাখাইয়া দিলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিময় দেখাইবে।

অগ্নিময় কূপ প্রদর্শন।—একটী কাঁচের গ্লাসে অর্দ্ধভাগ ফস্‌ফরস্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পাঁচভাগ জলে ফেলিবে, এবং তাহাতে উত্তম দানাদার দস্তা ও তিনভাগ তীব্র গন্ধকাম্ল মিশ্রিত করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে ঐ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বিম্বের আকারে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকিবে, ইহাতেই অগ্নিময় কূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জল মধ্যে অগ্নিময় বিম্ব উত্থিত করণ প্রণালী।—একটী কাঁচের পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে একফোটা ফস্‌ফরেট্ অব্ লাইম্ নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপ করিবামাত্রই ঐ জলের উপরে ফস্‌ফোরাটেড্ হাইড্রোজন বাষ্পের বিম্ব সমূহ উত্থিত হইবে। উহাতে বায়ু লাগিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

অগ্নিময় ঝর্ণা প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—একটী কাঁচের পাত্রে পাঁচ অথবা ছয় ঔন্‌স জল রাখিবে, তাহাতে এক আউন্স গন্ধকাম্ল ও গ্রানি-

* when a piece of silver. as a dollar. is placed on the tongue. and a piece of zinc under the tongue. and then their two edges made to touch each other. electricity will pass from the zinc to the silvr, of which the person will be sensible. not only by a peculiar metallic taste. but by the perception of a slight flash of fight, particularly if the eyes be closed.

উলেটেড্ জিঙ্ক এবং এক বা দুই খণ্ড ফস্ফরস্ অর্থাৎ দীপক নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে অল্পকালমধ্যে সমস্ত জলই অগ্নিবৎ দীপ্তিময় হইয়া স্বর্ণের ন্যায় দেখাইবে।

জলমধ্যে আগ্নেয়পর্ব্বত নির্ম্মাণ।—প্রথমতঃ বারুদ তিন ঔন্স, ফুল-গন্ধক তিন ঔন্স, ও সোরা তিন ঔন্স, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে একখানি পিষ্টবোর্ডের বা কাগজের একটি গোলাকার খোলের ভিতরে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য পূরিয়া ঐ খোলের মুখবদ্ধ করিয়া জলের ভিতরে নিক্ষেপ করিবে। যতক্ষণপর্য্যন্ত ঐ মিশ্রিত দ্রব্য ঐ খোলের মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহা জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকিবে

জলন্তবস্ত্রখণ্ড মস্তকের উপরে রাখার প্রক্রিয়া।—মস্তকে তৈল মাখিয়া ও কেশে ঘৃতকুমারীর আটা উত্তমরূপে মাখিয়া রাখিবে। পরে একখণ্ড সূতার বস্ত্র তৈলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিঙ্ড়াইয়া মস্তকের উপরে রাখিয়া জ্বালাইয়া দিবে। তাহা হইলে কেশ কদাপি দগ্ধ হইবে না।

জীবিত পক্ষিকে ঘৃতে ভাজিলে মরিবে না, তাহার প্রক্রিয়া। প্রথমে কৌটার বা পেরাকির ন্যায় ময়দার একটি থালি গড়িবে। তাহার ভিতরে একটি ছোট পক্ষীকে পূরিয়া রাখিবে। কিন্তু ঐ পক্ষীটী শ্বাস ফেলিয়া জীবিত থাকিতে পারে এমন চোঙের মতন করিয়া একটি গর্ত্ত ঐ থালীর উপরিভাগে করিয়া রাখিবে। পরে ঐ পক্ষিপূর্ণ ময়দার থালীর চতুষ্পার্শ্বে ঘৃতকুমারীর আঠা উত্তম করিয়া মাখাইয়া দিবে। পরে আর একটী ময়দার ঠুঙী প্রস্তুত করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে ঘৃত-কুমারীর আঠা মাখাইয়া দিবে এবং ঐ ঠুঙীটী ঐ পক্ষিপূর্ণ ময়দার থালীর চোঙের মতন ছিদ্রটী ব্যতীত, চতুর্দ্দিকে মুড়িয়া দিবে। পরে ঐ থালীর ঠুঙীতে একটি সূতা বাঁধিয়া উহা উত্তপ্ত ফুটন্ত ঘৃতের মধ্যে ফেলিয়া ঐ থালি সোজা করিয়া ধরিয়া থাকিবে। উহা কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হইলেই ঘৃত হইতে তুলিয়া ফেলিয়া উহা ভাঙিয়া দিলেই ঐ পক্ষীটী উড়িয়া যাইবে।

কাপড়ের উপরে খই কিম্বা মুড়ীভাজা।—একখানি ভুনাওয়ালাদের মত কুলা অর্থাৎ যাহার পশ্চাদ্দিক উচ্চ ও সম্মুখদিক খুব ফাঁক, এমন একখানি কুলায় মুড়ি কিম্বা খই গোপনে পূরিয়া রাখিবে। পরে কৌতুক প্রদর্শনকালে দুই ব্যক্তি একখণ্ড বস্ত্রের চারিখুঁট ধরিয়া কাপড়-খানি টানিয়া ধরিয়া বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইবে। পরে কৌতুকপ্রদর্শক ব্যক্তি ঐ খই বা মুড়িপূর্ণ কুলার মুখ আপনার সম্মুখ করিয়া দুই হাতে ধরিবে। পরে ঐ কুলাতে ধান্য দিতে থাকিয়া বস্ত্রের উপরে অল্প করিয়া ধান্য ঝাড়িয়া ফেলিতে থাকিবে এবং কুলার ভিতরের লুকায়িত খই বা মুড়ী ঐ সময়ে কৌশলক্রমে কাপড়ের উপরে ফেলিয়া দিতে থাকিবে। ঐ কাপড় অল্প অল্প নাড়িতে থাকিলেই মুড়ী বা খই ভাজা হইবে।

বস্ত্রের উপরে হোম করিবার প্রক্রিয়া।—কর্পূর ও রাখি একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিবে। তাহাতে একখণ্ড বস্ত্র সাতবার ভিজাইবে এবং সাতবার শুষ্ক করিয়া লইবে। ঐ বস্ত্র ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপরে হোম করিলে উহা দগ্ধ হইবে না।

করতলে অগ্নি রাখিলে দগ্ধ না হওয়নের প্রক্রিয়া।—ভেকের বসা ও কেঁচুয়া সমভাগে একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া করতলে মাখাইবে। ঐ করতলের উপরিভাগে অগ্নি রাখিলে উহা দগ্ধ হইবে না।

পারদ, সমুদ্রফেন ও কক্‌টাণ্ডের খোলা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখাইয়া অগ্নির উপরে ধরিলে উহা দগ্ধ হইবে না।

ঘৃতকুমারি ও ওল এক সঙ্গে পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিবে। সেই হস্তদ্বারা তপ্ত অঙ্গার বা তপ্ত লৌহ ধরিলে হস্ত দগ্ধ হয় না।

ঘৃতের সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিবে। সেই হস্তদ্বারা তপ্ত লৌহপিণ্ড ধরিলে, হস্ত দগ্ধ হয় না।

পেঁচক, ভেক ও মেষের বসাদ্বারা গাত্র লেপন করিলে, গাত্র দগ্ধ হয় না।

নিম্ববৃক্ষের ছাল ভেকের বসার সহিত পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি গাত্রে লেপ দেয়, সেই ব্যক্তি অগ্নিস্তম্ভন করিতে সমর্থ হয়।

গর্দ্দভের মূত্র, স্ত্রীপুষ্প ও বকের বসা একত্র পাক করিয়া গাত্রে লেপ দিবে। ইহাতে গাত্রে তপ্ত লৌহ সংযুক্ত করিলে গাত্র দগ্ধ হইবে না।

বিড়ালের হাড় ও বজ্রদগ্ধ কাষ্ঠ একত্র অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হইবে না।

ঘৃতকুমারী ও তৈল একত্র পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে, সেই হস্ত উত্তপ্ত লৌহের স্পর্শে দগ্ধ হয় না।

জলৌকা, শৈবালকুসুম ও আকনাদির মূল ভেকের বসার সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে, গাত্র দগ্ধ হয় না।

জোঁক, মেষের বসা ও ভেকের পিত্ত একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপ দিলে, অগ্নিতে অঙ্গ দগ্ধ হয় না।

নিম্বপত্র, এরণ্ডপত্র, বিল্বপত্র ও উদ্‌ভ্রান্তপত্র ভেকের বসার সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিয়া প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর দিয়া ভ্রমণ করিলে পাদতল দগ্ধ হইবে না।

যবক্ষ ভেকের বসাতে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিলে, গাত্রে তাপ লাগিবে না।

কৃকলাসের বাম হস্ত ও বাম পদ মোমদ্বারা বেষ্টন করিয়া মুখের মধ্যে রাখিলে, বহ্নি স্তম্ভন করিতে পারা যায়।

কৃকলাসের বাম হস্ত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পানপত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে, অগ্নি স্তম্ভন করিতে পারা যায়।

যে কাষ্ঠপাদুকায় বউল্যা নাই, তাহা পায়ে দিয়া চলিবার প্রক্রিয়া।—মন্দার (পালিতামাদার), অর্ক কিম্বা কোন অন্যবিধ কাষ্ঠের পাদুকা প্রস্তুত করিয়া বাবলার, আঠা (গোঁদ) অথবা লাসোড়া ফলের আঠা জলে অল্পপরিমাণে আর্দ্র করিয়া ঐ কাষ্ঠপাদুকা লেপিত করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। পরে দর্শকবর্গের কিঞ্চিৎ দূর হইতে পাদদ্বয় ধৌত করিয়া পাদতালু নামমাত্রে মুছিয়া ঐ কাষ্ঠপাদুকা পায়ে দিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে পাদতল হইতে কদাপি খুলিয়া যাইবে না।

লোমশাতন ক্রিয়া।—হরিতাল এক ভরি ও বাঁধারী চুণ ৫ পাঁচ ভরি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ দ্রব্য তপ্তজল দিয়া গুলিয়া প্রলেপ দিলে লোম উঠিয়া যাইবে।

হস্তে করিয়া মৌচাক ভাঙ্গিবার প্রক্রিয়া।—হস্ত মুখ আদিতে বাবুই-

তুলসীর রস মাখাইয়া এবং এক হস্তে একটী বাবুই তুলসীর ঝাড় ধরিয়া মৌচাকের নিকটে যাইলে, বাবুইতুলসীর গন্ধে সমস্ত মৌমাছী উড়িয়া পলাইবে, তাহা হইলে অনায়াসেই ঐ মধুচক্র ভগ্ন করা যাইবে।

বোতলের সরু মুখ দিয়া বোতলের ভিতরে ডিম্ব প্রবিষ্ট করাইবার প্রণালী।—সির্কাতে ডিম্ব ডুবাইয়া রাখিবে। কিছুকাল পরে ঐ ডিম্ব এত কোমল হইয়া আসিবে যে, তখন উহাকে অতি সহজেই একটি বোতলের মধ্যে বোতলের সরু মুখ দিয়া প্রবিষ্ট করান যাইবে। তাহাতে কদাপি ঐ ডিম্ব ভাঙ্গিয়া যাইবে না। ঐ বোতলের মধ্যে সমস্ত ডিম্বটি প্রবিষ্ট হইলে উহা পূর্ব্ববৎ আকার ধারণ করিবে।

বাবলাবৃক্ষের কণ্টকসম্বলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা চর্ব্বণের উপায়।—ঘলঘসাপুষ্পের গাছের পত্র চর্ব্বণ করিয়া বাবলাবৃক্ষের কণ্টকময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা অতি সহজেই চর্ব্বণ করা যায়। মুখে কোন আঘাত লাগে না।

কাচ চর্ব্বণ।—আমরুল শাক অথবা আদা চর্ব্বণ করিয়া ফরাশীস্ বা বিলাতী শ্বেতবর্ণ কাচের বোতলের গলাভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট অংশ অক্লেশেই চর্ব্বণ করা যায়।

জলে হস্ত রাখিলে হস্ত ভিজিবে না, তাহার প্রক্রিয়া।—প্রথমতঃ একটি গামলায় জল দিয়া তাহাতে একটি স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ফেলিয়া রাখিবে, পরে লাইকোপোডিয়ম্ নামক বৃক্ষের বীজ উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া গুলিয়া দিবে। পরে ঐ জলে হস্ত ডুবাইয়া ঐ স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা তুলিয়া আনিলে, হস্তে কিছুমাত্র জল লাগিবে না। পরে হস্ত ঝাড়িলে ঐ লাইকোপোডিয়মের সমস্ত গুঁড়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে। জলে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা বা অন্ত কোন দ্রব্য রাখিবার বা ধরিবার তাৎপর্য্য এই যে, লাইকোপোডিয়মের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা কোন দ্রব্যের সহিত সংস্পর্শ হইলে উহাতে জল-সংলগ্ন হইতে পারে না।

আজ্ঞাবহ জলপাত্র।—প্রথমতঃ একটী মৃত্তিকাময় ঘটের তলভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিবে এবং উহার গলদেশে একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিদ্র করিবে। পরে একটী বৃহৎ পাত্র জলপূর্ণ করিবে। সেই সেই জলপূর্ণ পাত্রে ঐ ঘটটি এমনরূপে ডুবাইতে হইবে, যাহাতে ঐ ঘটের গলদেশ জলের বহির্ভাগে জাগিয়া থাকিতে পারে। পরে ঐ ঘটের ভিতরে কিঞ্চিৎ গোময় গুলিয়া উহার মুখ একখানি সরাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এঁটেলা মৃত্তিকাদ্বারা দৃঢ়রূপে এমন করিয়া আঁটিয়া দিবে, যেন উহার মধ্যে কদাপি বায়ু না প্রবিষ্ট হইতে পারে। পরে ঐ ঘটের গলদেশের ছিদ্র অঙ্গুলীদ্বারা বদ্ধ করিয়া উহাকে ঐ জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্র হইতে উত্তোলিত করিলে, ঐ ঘটের তলভাগের সকল ছিদ্র পথ দিয়া জল কদাপি পতিত হইবে না। আর ঐ ঘটের গলদেশের ছিদ্র হইতে অঙ্গুলি খুলিয়া দিলেই উহার তলদেশের ছিদ্র সকল দিয়া জলধারা পতিত হইতে থাকিবে। আবার উহার গলার ছিদ্রে অঙ্গুলি দিয়া বদ্ধ করিলে, উহার তলের ছিদ্র সকল দিয়া জল পড়িবে না ও অঙ্গুলি খুলিয়া লইলে জল পড়িবে। এইরূপ ইচ্ছাক্রমে পুনঃ পুনঃ করিলে পর পুনঃ পুনঃ জল বদ্ধ ও পতিত হইতে থাকিবে।

সদ্যঃস্ফুটিত পক্ষিশাবকের পক্ষে লিপিপ্রকাশ করণ।—একটি খলে নিসাদল, ভেলা ও ছিরকা সমভাগে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক কালী তৈয়ার করিবে। কোন পক্ষির অণ্ডের খোলার উপরে ঐ কালীদ্বারা একটী নূতন লেখনী বা তুলিকা দিয়া কোন লিপি লিখিয়া রাখিবে। পরে ঐ ডিম্ব নিয়মিত সময়ে প্রস্ফুটিত হইলে শাবকের পক্ষে ঐ লিপি অতি পরিষ্কৃতরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ঐন্দ্রজালিক অণ্ড।—প্রথমতঃ একটি কাচের পাত্রে ৮ আটভাগ জল দিবে, পরে তাহাতে পাতলা ডাইলিউটেড্ মিউরিয়েটিক্ এসিড্ লবণায় একভাগ গুলিয়া দিবে তাহাতে হংস প্রভৃতি কোন পক্ষীর একটি ডিম্ব ফেলিয়া দিবে। ঐ অণ্ডটি ডুবিয়া যাইলে কিঞ্চিৎকাল পরে কার্ব্বণিক এসিড্গ্যাসের বিম্ব উঠিতে থাকিয়া ঐ ডিম্বের সমস্ত খোসা আচ্ছাদিত করিলে, উহা ভাসিয়া উঠিবে। ঐ ডিম্বের কিয়দংশ ঐ এসিড্ময় জল হইতে জাগিয়া থাকিয়া ক্রমাগত আস্তে আস্তে ঘুরিতে থাকিবে। ঐ ডিম্বের যত ভাগ এসিড্পূর্ণ জলে মগ্ন থাকিবে, তত ভাগের নিম্নদিকে বিম্ব জন্মাইতে থাকিবে এবং উপর অপেক্ষা নিম্নদিকে হাল্কা হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ডিম্বের উর্দ্ধদিক উণ্টাইয়া নিম্নে না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা অনবরত ঘুরিতে থাকিবে।

তাড়িতাকর্ষণ। একখণ্ড কাচ, তৈলস্ফটিক (Amber) অথবা গালা অর্থাৎ লাবাতী শুষ্ক হস্তে, ফ্লানেলে, রেশমে, কিম্বা লোমে ঘর্ষণ করিয়া টুকরা কাগজ, তৃণ, কেশ, পালক, সূত্র বা অন্য কোন ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থের নিকটে ধরিলে তৃণ-আদি ঐ সকল পদার্থ ঐ কাচ, তৈলস্ফটিক বা গালাতে আকৃষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ সংলগ্ন হইয়া থাকিবে।

টুর্ম্মালিন, স্ফটিক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর বা মণি অগ্নিদ্বারা কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিলে, উহা ঐরূপ তৃণ প্রভৃতি লঘু পদার্থ আকর্ষণ করে। *

একটা মৃত ভেকের শিরা ও নাড়ীতে একখণ্ড দস্তা ও রূপা স্পর্শ করাইলে, ঐ শিরা ও নাড়ী চলিয়া বেড়াইবে।

ভ্রমণকারী অণ্ড।—একটি রাজহংসের ডিম্ব ছিদ্র করিয়া, তাহার অভ্যন্তরভাগের হরিদ্রাবর্ণ কুসুম ও শ্বেতবর্ণ দ্রব্যটুকু নিক্ষেপ করিয়া, তাহার মধ্যে একটি চর্ম্মচটিকা বা কলাবাদুড় প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে; এবং ঐ ডিম্বের ছিদ্রের উপরের খোলাখানি আচ্ছাদন করিয়া শিরিশ দিয়া উত্তমরূপে আঁটিয়া দিবে। ঐ ডিম্বের ভিতরের জন্তুটি বহির্গত হইবার জন্ত ছট্‌পট্ করিলে ঐ ডিম্বটি গড়াগড়ি দিতে থাকিবে। এই কৌতুক রাত্রিযোগে করা কর্ত্তব্য।

ভৃঙ্গরাজ ও কদলীমূল ভেকের বসার সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিলে, অগ্নির উপরে ভ্রমণ করিতে পারা যায়।

---

* If a piece of glass, amber, or sealing wax be rubbed with the dry hand, or with flannel, silk, or fur and then held near small light bodies, such as straws, hairs, or threads, these bodies will fly towards the glass, amber, or wax, thus rubbed, and for a moment will adhere to them. The substances having this power of attraction, are called *electrics,* and the agency by which this power is exerted is called *electricity.* Some bodies, such as certain crystals, exert the same power when heated, and others become electric by pressure.

শ্বেতগুঞ্জার রসদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া অগ্নির মধ্যে ভ্রমণ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না।

জলশূক ও গরুর রোম ভেকের বসায় পেষণ করিয়া বস্ত্রে লেপন করিবে। ঐ বস্ত্র অগ্নির উপরে ধরিলে দগ্ধ হইবে না।

শিরীষপত্রের রস ও এরণ্ডপত্রের রস সমভাগে একত্র পাক করিয়া মস্তকে লেপন করিবে এবং এক খণ্ড কম্বল নরতৈলে সিক্ত করিয়া মস্তকের উপরে স্থাপন করিবে। তৎপরে ঐ কম্বলের উপরে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে ইহাতে মস্তক দগ্ধ হইবে না।

একটি সূত্র তিলতৈলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা একটি কাংস্যপাত্র বাঁধিয়া ঝুলাইয়া, তাহার নিম্নে অগ্নি জ্বালিবে এবং ঐ পাত্রমধ্যে দুগ্ধ ও তণ্ডুল দিয়া পায়স পাক করিবে। ইহাতে ঐ সূত্র দগ্ধ হইবে না।

বকপুষ্পের নির্য্যাস ও মহিষীর দুগ্ধ একত্র পান করিয়া মহিষীদুগ্ধজাত নবনীত ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে কদাপি জলমধ্যে বা অগ্নিতে অবসন্ন হইতে হয় না।

মরিচচূর্ণ ও পিপ্পলীচূর্ণ চর্ব্বণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার চর্ব্বণ করিলে মুখ দগ্ধ হয় না।

শ্বেতগুঞ্জার মূল অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরে তণ্ডুল দিয়া পাক করিলে এক মাসেও উহা পাক হইয়া অন্ন প্রস্তুত হইবে না।

তুলসীকাষ্ঠ বা শাল্মলীকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া গর্দ্দভের মূত্রদ্বারা সিঞ্চনপূর্ব্বক অঙ্গার প্রস্তুত করিবে। ঐ অঙ্গারদ্বারা পুনর্ব্বার অগ্নি জ্বালিলে তাহাতে কোন দ্রব্যই পাক করা যায় না।

শূকরের দুগ্ধ সূত্রে লেপন করিবে ও সেই সূত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত নির্ম্মিত করিবে। ঐ যজ্ঞোপবীত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে উহা কদাপি দগ্ধ হইবে না।

কোন একটি পাত্রস্থ অদৃশ্য মুদ্রাকে প্রদর্শন করিবার প্রণালী।—কোন একটি পাত্রের মধ্যে একটা টাকা রাখিয়া ঐ পাত্রকে এমত স্থানে রাখিতে হইবে যে, তন্মধ্যস্থিত ঐ টাকাটীকে সেই স্থান হইতে কেহ দেখিতে না পায়, পরে ঐ টাকা দেখিতে বা দেখাইতে হইলে, ঐ পাত্রটিকে জলদ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ অদৃশ্য টাকাটীকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ডিম্বের নৃত্য।—প্রথমে একটি ডিম্বকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া, তাহার একদিকের কিঞ্চিৎ খোলা খুলিবে, পরে কিঞ্চিৎ পারদ গ্রহণ করিয়া একটি হংসপুচ্ছমধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। পরে ঐ ডিম্বে ঐ হাঁসের পালকটি পূরিয়া দিবে; এবং তৎক্ষণাৎ এই উভয়ের মুখ গালাদ্বারা বদ্ধ করিয়া দিবে। ঐ ডিম্ব যতক্ষণ পর্য্যন্ত তপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ উহা নৃত্য করিবে।

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি।—লৌহচূর্ণ ও নির্ম্মল গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে। একটি অর্দ্ধহস্তপরিমিত গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ চূর্ণ অর্দ্ধসের লইয়া তাহার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর ছয় কিম্বা আট ঘণ্টার পর ঐ স্থান কম্পিত এবং স্ফীত হইতে থাকিবে। ইহাতে কৃত্রিম ভূমিকম্প হইবে। পরে ক্রমশঃ ঐ স্থান হইতে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় ধূম ও অগ্নিশিখা উত্থিত হইবে। ঐ মৃত্তিকা গুণ্ডাকার হইয়া উচ্চে উত্থিত হইলে কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি হইবে।

কৃত্রিম বিদ্যুৎ প্রস্তুত প্রকরণ।—একটি টিনের নির্ম্মিত নল আনয়ন করিবে। তাহার একটি মুখ প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং নলটির গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিবে। পরে ঐ নলটির অভ্যন্তরভাগ ধূনদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। পরে ঐ নলটি একটী প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উপরে ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিলেই ঐ নল হইতে অনবরত বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিঃপুঞ্জ নিঃসৃত হইতে থাকিবে।

নানাপ্রকার গুপ্তলিপির প্রকরণ।—দুগ্ধ, নেবু কিম্বা পলাণ্ডুর রসে লেখনীদ্বারা লিখিতব্য বিষয় শুভ্রবর্ণ কাগজে পূর্ব্বে লিখিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে। তৎকালে ঐ লিপি অদৃশ্য থাকিবে। পরে পাঠ করিবার ইচ্ছা হইলে ঐ লিখিত কাগজে অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিলে, ইহার অক্ষরগুলি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে অনায়াসেই ঐ লিপি পাঠ করা যাইবে।

অন্যপ্রকার।—একটি বা অনেকগুলি মাজুফল ভগ্ন করিয়া একদণ্ড ধরিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে শুকাইয়া লইলে অক্ষর অদৃশ্য হইবে। পরে পাঠ করিবার ইচ্ছা হইলে কিঞ্চিৎ তুঁতিয়াভিজা জল ঐ কাগজের লিপির উপর প্রদান করিলে, অনায়াসেই উহা পাঠ করা যাইবে।

অন্যপ্রকার।—সদ্যচূণের গোলা করিয়া নূতন লেখনীদ্বারা উত্তম কাগজে লিখিয়া শুষ্ক করিবে। পরে বস্ত্রদ্বারা ঐ লিপি ঘর্ষণ করিলে অক্ষর সকল দৃশ্য হইবে না। পাঠ করিবার ইচ্ছা হইলে ঐ কাগজ জলমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলে উত্তম শ্বেতবর্ণ লিপি দৃশ্য হইবে।

অন্যপ্রকার।—কোন মোটা কাগজে গোঁদভিজান জলদ্বারা লিখিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ কাগজের লিপি ভূষা কালীদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল মাখাইয়া দিবে। পশ্চাৎ উহার উপরে জল প্রক্ষেপ করিলে, ঐ সকল অক্ষর উত্তম শ্বেতবর্ণ দেখা যাইবে এবং সমস্ত কাগজ উত্তম কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাইবে।

রক্তবর্ণ পুষ্পকে শ্বেতবর্ণকরণ।—কিঞ্চিৎ গন্ধকচূর্ণ করিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে ধূম উত্থিত হইতে থাকিবে। ঐ ধূমে গোলাপ ও করবী প্রভৃতি রক্তবর্ণ পুষ্প ধরিলে উহা শ্বেতবর্ণ হইবে। পুনর্ব্বার ঐ পুষ্পকে রক্তবর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে জলের মধ্যে কিঞ্চিৎকাল উহা রাখিলেই পূর্ব্ববৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে।

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়পর্ব্বত।—উত্তম চূর্ণগন্ধক দুই সের ও সূক্ষ্ম ইস্পাৎচূর্ণ দুই সের উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা আঠার ন্যায় করিবে। পরে একহস্ত গভীর একটি গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে উহা পুতিয়া রাখিবে। দশ বা বার ঘণ্টার মধ্যেই ভূমিকম্প হইবে। যদি বায়ু উত্তপ্ত থাকে, তবে ভূমি স্ফীত ও বিদীর্ণ হইয়া অগ্নিশিখা উদ্গত হইতে থাকিবে। পরে ঐ গর্ত্তের মুখ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া তন্মধ্য হইতে পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ধূলীরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতেই কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন করা যায়।

ডিম্বের সন্তরণ।—লবণদ্রাবক জলে মিশাইয়া একটি কাচময়পাত্রে রাখিবে। পরে উহাতে একটি ডিম্ব ছাড়িয়া দিবে। কিঞ্চিৎকাল পরেই বুদ্বুদের সহিত ঐ ডিম্বটি ভাসিয়া উঠিবে, ঘুরিতে থাকিবে ও জলে গড়াইয়া বেড়াইবে।

ডিম্বের নৃত্য, অন্যপ্রকার।—ডিম্বের গাত্রে একটি সুক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ভিতরের লালা প্রভৃতি পদার্থ সকল বহির্গত করিয়া ফেলিবে। পরে ঐ ডিম্বের খোলার ভিতরে অল্পপরিমাণে গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া দিয়া ছিদ্রটি মোমদ্বারা বন্ধ করিবে। দুই চারি পলের মধ্যেই ঐ ডিম্ব নড়িতে থাকিবে।

বরফসহকারে অগ্ন্যুৎপাদন।—নির্ম্মল লবণহীন ও বায়ুবুদ্বুদরহিত একখণ্ড বরফ দূরবীক্ষণ বা আতসী কাচের মত আকারে কাটিয়া লইয়া উহা সূর্য্যকিরণে ধরিবে। পরে উহার প্রতিবিম্ব বারুদের উপরে কিঞ্চিৎকাল একভাবে পাতিত করিলেই ঐ বারুদ দগ্ধ হইয়া যাইবে।

কাচের গ্লাসদ্বারা শিলা উত্তোলন প্রক্রিয়া।—একখানি সরল প্রস্তরফলকের উপর ময়দার কাই করিয়া রাখিবে। পরে প্রজ্জলিত দীপশিখার উপর একটি গ্লাস উপুড় করিয়া ধরিয়া থাকিবে। গ্লাসের অভ্যান্তরভাগ উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইলে সত্বর উহা উপুড় করিয়া ঐ প্রস্তরের উপরিস্থ ময়দার কাইয়ের তালে চাপিয়া বসাইবে। কিন্তু এরূপ সতর্কতার সহিত ঐ গ্লাস বসাইতে হইবে যে, অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ বায়ু বহির্গত বা বহির্ভাগস্থ শীতল বায়ু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে না পারে। ঐ গ্লাস শীতল হইয়া আসিলে, উহা পাথর আটকাইয়া ধরিবে। গ্লাস উত্তোলন করিলে কদাপি প্রস্তর নিপতিত হইবে না। ভূতুড়ি ওয়ারা এই প্রণালীদ্বারা ঝারী ধরিয়া শিলা উঠাইয়া থাকে।

একটি বোতলে বাঁখারীচুণ চারিভরী ও নিশাদল একভরী রাখিবে। তাহার মধ্যে পুষ্প ঝুলাইয়া রাখিলে, পুষ্পের বর্ণ অন্যপ্রকার হইবে।

পক্ষীর পালকে চুণ ও নিশাদলের বাষ্প লাগিলে উহার ভিন্নরূপ বর্ণ হইয়া যায়।

এই সকল শাস্ত্র যে পূর্ব্বকালে সকল প্রদেশেই প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এই ইন্দ্রজালাদি শাস্ত্রের ফল প্রত্যাশা না থাকে তাহা হইলে সর্ব্বপ্রদেশে এই শাস্ত্রের আদর থাকিত না। ইংলণ্ডপ্রদেশে আইন বিরুদ্ধ হওয়াতে এই সকল শাস্ত্র চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত বিরল হইয়াছে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ যে এই ইন্দ্রজাল শাস্ত্রের সমাদর করিতেন তাহা পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থে এবং বিশেষরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত মেঃ শিবিলীসাহেবের জ্যোতিষ পুস্তক হইতে ভূতপ্রেতাদির বিবরণ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ যাহা লিখিত আছে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকটিত করিলাম ইতি।

"In the simple operations of nature many wonderful things are wrought which upon a Superficial view appears impossible, or else to be the work of the devil. These certainly ought to be considered in a far different light from magical performances, and should be classed among the surprising phænomena of nature. Thus lamps or torches made of serpent's skins and compounded of the fat and spirit of vipers, when lighted in the dark room, will bring the Similitude of sankes or serpents writhing and twisting upon the walls. So oil componnded of grapes being put into a lamp and lighted, will make the room appear to be full of grapes, though in reality it is nothing more than the idea or Similitude.—The same thing is to be done with all the plants and flowers throughout the vegetable system, by means of a chemical analysis, whereby a simple spirit is produced, which will represent the herb or flower from which it is extracted, in full bloom. And as the process is easy, simple ; pleasing, and curious, I will here state it in such a manner as might enable any person to put it in practice at pleasure.

Take any whole herb, or flower, with its root, make it very clean, and bruise it in a stone mortar quite small ; then put it into a glass vessel hermetically sealed ; but be sure the vessel be two parts in three empty. Then place it for putrefaction in a gentle heat in balneo not more than blood warm, for six months, by which it will be all resolved into water. Take this water, and pour it into a glass retort, and place a receiver thereunto, the joints of which must be well closed ; distil it in a sand heat until there comes forth a water and an oil ; and in the upper part of the vessel will hang a volatile salt. Separate the oil from the water, keep it by itself, but with the water purify the volatile salt by dissolving, filtering, and coagulating. When the salt is thus purified, imbibe with it the said oil. until it is well combined. Then digest them well together for a month in a vessel hermetically sealed ; and by this means will be obtained a most subtil essence, which being held over a gentle heat of a candle, the spirit will fly up into the glass where it is confined, and represent the perfect idea or similitude of that vegetable whereof it is the essence ; and in this manner will that thin susbtance, which is like impalpable ashes or salt, send forth from the bottom of the glass the manifest form of whatever herb it is the *menstruum* in per-fect vegetation, growing by little and little and putting on so fully the form of stalks, leaves, and flowers in full and perfect appearance, that any one would believe the same to be natural and corporeal ; though at the same time it is nothing more than the spiritual idea endued with spiritual essence. This shadowed figure as soon as the vessel is taken from the heat or candle, returns to its *caput mortuum*, or ashes again, and vanishes away like an apparition becoming a chaos or confused matter.

To make a vegetable more quickly yield its spirit, take of what vegetable you please, whether it be the seed, flowers, roots, fruit, or leaves, cut or bruise them small, put them into warm water, put upon them yeast or barm, and cover them of warm, and let them work three days, in the same manner as beer, then distil them, and they will yield their spirit very easily. Or else take of what herbs, flowers, seeds, &c. you please, fill the head of a still therewith, then cover the mouth with coarse canvas, and set on the still, having first put into it a proportionable quantity of sack or low wine, then give it fire, and it will quickly yield its spirit ; but observe, that if the colour of the vegetable is wanted, you must take some of its dried flowers, and fill the nose of the still therewith, and you will have the exact colour of the herb.

☞ To elucidate this process with better effect, I have subjoined a plate of the laboratory, where a person is in the act of producing these flowery apparitions, in which fig. I. represents a stone pestle and

mortar, wherein the herbs, &c. are to be brueised before they are placed for putrefaction. Fig. 2,2, are glass vessels hermeticolly sealed containing the bruised herbs for putrefaction. Fig. 3. an empty glass retort. Fig. 4. a retort filled with the essence of an herb, and put into a sand heat for distillation. Fig. 5. a glass receivr joined ther etort, to receive the oil and spirit. Fig. 6. a stool on which rests the receiver. Fig. 7. the furance made with different conveniences either for sand heat, or balnee. Fig. 8. the furnace holes wherein the fire is placed. Fig. 9. a table whereon are placed the glass vessels hermetically sealed. Fig. 10. a vessel containing the representation or similitude of a pink in full bloom. Fig. 11. the representation of a sprig of rosemary. Fig. 12. the representation of a sprig of balm. Fig. 13. a candlestick with a candle lighted for the purpose of heating the spirit. Fig. 14. a chemist in the act of holding the glass vessel over the lighted candle, whereby, Fig. 15. represents the idea of a rose in full bloom.

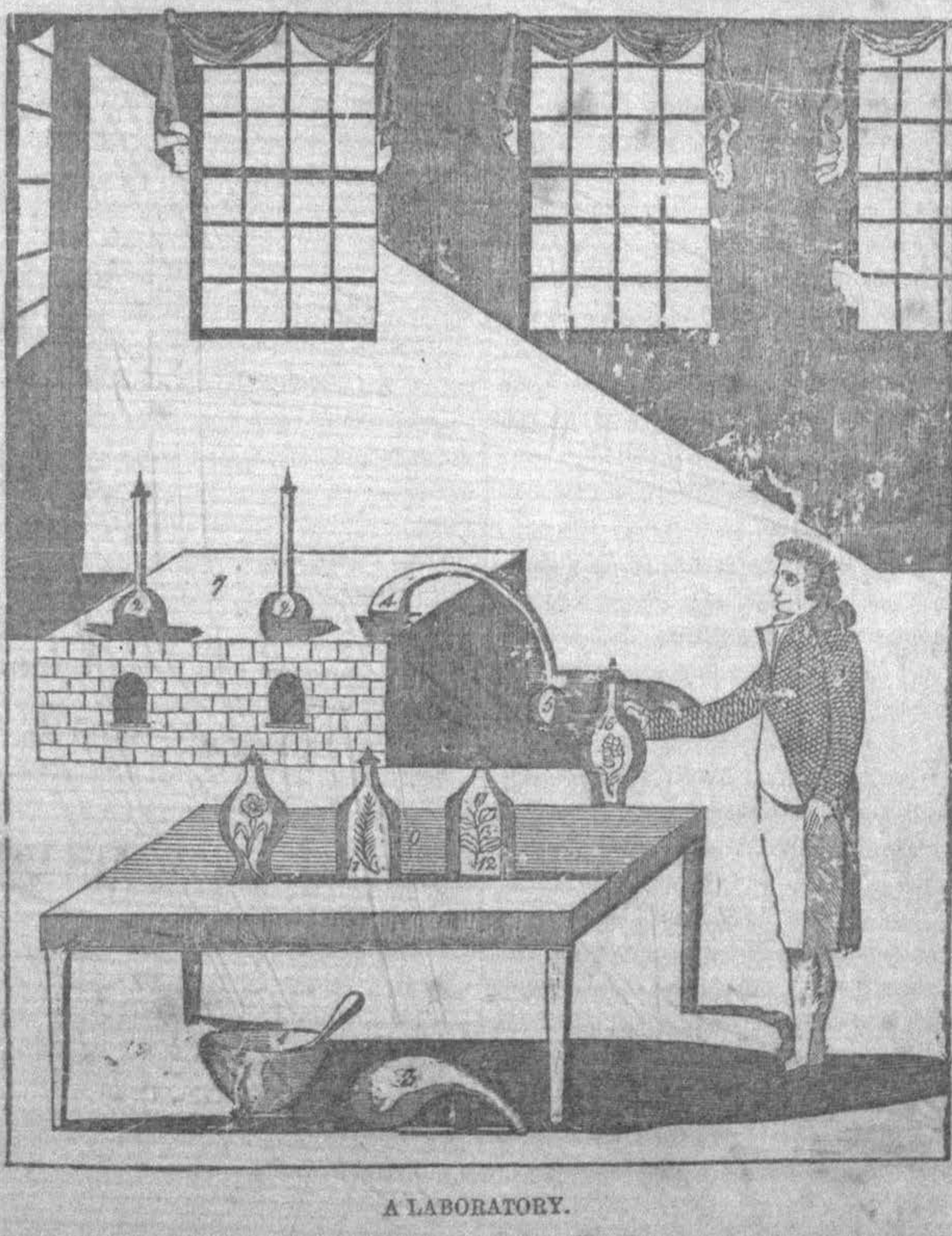

A LABORATORY.

Now this effect, though very surprising, will not appear so much a subject of our astonishment, if we do but consider the wonderful power of sympathy, which exists throughout the whole system of nature, where everything is excited to beget or love its like, and is drawn after it, as loadstone draws iron ; 'the male after the female ; the evil after the evil ; the good after the good ; which is also seen in wicked men and their pursuits, and in birds and beasts of prey ; where the lamb delights not with the lion ; nor the sheep in the society of the wolf ; neither doth men, whose mind sare totally depraved and estranged from God, care to adopt the opposite qualities, which are virtuous, innocent, and just. Without contemplating these principles, we should think it incredible that the grunting or wheeking of a little pig or the sight of a simple sheep, should terrify a mighty elephant ? and yet by that means the Romans put to flight *Pyrrhus* and all his host. One would hardly suppose that the crowing of a cock or the sight of his comb, should abash a puissant lion ; but experience has proved the truth of it to all the world. Who would imagine that a poisonous serpent could not live under the shade of an ash tree ; or that some men, neither deficient in courage, strength, or constitution, should not be able to endure the sight of a cat ? and yet these things are seen and known to be so, by frequent observation and experience. The friendly intercourse betwixt a fox and a serpent is almost incredible ; and how fond and loving the lizard is to man, we read in every treatise on natural history ; which is not far, if any thing behind the fidelity of a spaniel, and many other species of dogs, whose sagacity and attention to their master is celebrated in an infinite variety of well-founded, though incredible stories. The amity betwixt a castrel and a pigeon, is remarked by many authors ; particularly how furiously the castrel will defend a pigeon from the sparrow-hawk, and other inimical birds. In the vegetable system the operation and virtue of herbs is at once a subject of admiration and gratitude, and which it were almost endless to repeat. There is among them such natural accord and discord, that some will prosper more luxuriantly in another's company ; while some, again, will droop and die away, being planted near each other. The lily and the rose rejoice by each other's side ; whilst the flag and the fern abhor one another, and will not live together, the cucumber loveth water, but hateth oil ; and fruits will neither ripen nor grow in aspect that are inimical to them. In stones likewise, in minerals, and in earth or mould, the same sympathies and antipathies are preserved. Animated nature, in every clime, in every corner of the globe, is also pregnant with similar qualities ; and that in a most wonderful and admirable degree. Thus we find that one particular bone take out of a carp's head, will stop an hemorrhage of blood, when no other part or thing in the same creature hath any similar effect. The bone also in a hare's foot instantly mitigates the most excruciating tortures of the cramp ; yet no other bone nor part of that animal can do the like. I might also recite infinite properties with whih it has pleased God to endue the form and body of men which are no less worthy of admiration, and fit for this place had we but limits to recount them. Indeed I don't know a much more remarkable thing, (were it as rare as it is now shamefully prevalent) or that would more puzzle our senses, than the effects of intoxication, by which we see a man so totally overthrown that not a single part or member of his body can perform its function or office, and his understanding, memory, and judgment so arrested or depraved, that in every thing, except the shape, he becomes a very beast ! But we find, from observation, that however important, however wonderful, how inexplicable or miraculous soever any thing may be ; yet if it is common or familiar to our senses the wonder ceases, and our enquiries end. And hence it is, that we look not with half the admiration upon the sun, moon, and stars, that we do upon the mechanism of a globe, which does but counterfeit their order, and is a mere bauble, the work of men's hands !——

পদব্রজে নদীপার হওন, শূন্যমার্গে ভ্রমণ, অন্তর্দ্ধানহওন, অত্যাহার করণ, দেববৎ কার্য্যকরণ, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকথন প্রভৃতি নানাবিধ অদ্ভুত ক্রিয়া সকল দত্তাত্রেয়, কামরত্ন, সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুট, উড্ডীশ প্রভৃতি তন্ত্রে বিবৃত আছে, দৃষ্টিমাত্রেই বিদিত হওয়া যাইবে।

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয় নামক মাসিকপত্রিকায় ইন্দ্রজাল সমাপ্ত।

শিবসংহিতা।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যং। যদ্ভেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব ॥ ১ ॥

এই জগতে একমাত্র জ্ঞানই নিত্য পদার্থ, উহার আদি বা অন্ত নাই, জ্ঞানব্যতীত আর কোন পদার্থই সত্য নহে। তবে যে সংসারে বিভিন্ন প্রকার বস্তু দেখা যায়, উহা কেবল ইন্দ্রিয়োপাধিদ্বারা প্রতীতি হইয়া থাকে, বাস্তবিক উহা ভিন্ন নহে, ঐ উপাধির অপগম হইলে কেবল জ্ঞানমাত্রই প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয়োপাধিদ্বারা নানাপ্রকার জ্ঞান হয় বলিয়াই বিভিন্ন পদার্থরূপে বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং সকল পদার্থই জ্ঞানের প্রভেদমাত্র ॥ ১ ॥

অথ ভক্তানুরক্তোহি বক্তি যোগানুশাসনং।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানা মাত্মমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা বিবাদশীলানাং মতং দুর্জ্ঞানহেতুকং।
আত্মজ্ঞানায় ভূতানামনন্যগতিচেতসাং ॥ ৩ ॥

অনন্তর ভক্তবৃন্দের অনুরক্ত সর্ব্বপ্রাণীর মুক্তিপ্রদ ভগবান্ শিব পরস্পর বিবদমান অজ্ঞানীদিগের অজ্ঞানের কারণীভূত মত খণ্ডন করিয়া অনন্যাসক্তচিত্ত ভক্তগণের আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যোগের অনুশাসন কহিতেছেন। যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু ভক্তগণ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যোগোপদেশ করিতেছেন ॥ ২—৩ ॥

সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথা পরে।
ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব সমমার্জ্জবং ॥ ৪ ॥

কেহ কেহ সত্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন কেবল সত্যাবলম্বনেই লোকের জ্ঞানোদয় হইয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে, অপর বাদীরা বলেন তপস্যাচরণ ও শৌচাচারই প্রধান। অন্যান্য মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন, ক্ষমা, শান্তি ও সরলতা এই সকলই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ক্ষমা প্রভৃতিদ্বারা মানবগণ পরিত্রাণ পাইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্ম তথা পরে।
কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমং ॥ ৫ ॥

অপর বাদীরা দানের, কেহ বা তর্পণাদি পিতৃকৃত্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন, অন্যান্য বাদীরা স্বর্গসাধনীভূত কর্ম্মকে এবং অন্য সম্প্রদায়ীরা বৈরাগ্যকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া প্রশংসা করেন ॥ ৫ ॥

কেচিদ্গৃহস্থকর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ ॥৬॥

কোন কোন মতবাদীরা বলেন যে, গ্রহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম আচরণ করিলেই জ্ঞানলাভ হয়, ঐ কর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। অপর বাদীরা বলেন, অগ্নিষ্টোমাদি যাগই মুক্তিধামের সোপান, অতএব ঐ যজ্ঞই সর্ব্ব কর্ম্মের প্রধান ॥ ৬ ॥

মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনং।
এবং বহূনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে ॥ ৭ ॥

অন্য সম্প্রদায়ীরা বলেন যে, মন্ত্রযোগই প্রশংসনীয়, আর কেহ কেহ কেবল তীর্থসেবাকে উত্তম কল্প বলিয়া স্বীকার করেন। এই প্রকারে নানা সম্প্রদায়ে নানাপ্রকারে বহুবিধ উপায়কে মুক্তি লাভের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এবং ব্যবসিতা লোকে কৃত্যাকৃত্যবিদোজনাঃ (১)।
ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তাঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানাবাদীরা নানাপ্রকারে বৈধাবৈধ কর্ম্মবিদ ব্যক্তিরা পাপকর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ বৈধকর্ম্মই শুভজনক, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াও মোহে পতিত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

এতন্মতাবলম্বী যো লব্ধ্বা দুরিতপুণ্যকে।
ভ্রমতীত্যবশঃ সোত্র জন্মমৃত্যুপরম্পরাং ॥ ৯ ।

যাহারা কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া কেবল কর্ম্ম করিতে থাকে, তাঁহারা কর্ম্মের ফলস্বরূপ পুণ্য ও পাপ লাভকরে এবং ঐ পুণ্য ও পাপের শুভাশুভ ফললাভের নিমিত্ত জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সংসারে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

অন্যৈর্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈর্গুপ্তালোকনতৎপরৈঃ।
আত্মানো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা ॥১০॥

অপরাপর সুবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বপর্য্যালোচনাতৎপর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে অনেক প্রকার বলিয়া নিশ্চয় করেন, তাহরা বলেন আত্মা এক নহেন, তিনি নিত্য হইলেও বহুরূপে বিদ্যমান আছেন ॥ ১০ ॥

(১) কৃত্যাকৃত্য কর্ম্মবিৎ শব্দে বৈধাবৈধ কর্ম্মজ্ঞ বলা যায়। অর্থাৎ এই কর্ম্মে পাপ হয়, এই কর্ম্মে পুণ্য হয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া পাপ কর্ম্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পুণ্যকর্ম্মের সমাচরণ করিয়া থাকেন।

যদ্বৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তদন্যন্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যান্য বাদীরা বলেন, যাহা যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই। লোকে যে স্বর্গাদি স্বীকার করে, তাহা কোথায় আছে? উহা প্রকৃতপক্ষে অলীক। এইরূপে প্রত্যক্ষ বাদীরা আপন আপন বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

জ্ঞানপ্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপূরুষৌ ॥ ১২ ॥

অপরাপর সম্প্রদায়ীরা কেবল জ্ঞানমাত্র স্বীকার করেন, অন্যান্য মতাবলম্বীরা শূন্যকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানেন, অপর কোন কোন ব্যক্তিরা প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাংঙ্মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতং ॥ ১৩ ॥
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথা পরে।
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ স্বযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ ॥ ১৪ ॥

যাহারা পরমার্থতত্ত্বপরাঙ্মুখ অত্যন্ত ভেদবুদ্ধির বশবর্ত্তী, তাহারা কেবল আপনাদিগের বুদ্ধিবিবেচনানুসারে বিচার করিয়া এই জগৎকে নিরীশ্বর বলে, অর্থাৎ এই জগতের স্থষ্টিকর্ত্তা অলৌকিক ক্ষমতাশালী ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। অপর আস্তিক ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অস্থায়িত্বে কাতর হইয়া বিবিধ সদ্‌যুক্তি ও নানাপ্রকার ভেদ বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন ॥ ১৩—১৪ ॥

এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতাহ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ ॥১৫॥
এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিবিধ মতাবলম্বী অনেক লোক আছে এবং শাস্ত্রেও সংজ্ঞাভেদে নানাপ্রকার মত দেখা যায়, ইহাতে জ্ঞানিগণেরও চিত্তে ব্যামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পরস্পর বিবাদশীল সম্প্রদায়ীদিগের মত বর্ণন করিতে আমি শক্ত নহি। ঐ সকল মত মুক্তির বিরোধী, যাহারা ঐ সকল মতের অনুমোদন করে, তাহারা নিরন্তর এই সংসারে মোহের বশীভূত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, কোনরূপে তাহারা মুক্তিপদ পাইতে পারে না ॥ ১৫—১৬ ॥

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা ॥ ১৭ ॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই যোগশাস্ত্রোক্ত মতই সুনিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং যোগশাস্ত্রোদিত মত আশ্রয় করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাইতে পারে ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ যাতে সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতং।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতং ॥১৮॥

একমাত্র যোগসাধন করিতে পারিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং যোগসাধনই পরমাত্ম জ্ঞানলাভের কারণ, অতএব অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত মতে কোন প্রয়োজন নাই, কেবল যোগশাস্ত্রোদিত মতে বিশ্বাস করিয়া যোগাভ্যাসে পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য, তাহাতেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে ॥ ১৮ ॥

যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতং।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যে চ মহাত্মনে ॥ ১৯ ॥

আমরা যে সকল যোগশাস্ত্র বলিয়াছি, তাহা অতি গোপনীয়, সাধারণের নিকট যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিবে না, ত্রিভুবনমধ্যে যাহারা যোগশাস্ত্রের একান্ত অনুরক্ত ও মহাত্মা তাহাদিগকে এই শাস্ত্র প্রদান করিবে ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতিভেদো দ্বিধামতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদোজ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥

বেদে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দ্বিবিধ মতই উক্ত আছে, আর এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়ই সগুণ নির্গুণভেদে দ্বিবিধ ॥ ২০ ॥

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আবার দ্বৈবিধ্য আছে, যথা—বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও নিষেধপূর্ব্বক কর্ম্ম। অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম্ম অবশ্য করিবে এবং কতকগুলি কর্ম্ম বর্জন করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে বিধিপূর্ব্বক ও নিষেধপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মকাণ্ড উক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবৃত হইতেছে। গোবধ ব্রহ্মবধাদি নিষিদ্ধকর্ম্ম করিলে পাপ হয়, অতএব তাহা করিবে না এবং দান আদি বৈধকর্ম্মে পুণ্য সঞ্চার হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে। কারণ গোবধাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে নরকভোগ হয়, নরক ভোগান্তে পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে এবং এই জন্মেও আবার দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত হইয়া নরক যাতনা ভোগ করে। কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ঐ পুণ্যফলে স্বর্গলোকে বাস করিয়া দেবতাদিগের সহিত সুখভোগ করে, পরে ঐ ভোগাবসান হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সদনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই মুক্তি হইতে পারে ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধোবিধিকুটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যে কৃতেঽকিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলং॥২৩॥

বৈধকর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম্ম করিলে কোন পুণ্য জন্মে না, কিন্তু না করিলে পাপ জন্মিয়া থাকে, আর নৈমি-

ত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিলে পুণ্যসঞ্চার হয় এবং সেই পুণ্যবলে ফলভোগ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

দ্বিবিধস্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গঃ নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

কাম্যকর্ম্মও নিষিদ্ধ বৈধভেদে দ্বিবিধ দেখা যায় এবং ঐ দ্বিবিধকর্ম্মের ফলও দুই প্রকার হইয়া থাকে। নিষিদ্ধকর্ম্ম করিলে নরকভোগ হয় এবং বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন স্বর্গপ্রাপ্তিতে নানাপ্রকার সুখভোগ হয়, সেইরূপ নরকেও নানাপ্রকার ক্লেশভোগ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পুণ্যকর্ম্মনি বৈ স্বর্গং নরকং পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৫ ॥

স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত পুণ্যকর্ম্ম এবং নরকভোগের কারণীভূত পাপকর্ম্ম, এই উভয় কর্ম্মই জীবের বন্ধনের নিমিত্ত জানিবে। জীব ঐ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করে, তাহাতেই ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, নচেৎ সৃষ্টিরক্ষার অন্য উপায় নাই ॥ ২৫ ॥

জন্তুভিশ্চানুভূয়ন্তে স্বর্গে নানাসুখানি চ।
নানাবিধানি দুঃখানি নরকে দুঃসহানি বৈ ॥ ২৬ ॥

যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা যাহাতে সংসারবন্ধনের ছেদন হয়, ঐরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সুতরাং মুক্তিকামীরা কাম্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া নিয়ত যোগাভ্যাসে রত থাকেন, তাহাতেই তাহাদিগের সংসারবন্ধনের ছেদ হইয়া থাকে। আর যাহারা ভোগাভিলাষী, তাহারা ক্লেশকর পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সুখভোগের নিদানস্বরূপ পুণ্যকর্ম্ম করিতে থাকে। স্বর্গে অসূয়াদি কোনরূপ দোষ সম্পর্ক নাই, সুতরাং স্বর্গবাসে নিরন্তর সুখই হয় এবং নরকে অসূয়াদি নানাবিধ দোষ আছে, অতএব নরকভোগে অসংখ্য দুঃখ ভোগই হয় ॥ ২৬ ॥

পাপকর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশং ॥ ২৭ ॥

কেবল পাপকর্ম্ম করিলে মানবের অনন্ত দুঃখভোগ হয়, আর পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নিরন্তর অশেষবিধ সুখভোগ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ভোগাভিলাষী সংসারী ব্যক্তিরা নিরন্তর পুণ্যোপার্জ্জনে যত্ন করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

পাপভোগাবসানে তু পুনর্জ্জন্ম ভবেদ্ধ্রুব।
পুণ্যভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৮ ॥

জীবের পাপভোগের অবসান হইলে কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম হয়, এইরূপ পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গভোগাদির পরেও পুরুষের জন্ম হইয়া থাকে। এই প্রকারে পুণ্য পাপের ফল ভোগার্থ জীবের জন্ম নিবৃত্তি হয় না ॥ ২৮ ॥

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

কেবল নরকই দুঃখভোগের স্থান এমত নহে, স্বর্গভোগকালেও পরস্ত্রীদর্শনাদি অসৎকার্য্য করিলে দুঃখভোগাদি হইতে পারে, অতএব এই জগৎ সমস্তই দুঃখময়, তাহতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৯ ॥

তৎকর্ম্ম কল্পকৈঃ প্রোক্তং পুণ্যপাপমিতি দ্বিধা।
পুণ্যপাপময়োবন্ধো দেহিনাং ভবতি ক্রমঃ ॥ ৩০ ॥

পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম এই উভয়ই দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে। যাহারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন, পুণ্য ও পাপ এই উভয়ই জীবের দেহধারণের প্রতি বন্ধন, এই বন্ধনেই জীবের দেহধারণ হয় ॥ ৩০ ॥

ইহামুত্রফলদ্বেষী সফলং কর্ম্ম সংত্যজেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকং সংজ্ঞং ত্যক্ত্বা যোগে প্রবর্ত্ততে ॥৩১॥

যাহারা ইহকালে বা পরকালে কেবল কর্ম্মফলের অভিলাষ করে না, তাঁহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, ফলদ্বেষী ব্যক্তিরা কি পাপকর্ম্ম কি পুণ্যকর্ম্ম কোন কর্ম্মেই তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না, তাহারা নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন ॥ ৩১ ॥

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধা যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥

সুবুদ্ধি যোগীব্যক্তিরা উক্তরূপে কর্ম্ম কাণ্ডের মাহাত্ম্য জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। পরন্তু যোগীব্যক্তির পক্ষে পুণ্য পাপ উভয় সমান, সুতরাং তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনে রত থাকেন ॥ ৩২ ॥

আত্মা বারে তু দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যেত্যাদিকা শ্রুতিঃ।
সা সেব্যা তু প্রযত্নেন মুক্তিদা হেতুদায়িনী ॥ ৩৩ ॥

"আত্মাই দৃষ্টব্য ও শ্রোতব্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিবে এবং আত্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে" এই শ্রুতিবাক্যই লোকের মুক্তিপ্রদ ও মুক্তির হেতু। যোগিগণ যত্নপূর্ব্বক উক্ত শ্রুতিবাক্যের সেবা করিয়াথাকেন ॥৩৩॥

দুরিতেষু চ পুণ্যেষু যোধীর্বৃত্তিং প্রচোদয়াৎ।
সোঽহং প্রবর্ত্ততে মত্তো জগৎ সর্ব্বং চরাচরং ॥
সর্ব্বঞ্চ দৃশ্যতে মত্তঃ সর্ব্বঞ্চ ময়ি লীয়তে।
নতদ্ভিন্নোঽহমস্মিন্নোমদ্ভিন্নোন তু কিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥

যিনি পুণ্য ও পাপ এই উভয়েই সমানরূপে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনিই আত্মা এবং সেই আত্মাই আমি। যাহাদিগের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে তাহার "আমি ও আত্মা" এইরূপ বিভিন্ন বোধ থাকে না, বাস্তবিক সোঽহজ্ঞানীর যিনি আত্মা তিনিই আমি, আমা হইতেই

চরাচর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, আমাতেই অখিলব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে এবং আমাতেই সকল লয় পায়, যেহেতু আত্মাভিন্ন কোন বস্তুই নাই এবং আমিও সেই আত্মাভিন্ন নহি ॥ ৩৪ ॥

জলপূর্ণেষ্বসংখ্যেষু সরাবেষু যথা ভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং তদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে।
উপাধিষু সরাবেষু যা সংখ্যা বর্ত্ততে পরং।
রবৌ ভবতি সা সংখ্যা যথা চাত্মনি যা তথা ॥ ৩৫ ॥

যেমন জলপূর্ণ বহু সরাবে কোন এক পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই পদার্থ অনেক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পদার্থের কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না, সেইরূপ আত্মা অনেক বলিয়া প্রতীতি হয়, বাস্তবিক সরাবস্থ জলে যেমন উপাধিগত ভেদে সূর্য্যাদির অনেকত্ব বোধ হয়, সেইরূপ উপাধিভেদবশতই আত্মার বহুত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

যথৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্নে নানাবিধতয়েষ্যতে ॥
জাগরেপি অথাপ্যেকস্তথৈব বহুধা জগৎ ॥ ৩৬ ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থায় এক বস্তু নানাপ্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু জাগ্রদবস্থাতে সেই বস্তু এক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ যাহারা মায়ারূপ নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তাহারা জগৎকে নানা বলিয়া জ্ঞান করে॥৩৬॥

সর্পবুদ্ধির্যথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদ্বেদমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রজ্জুজ্ঞানাদ্যথা সর্পো মিথ্যারূপো নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলে পূর্ব্বে যে সর্প ভ্রান্তি হইয়াছিল, সেই জ্ঞান নিবৃত্তি পায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে মিথ্যাভূত এই বিশ্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

রৌপ্যভ্রান্তিরিয়ং যাতি শুক্তিজ্ঞানাৎ যথা খলু।
জগদ্ভ্রান্তিরিয়ং যাতি চাত্মজ্ঞানাৎ সদা তথা ॥ ৩৯ ॥

যেমন যথার্থ শুক্তিজ্ঞান হইলে রৌপ্য ভ্রান্তি দূরীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে জগতের ভ্রান্তি অপসারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যথা বংশোরগভ্রান্তি র্ভবেদ্ভেকবসাঞ্জনাৎ।
তথা জগদিদং ভ্রান্তিরভ্যাসকল্পনাঞ্জনাৎ ॥ ৪০ ॥

যেমন মণ্ডূকের তৈলে অঞ্জনপাত করিয়া সেই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে বংশদণ্ডে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ কল্পনার অভ্যাসরূপ অঞ্জনে আত্মাতে জগতের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

আত্মজ্ঞানাদ্যথা নাস্তি রজ্জুজ্ঞানাদ্ভুজঙ্গমঃ।
যথা দোষবশাৎ শুক্লঃ পীতো ভবতি নান্যথা।
অজ্ঞানদোষাদাত্মাপি জগদ্ভবতি দুস্ত্যজং ॥ ৪১ ॥

যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলে সর্প ভ্রান্তির বিলোপ হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্তি পায়। যেমন পিত্তরোগবিশিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুতে দোষ জন্মিলে শুক্লবর্ণ বস্তুকে পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কোন রূপেও এই বোধের অন্যথা হয় না, সেইরূপ অজ্ঞান দোষে দূষিত ব্যক্তির আত্মাতে জগৎ বোধ হয়, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের এই ভ্রান্তি কখনও নিবৃত্তি পায় না ॥ ৪১ ॥

দোষনাশে যথা শুক্লো গৃহ্যতে রোগিণা স্বয়ং।
মুগ্ধজ্ঞানাত্তথাজ্ঞাননাশাদাত্মতয়া ক্রিয়া ॥ ৪২ ॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত পিত্তরোগীর দোষ বিনষ্ট হইলে তাহার আর ভ্রান্তি থাকে না, তখন সে শুক্লবর্ণ বস্ত্রকে শুক্লবর্ণই দেখিতে পায়, সেইরূপ মনুষ্যের অজ্ঞান বিনাশ পাইলে আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কালত্রয়েপি ন যথা রজ্জুঃ সর্পো ভবেদিতি।
তথাত্মা ন ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতোনিরঞ্জনঃ ॥ ৪৩ ॥

যেমন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি থাকে না, অর্থাৎ সর্ব্বকালে কাহারও ভ্রম থাকিতে পারে না, সেইরূপ ত্রিগুণাতীত নিরঞ্জন পরমাত্মার জ্ঞান হইলে জগৎ আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না ॥ ৪৩ ॥

আগমাঽপায়িনোঽনিত্যা নাশ্যত্বাদীশ্বরাদয়ঃ।
আত্মবোধেন কেনাপি শাস্ত্রাদেতদ্বিনিশ্চিতং ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, জন্ম মৃত্যু যান ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেরও বিনাশ আছে, সুতরাং তাঁহারাও নিত্য নহেন ॥ ৪৪ ॥

যথা বাতবশাৎ সিন্ধাবুৎপন্নাঃ ফেণবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ ৪৫ ॥

যেমন প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রের ফেণ ও বুদ্বুদ সকল ক্ষণকাল মধ্যে বিলয় পায়, সেইরূপ এই সংসারও পরমাত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মজ্ঞানবলে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৫ ॥

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা ত্রিধাদিভেদোয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি ॥ ৪৬ ॥

সংসারে ও, পরমাত্মাতে কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরমাত্মাই সর্ব্বময় বলিয়া বোধ হইবে। তবে যে একরূপ, দুইরূপ ও তিনরূপ ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃত ভেদ নহে লোকের ভ্রান্তিবশতই ঐ প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। এই ভ্রান্তি দূরীভূত হইলে যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন আর উক্তরূপ ভেদবুদ্ধি থাকে না ॥ ৪৬ ॥

যত্তু তৎ বস্তু ভাবাং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৪৭ ॥

এই জগতে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে আর যাহা হইবে এবং মূর্ত্তিমান্ ও অমূর্ত্ত সমুদায় পদার্থ ই একমাত্র পরমাত্মাতে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, বাস্তবিক জগতে পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই ॥ ৪৭ ॥

কল্পকৈঃ কল্পিতা বিদ্যা মিথ্যাজাতা মৃষাত্মিকা।
এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মায়া নিজেই মিথ্যা, ঐ মায়া অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে, এই জগৎ সমুদায়ই উক্ত মায়ার কার্য্য এবং কল্পনামাত্র। সুতরাং সেই মায়াকল্পিত জগৎও মিথ্যা, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। মিথ্যাভূত মায়া যে জগতের মূল, সেই জগৎ যে মিথ্যা হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। বাস্তবিক মায়াবলেই অলীক জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হয় ॥ ৪৮ ॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

একমাত্র চৈতন্য হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত জড়ীভূত এই জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সকলের কারণস্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিবে ॥ ৪৯ ॥

ঘটস্থাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ ॥ ৫০ ॥

যেমন ঘটের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আকাশ অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ জগতে যাবতীয় পদার্থের অন্তরে ও বহির্ভাগে সর্ব্বদা পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব সর্ব্বত্রই আত্মার বিদ্যমানতা নিশ্চয় করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চসু।
অসংলগ্ন স্তথাত্মাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা ॥ ৫১ ॥

আমরা দেখিতে পাই, আকাশ সর্ব্বদাই পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতে সংলগ্ন রহিয়াছে, বাস্তবিক আকাশ কিছুতেই সংলগ্ন নহে। যেমন আকাশ সকল পদার্থে অসংলগ্ন, সেইরূপ পরমাত্মাকেও সকল পদার্থে অসংলগ্ন বলিয়া স্থির করিবে ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বরাদি জগৎ সর্ব্বমাত্মব্যাপ্যং সমন্ততঃ।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণো দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঈশ্বর এবং জগতের অন্যান্য পদার্থ সমুদায়ই আত্মার ব্যাপ্য, অতএব সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পূর্ণ আত্মাই সকল পদার্থের ব্যাপক, অর্থাৎ আত্মা না আছেন এমন স্থান কুত্রাপিও নাই ॥ ৫২ ॥

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশোযতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপকঃ ॥ ৫৩ ॥

যেহেতু আত্মার প্রকাশক কেহ নাই, তিনি স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অতএবই তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলা যায়। আর যেহেতু আত্মা স্বপ্রকাশমান অতএব তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥৫৩॥

পরিচ্ছেদোযতোনাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণোভবেৎ কিল ॥ ৫৪ ॥

যেহেতু দেশ, কাল ও স্বরূপাদিদ্বারা আত্মার পরিচ্ছেদ হয় না, অর্থাৎ আত্মা এখানে আছেন, এখানে নাই, একালে আছেন, অন্যকালে নাই এবং তিনি এইরূপ কি এইরূপ নহে, ইত্যাদিরূপে বিবেচিত হয়েন না, অতএব পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ ॥ ৫৪ ॥

যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্ব্যাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যস্তন্নাশো ন ভবেৎ খলু ॥ ৫৫ ॥

মিথ্যাভূত পৃথিব্যাদি যেমন সততই বিনাশ পাইতেছে। যেহেতু আত্মার সেইরূপ বিনাশ নাই, অতএব আত্মাকে নিত্য বলিয়া জানিবে। আত্মার যে বিশ্বরূপ উপাধি আছে, তাহারই নাশ হয় বটে, কিন্তু আত্মস্বরূপের কখনও নাশ হয় না ॥ ৫৫ ॥

তস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ যস্মাদেকোঽস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যোমিথ্যা স্যাদাত্মা সত্যো ভবেত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

যেহেতু আত্মাভিন্ন জগতে আর কোন বস্তুই নাই, অতএব একমাত্র আত্মাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, আর যেহেতু আত্মাভিন্ন সমুদায় পদার্থই মিথ্যা এই নিমিত্ত একমাত্র আত্মাই সত্য ॥ ৫৬ ॥

অবিদ্যাভূতসংসারে দুঃখনাশং সুখং ষতঃ।
জ্ঞানাদত্যন্তশূন্যং স্যাৎ তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখং ॥ ৫৭ ॥

এই অবিদ্যাসম্ভূত সংসারে যাহাকে প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দুঃখ একেবারে বিনাশ পায় এবং অনন্তসুখের উৎপত্তি হয় আর যাহার জ্ঞান হইলে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, অতএব আত্মাই অখণ্ড সুখস্বরূপ ॥ ৫৭ ॥

যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণং।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনং ॥৫৮॥

যেহেতু নিখিল জগতের কারণস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হইলেই সকল অজ্ঞান সমূলে বিনাশ পায়, অতএব আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই আত্ম জ্ঞানই নিত্য ॥ ৫৮ ॥

কালতোবিবিধং বিশ্বং যদা চৈব ভবেদিদং।
তদেকোঽস্তি স এবাত্মা কল্পনা পথবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯ ॥

কালস্বরূপ আত্মা হইতেই যখন বিবিধ কার্য্যসমষ্টি সমুৎপন্ন হইয়া এই অনন্তবিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, তখন সর্ব্বকল্পনাবিহীন আত্মাই সত্য ॥ ৫৯ ॥

ন খং বায়ুর্নচাগ্নিশ্চ ন জলং পৃথিবী ন চ।
নৈতৎ কার্য্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল ॥৬০॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত এবং উক্ত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পদার্থ সকল ও ঈশ্বরাদি ইঁহারা কেহই পূর্ণ নহেন, একমাত্র আত্মাই পূর্ণ ॥ ৬০ ॥

বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ।
যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে আত্মা বৈ তদ্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬১ ॥

আকাশাদি বাহ্যপদার্থমাত্রই কালে বিনাশ পায়, কেবল আত্মার বিনাশ হয় না। উক্ত আত্মা বাক্যাতীত, অর্থাৎ কোনরূপ বাক্যে আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না এবং তিনি দ্বৈতরহিত ॥ ৬১ ॥

আত্মানমাত্মনো যোগী পশ্যত্যাত্মনি নিশ্চিতং।
সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী ত্যক্তমিথ্যা ভবগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, মিথ্যাভূত সংসার পরিগ্রহে যাহাদিগের অনুরাগমাত্রও নাই, সেই সকল যোগী ব্যক্তিরা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যোগীব্যক্তিদিগের চিত্তে স্বতই আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায় ॥ ৬২ ॥

আত্মনাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট্বানন্তং সুখাত্মকং।
বিস্মৃত্য বিশ্বং রমতে সমাধেস্তীব্রতস্তথা ॥ ৬৩ ॥

যোগীব্যক্তিরা সমাধিপ্রভাবে অনন্তসুখময় আত্মাকে স্বয়ং দর্শন করিয়া সংসারে অলীকসুখ সকল বিস্মৃত হইয়া কেবল আত্মজ্ঞানসুখেই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাহাতেই তাহাদিগের অপরিসীম সন্তোষলাভ হয় ॥ ৬৩ ॥

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়াপরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু ॥ ৬৪ ॥

মায়াই এই অনন্তসংসার উৎপাদনকরেন, মায়াব্যতিরেকে কিছুতেই সংসারের উৎপত্তি হয় না। যখন যোগিগণের সমাধিপ্রভাবে সেই বিশ্বজননী মায়ার বিনাশ হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ যোগিদিগের চিত্তে সংসারভ্রান্তি থাকেনা॥ ৬৪ ॥

হেয়ং সর্ব্বমিদং যস্য মায়াবিলসিতং যতঃ।
ততো ন প্রীতিবিষয়স্তনুবিত্তসুখাত্মকঃ ॥ ৬৫ ॥

যেহেতু এই জগৎ মায়ার কার্য্য, অতএবই যোগিগণ ইহা পরিত্যাগ করেন, সুতরাং ঐহিকসুখসাধন শরীর ও ধন যোগীজনের প্রীতিকর হয় না, অর্থাৎ যোগীজনের চিত্ত ধনাদিতে অনুরক্ত হয় না ॥ ৬৫ ॥

অরিমিত্র উদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ। ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ। প্রিয়াপ্রিয়াদি-ভেদস্তু বস্তুষু নিয়তস্ফুটং ॥ ৬৬ ॥

এই সংসার শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিনপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ কেহ এই সংসারকে শত্রুবৎ জ্ঞান করে, কেহ বা মিত্রতুল্য ভাবে এবং কোন কোন ব্যক্তি সংসারে উদাসীন থাকে, অর্থাৎ সংসারের সুখ দুঃখে লিপ্ত হয় না। এইরূপ ব্যবহারই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন স্থলেও ইহার অন্যথা দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায় যে, কেহ সংসারকে প্রিয় ও কেহ অপ্রিয়ভাবে এবং অপরব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই জ্ঞান করে না ॥ ৬৬ ॥

আত্মোপাধি বশাদেবং ভবেৎ পুত্রাদি নান্যথা। মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্তিতঃ। অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ৬৭ ॥

এক আত্মাই উপাধিভেদে কখন পিতা, কখন পুত্র এবং কখন পৌত্র সংজ্ঞা লাভ করেন, ইহার অন্যথা নাই। যোগিগণ শ্রুতিযুক্তি অনুসারে এই সংসারকে মায়ার কার্য্য জানিয়া অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা সংসার লয় করিয়া সর্ব্বব্যাপ্ত পূর্ণ আত্মাকেই দর্শন করেন ॥৬৭ ॥

নিখিলোপাধিবিজিতো যদা ভবতি পুরুষঃ।
তদা বিবক্ষতেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৬৮ ॥

যখন যোগীজন সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিহীন হয়, অর্থাৎ নামরূপাদিকে অযথা বলিয়া জানে, তখনই অখণ্ডজ্ঞানময় নিরঞ্জন ব্রহ্মলাভ করে ॥ ৬৮ ॥

সোঽকাময়তঃ পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজা স্বয়ং।
অবিদ্যাভাসতে যস্মাৎ তস্মান্মিথ্যা স্বভাবিনী ॥ ৬৯ ॥

শ্রুতিবাক্যপ্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা স্বয়ং আপন ইচ্ছানুসারে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর যেহেতু ইচ্ছারূপা অবিদ্যাই সৃষ্টির কারণ, অতএব মায়ার কার্য্যস্বরূপ এই সংসার সমস্ত মিথ্যা ॥ ৬৯ ॥

শুদ্ধব্রহ্মত্ব সম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ।
ব্রহ্ম তেন সতী যাতি যত আভাসতে নভঃ ॥ ৭০ ॥

বিদ্যা জ্ঞানস্বরূপা, তাহারই সহিত ব্রহ্মত্বসম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ বিদ্যাবলেই লোকের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সকল সংসারই অবিদ্যার কার্য্য, এই অবিদ্যা হইতেই আকাশের উৎপত্তি হয় ॥ ৭০ ॥

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্বায়োরগ্নিস্ততোজলং।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেঽয়ং স্থিতা সতী ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অবিদ্যা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এইক্ষণ কিরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোৎপন্ন আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল ভূতসমবায়েই জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ইহাই কল্পনাদ্বারা জানা যায় ॥ ৭১ ॥

আকাশাদ্বায়ুরাকাশ পবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জলং ব্যোম বাতাগ্নিবারিতো মহী ॥ ৭২ ॥

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইলে ঐ আকাশ ও বায়ু এই দুইয়ের সংযোগে অগ্নি উৎপন্ন হয়, পরে আকাশ, বায়ুও অগ্নি এই তিনের সংযোগে জলের উৎপত্তি হইলে অনন্তর আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল এই চারিভূতের সংযোগে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

খংশব্দলক্ষণোবায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ। স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণং। গন্ধলক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ৭৩ ॥

এই আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে কাহার কি কি গুণ আছে, তাহাই কথিত হইতেছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ। এই যে, ভৌতিকগুণ সকল উক্ত হইল, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৭৩ ॥

স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে। তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ। শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধ স্তথৈব চ। এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈং কল্পতেঽধুনা ॥ ৭৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে এক একটি ভূতের এক একটিমাত্র গুণ উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল ভূতের পৈত্রিকগুণেরও অনুবৃত্তি হয়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ, ইহার পৈত্রিকগুণের সম্ভব নাই। বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ বায়ুর পৈত্রিকগুণ এবং স্পর্শ তাহার স্বাভাবিক গুণ, এই নিমিত্ত বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয় বর্ত্তমান আছে। এইরূপ অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ আছে। এইরূপ আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ কল্পিত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধোঘ্রাণেন গৃহ্যতে। রসো রসনয়া স্পর্শ স্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরং। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোঽভিমতং ভাতি নান্যথা ॥ ৭৫ ॥

অগ্নির গুণ রূপ, উহা চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করা যায়। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, ইহা নাসিকাদ্বারা গৃহীত হয়, জলের গুণ রস, এই গুণ রসনাদ্বারা অনুভব করা যায়, বায়ুর গুণ স্পর্শ, উহা ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং আকাশের গুণ শব্দ, কর্ণদ্বারা এই গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কদাচ এই মতের অন্যথা হয় না। অর্থাৎ যে ভূত হইতে মানবশরীরে যে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অঙ্গেই সেই ভূতের গুণ গৃহীত হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে চক্ষুর উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব অগ্নির গুণ রূপ, চক্ষুই ইহা গ্রহণ করিতে পারে। পৃথিবী হইতে নাসিকা জন্মে, এই নিমিত্ত নাসিকাই পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রহণকরে। জল হইতে রসনার উৎপত্তি হইয়াছে এই নিমিত্ত রসনাই জলের গুণ রস গ্রহণ করিতে সমর্থ, বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, এই হেতু বায়ুর গুণ স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আর আকাশের অংশে মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয় জন্মে, এই নিমিত্ত কর্ণদ্বারা লোকে শব্দ শ্রবণ করিতে পারে ॥ ৭৫ ॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ ॥ ৭৬ ॥

এই চরাচর জগৎ সমস্তই একমাত্র চৈতন্য হইতে জন্মিয়াছে, চৈতন্যের অস্তিত্বেই এইরূপ কল্পনা করা যায়, তদ্ভিন্ন তাহার অস্তিত্ব প্রতীতি হয় না। সুতরাং চৈতন্যময় এক পুরুষ আছেন, ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলং মগ্নঞ্চ তেজসি। লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতলয়ং যযৌ। অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে ॥ ৭৭ ॥

উৎপত্তিকালে যেরূপ এক এক ভূত হইতে অপরাপর ভূতের উৎপত্তি হইয়া অখণ্ড জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ প্রলয়কালেও এক এক ভূতে অপরাপর ভূতের বিলয় হইয়া সমস্ত জগৎ লয় পাইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রলয়কালে এই পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলময় হইবে, পৃথিবী ও জল অগ্নিতে বিলীন হয়। অগ্নি, ভূমি ও জল বায়ুতে লয় পায়, পৃথিবী জল, অগ্নি ও বায়ু এই সমুদায় আকাশে লয় পাইয়া থাকে এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সকলই অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তৎপরে সেই অবিদ্যাও বিষ্ণুর পরমপদে লীন হয়, এইরূপেই মহাপ্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

বিক্ষেপাবরণাশক্তির্দ্দুরন্তা সুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃসত্ত্বতমোগুণা ॥ ৭৮ ॥

পরমাত্মার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি নামে দুইটি শক্তি আছে, ঐ শক্তিদ্বয়কে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত উভয় শক্তিই সুখরূপিণী। আর ঐ পরমাত্মার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপা, এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া জড়রূপা ॥ ৭৮ ॥

সা মায়াবরণাশক্ত্যা বৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপস্বভাবতঃ ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানরূপিণী মহামায়া বিক্ষেপশক্তি ও আবরণশক্তিদ্বারা আবৃতা হইয়া পরমাত্মাকে জগৎ স্বরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

তমোগুণাধিকা বিদ্যা লক্ষ্মী সা দিব্যরূপিণী। চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা। রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী। যচ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা ॥ ৮০—৮১ ॥

সেই অবিদ্যারূপী মায়ার তমোগুণ যখন প্রবল হয়, তখনই তিনি লক্ষ্মীরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং সেই শক্তির প্রভাবেই উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণুরূপে প্রতিপাদন করেন, কদাচ ইহার অন্যথা জ্ঞান করিবে না। আর যখন ঐ অবিদ্যার রজোগুণাধিক্য হইয়া থাকে, তখনই তিনি সরস্বতীরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন, তাহাতেই উপহিত চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মোপাধি প্রাপ্ত হন ॥ ৮০—৮১ ॥

ঈশাদ্যাঃ সকলা দেবা দৃশ্যন্তে পরমাত্মনি। শরীরাদি জড়ং সর্ব্বং সা বিদ্যা তত্তথা তথা। এবং রূপেণ কল্পান্তে কল্পকা বিশ্বসম্ভবং তত্ত্বাতত্ত্বং ভবন্তীহ কল্পেনান্যেন চোদিতা ॥ ৮২ ॥

শিবাদি সকল দেবতাই পরমাত্মাতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। শরীরাদি সমুদায় জড়পদার্থই অবিদ্যার বিলাসমাত্র। বাস্তবিক এক অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই নানা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপেই কল্পান্তে

বিশ্বের সম্ভব হয়। সুতরাং এক পরমাত্মাই জগতে সৎ, তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থমাত্রই জড় ও অনিত্য ॥ ৮২ ॥

প্রমেয়ত্বাদি রূপেণ সর্ব্ববস্তু প্রকাশতে।
বিশেষশব্দোপাদানৈ ভেদো ভবতি নান্যথা ॥ ৮৩ ॥

জগতের সকল পদার্থই পরিমেয়ত্ব রূপে প্রকাশ পায়, একমাত্র পরমাত্মাই অপরিমেয়। জগতের সমস্ত পদার্থই পরমাত্মস্বরূপ, কেবল নাম মাত্রই পৃথক্, উহাতেই বিশেষ বিশেষ পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৮৩ ॥

তথৈব বস্তু নাস্ত্যেব ভাসকো বর্ত্ততে পরং।
স্বরূপত্বেন রূপেণ স্বরূপং বস্তু ভাসতে ॥ ৮৪ ॥

একমাত্র চৈতন্যই বস্তু সকলের প্রকাশক, সেই চৈতন্য ভিন্ন কিছুই নাই। আর যদি বস্তু সকল মিথ্যা এবং তাহাদিগের কোন স্বরূপ নাই, তথাপি সদ্রূপ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াই বস্তু সকল রূপবান্ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

একঃ সত্তাপূরিতানন্দরূপঃ পূর্ণো ব্যাপী বর্ত্ততে নাস্তি কিঞ্চিৎ। এতজ্জ্ঞানং যঃ করোত্যেব নিত্যং মুক্তঃ স স্যান্মৃত্যুসংসারদুঃখাৎ ॥ ৮৫ ॥

একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বব্যাপীরূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনি সত্তাবান, পূর্ণানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ, সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে জগতে কোন বস্তুই নাই, যাহার হৃদয়ে এইরূপ জ্ঞান নিয়ত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুময় সংসারদুঃখ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্তরূপ জ্ঞানশালী ব্যক্তির সংসারে জন্মমৃত্যু হয় না, তাহাকেই মুক্ত পুরুষ বলা যায় ॥ ৮৫ ॥

যস্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বে লয়ং গতাঃ।
স একো বর্ত্ততে নান্যৎ তচ্চিত্তেনাবধার্য্যতে ॥ ৮৬ ॥

জগতের সমস্ত কার্য্যই ভ্রান্তিমূলক। আরোপ ও অপবাদ এই উভয় জ্ঞানদ্বারা ঐ ভ্রান্তিমূলক কার্য্য সকল যাহাতে লয় পায়, সেই এক পরমাত্মাই সত্য, তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়ে এইরূপ নিশ্চয় ধারণা হয় ॥ ৮৬ ॥

পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ।
তচ্ছরীরং বিদুর্দ্দুঃখং স্বপ্রাগ্‌ভোগায় সুন্দরং ॥ ৮৭ ॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে পিতার অন্নময় কোষ হইতে জীবের শরীরের উৎপত্তি হয়, যোগিগণ এই শরীরকে দুঃখময় বলিয়া থাকেন, যেহেতু এই সুন্দর শরীরেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

মাংসাস্থি-স্নায়ু-মজ্জাদি-নির্ম্মিতং ভোগমন্দিরং।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততিগুম্ফিতং ॥ ৮৮ ॥

মানবের শরীর মাংস, অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা, রস, রক্ত ও শুক্র সমূহে নির্ম্মিত এবং নাড়ীগণে পরিবেষ্টিত, এই শরীরই জীবের ভোগ মন্দির স্বরূপ। কেবল দুঃখভোগের নিমিত্তই জীবের এই শরীর হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতং।
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতং ॥ ৮৯ ॥

জীবের শরীর পঞ্চভূতময়, উহা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মলোকস্বরূপ, সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্তই এই শরীর কল্পিত হইয়াছে। জীবসকল এই শরীরেই স্বীয় কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনাৎ স্বয়ং।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া ॥ ৯০ ॥

বিন্দুরূপী শিব এবং রজোরূপা শক্তি এই উভয়ের মিলনে জড়রূপা ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা জীবের উৎপত্তি হয়, সুতরাং জীবের শরীরকে শিব-শক্ত্যাত্মক বলা যায় ॥ ৯০ ॥

তৎপঞ্চীকরণাৎ স্থূলান্যসংখ্যানি সমাসতঃ। ব্রহ্মাণ্ডস্থানি বস্তূনি যত্র জীবোঽস্তি কর্ম্মভিঃ। তদ্ভূতপঞ্চকাৎ সর্ব্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকং ॥ ৯১ ॥

পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই পঞ্চভূতাত্মক ভোগ দেহে যে চৈতন্য অবস্থিত আছে, তাহারই নাম জীব, এই জীব উক্ত ভোগদেহে অবস্থিত করিয়া পূর্ব্বকৃত স্বীয় কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে ॥ ৯১ ॥

পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহং।
অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তি তৎ ॥ ৯২ ॥

মহাদেব কহিলেন, পার্ব্বতি! আমি এইরূপে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুরোধে জীবের অবস্থা ঘটনা করিয়া থাকি। জীব জড়তাবিহীন ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। এই জীবই পঞ্চভূতাত্মক জড়পিণ্ডরূপ দেহে অবস্থিত করত সকল ভোগ করিতেছে ॥ ৯২ ॥

জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধোভবেৎ।
ভোগায়োৎপদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুনঃ পুনঃ ॥৯৩॥

জরা মরণ বিহীন জীব কেবল স্বকৃত কর্ম্মানুরোধে বদ্ধ হইয়া অবিদ্যা কর্ত্তৃক পরিচালিত জড় হইতে বিবিধ নামে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জীব সকল আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৯৪ ॥

যখন জীবের স্বকৃত কর্ম্মফলের ভোগাবসান হয়, তখনই সেই জীব পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে, যাবৎ কর্ম্মক্ষয় না হয়, তাবৎ কাল জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে অবস্থিত হইয়া জীব আপন কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে লয়-প্রকরণে প্রথমঃ পটলঃ ॥

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ ১ ॥

জীবের দেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু গিরি বর্ত্তমান আছে এবং সমস্ত নদ, নদী, সাগর, পর্ব্বত, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও এই জীবদেহে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥ ২ ॥

জীবগণের দেহমধ্যে ঋষি, মুনি, সকল নক্ষত্র, সমস্ত গ্রহ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্য পীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সকলই অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥

সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥ ৩ ॥

এই দেহমধ্যে সৃষ্টিসংহারকারী চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন, আর আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূতেরও এই দেহমধ্যে অবস্থান আছে ॥ ৩ ॥

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহত।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকমধ্যে যত জীব বিদ্যমান আছে, জীববর্গের দেহমধ্যেও সেই সমুদায় জীব অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল জীবই শরীরস্থ মেরুদণ্ডকে বেষ্টনকরিয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি আপন শরীরস্থ বৃত্তান্ত জানেন, অর্থাৎ কি কিরূপে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, কিরূপে শারীরিক কার্য্য চলিতেছে, ইত্যাদি যিনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতে দেহে যথা দেশে-ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মির্বহিরষ্টকলাযুতঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞক জীবদেহে সুমেরুর ন্যায় মেরুদণ্ড এবং ঐ মেরুর উপরিভাগে অষ্টকলাযুক্ত চন্দ্র যথা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে সুমেরুগিরি আছে এবং তাহার শিখরদেশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতেছে, সেইরূপ জীবদেহে মেরুদণ্ডের উপরিভাগে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

বর্ত্ততেঽহর্নিশং সোপি সুধাবর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং তথা চ বৈ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বকথিত চন্দ্র জীবদেহে অধোমুখে অবস্থিত হইয়া অতন্দ্রিতভাবে দিবারাত্রি সুধা বর্ষণকরিতেছেন, সেই অমৃত সূক্ষ্মরূপে দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইড়ামার্গেণ পুষ্ট্যর্থং যাতি মন্দাকিনী জলং।
পুষ্ণাতি সকলং দেহমিড়ামার্গেণ নিশ্চিতং ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত অমৃতধারা দেহের পুষ্টির নিমিত্ত ইড়া নাড়ীর রন্ধ্র দিয়া গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতেই দেহের সকল অবয়বের পোষণ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

এষ পীযূষরশ্মির্হি বামপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ। অপরঃ শুদ্ধদুগ্ধাভো হর্ষকর্ষিতমণ্ডলঃ। মধ্যমার্গেণ সৃষ্ট্যর্থং মেরৌ সংযাতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৯ ॥

ঐ অমৃতধারা ইড়ানাড়ীরূপে মেরুর বামপার্শ্বে অবস্থিত আছে, অপর ধারা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র বর্ণ এবং অতি আহ্লাদজনক, উহা সৃষ্টির নিমিত্ত সুষুম্নামার্গদ্বারা মেরুতে গমন করিয়াছে ॥ ৯ ॥

মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ।
দক্ষিণে পথি রশ্মিভির্ব্বহতূর্দ্ধং প্রজাপতিঃ ॥ ১০ ॥

মেরুর মূলদেশে দ্বাদশ কলাযুক্ত সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি পিঙ্গলামার্গে ঊর্দ্ধ রশ্মিদ্বারা প্রজাপতিকে বহন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

পীযূষরশ্মিনির্য্যাসং ধাতূংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবং।
সমীরমণ্ডলৈঃ সূর্য্যো ভ্রমতে সর্ব্ববিগ্রহে ॥ ১১ ॥

দেহগত সূর্য্য আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে নির্য্যাসরূপ অমৃতধাতুসকলকে গ্রাসকরেন এবং বায়ু মণ্ডলের সহিত অতন্দ্রিতভাবে শরীরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

এষা সূর্য্যাপরামূর্ত্তি নির্ব্বাণং দক্ষিণে পথি।
বহতে লগ্নযোগেন সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ১২ ॥

মেরুর দক্ষিণ ভাগে যে পিঙ্গলানামে নাড়ী আছে, [illegible] অপরা মূর্ত্তিস্বরূপ, এই পিঙ্গলানাড়ী সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদানক[illegible] সৃষ্টি সংহারকারী সূর্য্য এই পিঙ্গলানাড়ীতে লগ্নানুসারে নিরত বহিতেছে ॥১২॥

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাং।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥ ১৩ ॥

মনুষ্যদিগের শরীরমধ্যে প্রধানভূতা সাড়েতিনলক্ষ নাড়ী আছে, তাহাদিগের মধ্যে চতুর্দ্দশটি নাড়ী প্রধানভূতা ॥ ১৩ ॥

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পুষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥ ১৪ ॥
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা ॥১৫॥

পূর্ব্বে যে চতুর্দ্দশটী নাড়ী প্রধানা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম এই—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পুষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী প্রধান ॥ ১৪—১৫ ॥

তিস্যুবেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাং ॥১৬॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্নানাম্নী নাড়ী প্রধানা। এই নাড়ী যোগিগণের অতি প্রিয়তরা, অন্যান্য নাড়ীসকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া মানবশরীরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বাশ্চাধোমুখানাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রধানা নাড়ীসকলই অধোমুখে বিদ্যমান আছে, উহারা পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয় চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা, ইহারা মানবশরীরে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৭ ॥

তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতং ॥ ১৮ ॥

মহাদেব বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে যে চিত্রা নাম্নী নাড়ী আছে, তাহা আমার অতিপ্রিয়া, ঐ নাড়ীর মধ্যেই অতি সূক্ষ্মতর ব্রহ্মরন্ধ্র আছে ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী ॥ ১৯ ॥

ঐ চিত্রানাড়ী নির্ম্মলা, বিচিত্রবর্ণা ও উজ্জ্বলা। এই নাড়ী ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের মধ্যগতা। মানবদেহের উপাধিভূতা মধ্যরূপিণী সুষুম্না নাড়ী দেহধারণের মূল কারণ ॥ ১৯ ॥

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

সুষুম্নার মধ্যগতা চিত্রানাড়ীকেই অমৃতানন্দকারক ও দিব্য পথ বলিয়া যোগিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই নাড়ীর ধ্যান করিলেই যোগিরা পাপরাশি বিনাশকরিতে পারে ॥ ২০ ॥

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমং ॥ ২১ ॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলহইতে দুই অঙ্গুলি অধোভাগে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম আছে ॥ ২১ ॥

তস্মিন্নাধারপাদ্মে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণা বর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত মূলাধার পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণাকার সুশোভন যোনিমণ্ডল বিদ্যমান আছে, এই যোনিমণ্ডল সর্ব্বতন্ত্রেই গোপনীয় রহিয়াছে। কোন তন্ত্রেই ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশ নাই ॥ ২২ ॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্র্যকারা কুটিলা সুষুম্না মার্গসংস্থিতা ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যোনিমণ্ডলের মধ্যভাগে বিদ্যুল্লতাকার পরম দেবতা কুণ্ডলিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন, ইনি সর্পাকারা এবং সার্দ্ধত্রিবেষ্টনে অবস্থিতা। এই কুণ্ডলিনী ব্রহ্মমার্গে সুষুম্না নাড়ীর দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচ্যা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা ॥ ২৪ ॥

কুণ্ডলিনী শক্তি জগৎসৃষ্টিরূপা এবং ইনিই এই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু ইহাকে বাক্যে ব্যক্ত করাযায় না, দেবগণ সর্ব্বদা ইহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি হইতেই বাক্যের উৎপত্তি হয়, অতএব তন্ত্রে ইহাকে বাগ্দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা দক্ষনাসাপুটং গতা ॥ ২৫ ॥

সুষুম্নানাড়ীর বামভাগে যে ইড়া নামে নাড়ী আছে, সেই ইড়ানাড়ী মধ্যগতা সুষুম্না নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণনাসাপুটে গমন করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীসমাশ্লিষ্টা বামনাসাপুটং গতা ॥ ২৬ ॥

সুষুম্নার দক্ষিণভাগে যে পিঙ্গলা নামে নাড়ী আছে, এই নাড়ীও সুষুম্নাকে বেষ্টনকরিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে। এইরূপে ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী সুষুম্নার উভয় পার্শ্ব দিয়া উভয় নাসিকাতে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্‌স্থানেষু চ ষট্‌শক্তিং ষট্‌পদ্মং যোগিনো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে সুষুম্না নামে নাড়ী আছে, তাহারই ছয় গ্রন্থিতে আধারাদি ছয় পদ্ম রহিয়াছে এবং ঐ ছয় পদ্মেতে ডাকিনী প্রভৃতি ছয় শক্তি বিরাজ করিতেছেন। যোগিগণ এইরূপে ষট্ পদ্ম ও ষট্ শক্তির অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

পঞ্চস্থানং সুষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে ॥ ২৮ ॥

সুষুম্না নাড়ীর যে পঞ্চ স্থান আছে, তাহার অনেক নাম আছে, প্রয়োজন বশত সেই সকল নাম সংহিতা শাস্ত্রে অবশ্য জ্ঞাতব্য, এবং কার্য্যবিশেষে ঐ সকল নামের প্রয়োজন হয় ॥ ২৮ ॥

অন্যা যাস্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতা। রসনামেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকং। কুক্ষিহস্তাঙ্গুষ্ঠনেত্রং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকক্ষকং। লব্ধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথা দেশসমুদ্ভবাঃ ॥ ২৯ ॥

অপরাপর যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সেই সেই অঙ্গের কার্য্য সম্পাদনকরিয়া থাকে। ঐ সকল নাড়ী জিহ্বা, শিশ্ন, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, উদর, হস্তাঙ্গুষ্ঠ, নেত্র, পায়ু, কক্ষ প্রভৃতি স্থান লাভকরিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতং ॥৩০॥

পূর্ব্বে যে সকল নাড়ীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের শাখা প্রশাখাক্রমে সার্দ্ধ লক্ষত্রয় নাড়ী জন্মিয়া দেহের যথাস্থানে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩০ ॥

এতা ভোগবহা নাড্যো বায়ুসঞ্চাররক্ষকাঃ।
ওতপ্রোতাভিসংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সকলই মানবের ভোগপ্রদ। এই সকল নাড়ীই বায়ুসঞ্চারদ্বারা রক্ষা করিতেছে। বস্ত্রমধ্যগত সূত্রসকল যেমন ওতপ্রোতভাবে অর্থাৎ টানা পড়িয়ানরূপে আছে, ঐ সকল নাড়ীও সেইরূপে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থকলাদ্বাদশসংযুতঃ। বস্তিদেশে জ্বলদ্বহ্নির্ব্বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ। বৈশ্বানরাগ্নি রাখ্যেয়ো মম তেজোংশসম্ভবঃ। করোমি বিবিধং পাকং প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

সূর্য্যমণ্ডলস্থিত দ্বাদশ কলাযুক্ত অগ্নি মানবের জঠরাগ্নিরূপে নাড়ীর সন্নিহিত প্রদেশে প্রজ্বলিত হইয়া অন্নপাচন ক্রিয়া করিতেছে। হে পার্ব্বতি! এই বৈশ্বানরাগ্নি আমার তেজের অংশ, সুতরাং আমিই অগ্নিরূপে প্রাণিবর্গের দেহে অবস্থিত হইয়া আহারীয় বিবিধ দ্রব্য পাক করিয়া থাকি ॥ ৩২ ॥

আয়ুঃপ্রদায়কো বহ্নির্ব্বলং পুষ্টিং দদাতি সঃ।
শরীরপাটবঞ্চাপি ধ্বস্তরোগসমুদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণিবর্গের জঠরাগ্নি আয়ুঃপ্রদ ও বলপুষ্টিকারক, এই অগ্নিই শরীরকে সর্ব্ব বিষয়ে সক্ষমকরে এবং প্রাণিগণের সর্ব্বরোগ বিনাশ করিয়া শরীরের আরোগ্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেদ্ যোগী প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া ॥ ৩৪ ॥

সুবুদ্ধি যোগিগণ গুরুর উপদেশানুসারে যোগসাধন করিয়া সেই যোগপ্রভাবে বৈশ্বানরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কুণ্ডলিনীর পরিতৃপ্ত্যর্থ সেই অগ্নিতে প্রতিদিন অন্নাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং যোগিগণের আহারজন্য কোন প্রকার দোষোৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে স্থানানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
ময়োক্তানি প্রধানানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ মনুষ্যশরীরে বহুসংখ্যক স্থান আছে। হে পার্ব্বতি! আমি সেই সকল স্থানের মধ্যে কতিপয় প্রধান স্থানের নাম করিয়াছি, সেই সকল এই গ্রন্থে পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৩৫ ॥

নানাপ্রকারনামানি স্থানানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে বিগ্রহে তানি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩৬ ॥

মনুষ্যশরীরে নানাপ্রকার নামে বিবিধ স্থান বর্ত্তমান আছে, ঐ সকল স্থানের নাম বলিতে কিম্বা প্রকৃতি বর্ণনকরিতে কাহারও শক্তি নাই ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্ব্বগঃ।
অনাদিবাসনামালাঽলঙ্কৃতঃ কর্ম্মশৃঙ্খলঃ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে পরিকল্পিত [illegible] বাসনা সমূহে পরিবৃত ও কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ [illegible]য়া স[illegible] করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

নানাবিধগুণোপে[illegible] সর্ব্ব[illegible] ব্কারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি ভুনক্তি বিবিধানি চ ॥ ৩৮ ॥

সেই জীব নানাবিধগু[illegible] হইয়া সংসারের সমস্ত ব্যাপার নিষ্পাদনপূর্ব্বক পঞ্চ ভূতময় দেহে অবস্থিতি কর[illegible] পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

যদ্যৎ সংদৃশ্যতে লোকে সর্ব্বং তৎকর্ম্মসম্ভবং।
সর্ব্বং কর্ম্মানুসারেণ জন্তুর্ভোগান্ ভুনক্তি বৈ ॥ ৩[illegible]

এই সংসারে যে জীবকে সুখদুঃখ ভোগকরিতে দেখা যায়, [illegible] সকলই কর্ম্মজন্য, অর্থাৎ কর্ম্মবশেই জীব সুখদুঃখ ভোগকরে। পূর্ব্ব জন্মে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পর জন্মে সে সেইরূপ ফল [illegible]াগ করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যে যে কামাদয়ো দোষাঃ সুখদুঃখপ্রদায়কাঃ।
তে তে সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে জীবকর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৪০ ॥

কামক্রোধাদি দোষসকল যে জীবের সুখদুঃখ প্রদানকরে, [illegible]হাও জীবের কর্ম্মানুসারে ঘটিয়া থাকে। যে জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্মাচরণ করে, পর পর জন্মেও সেই জীবের কামক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া সুখদুঃখ প্রদানকরে ॥ ৪০ ॥

পুণ্যোপরক্তচৈতন্যে প্রাণান্ প্রীণাতি কেবলং।
বাহ্যে পুণ্যময়ং প্রাপ্য ভোজ্যবস্তু স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

যাহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকে, তাহার প্রাণ সেই পুণ্য কর্ম্মের ফলে তৃপ্তি লাভ করে এবং বাহিরেও সেই কর্ম্মানুরোধে বিবিধ ভোগ্য বস্তু অনায়াসে লাভকরিতে পারে ॥ ৪১ ॥

ততঃ কর্ম্মবলাৎ পুংসঃ সুখম্বা দুঃখমেব চ। পাপোপরক্তচৈতন্যং নৈব তিষ্ঠতি নিশ্চিতং। নতদ্ভিন্নোভবেৎ সোপি নতদ্ভিন্নস্তু কিঞ্চন। মায়োপহিতচৈতন্যাৎ সর্ব্বং বস্তু প্রজায়তে ॥ ৪২ ॥

এইক্ষণ জানাযাইতেছে যে, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মানুরোধেই জীব পরকালে সুখদুঃখ ভোগকরে। আর যে ব্যক্তি কেবল পাপজনক কর্ম্মানুষ্ঠানেই রত থাকে, তাহার কেবল দুঃখভোগই হয়, তাহার দুঃখভোগ ব্যতীত সুখভোগের সম্ভব হয় না, সুতরাং জীবের কর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ

ও পুণ্য সম্ভবিতে পারে না এবং কর্ম্ম ব্যতিরেকে জগতে কোন বস্তুরই সম্ভব হয় না। মায়াসমাচ্ছন্ন চৈতন্ত হইতেই জগতে সমস্ত বস্তুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

যথাকালোপভোগায় জন্তূনাং বিবিধোদ্ভবঃ। যথা দোষবশাচ্ছুক্তৌ রজতারোপণং ভবেৎ। তথাস্বকর্ম্মদোষাদ্বৈ ব্রহ্মণ্যারোপ্যতে জগৎ ॥ ৪৩ ॥

যেমন ফলানুসারে জীবের উপভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্যে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে; এবং যেমন দৃষ্টিশক্তির দোষবশত শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়, সেইরূপ স্বীয় কর্ম্মদোষে নির্ম্মল ব্রহ্মেতে জগতের আরোপ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সবাসনা ভ্রমোৎপন্নোন্মূলনাতিসমর্থনং।
উৎপন্নঞ্চেদীদৃশং স্যাজ্জ্ঞানং মোক্ষপ্রসাধনং ॥ ৪৪ ॥

যতকাল জীবের বাসনা থাকে, ততকাল নানাপ্রকার ভ্রমের উৎপত্তি হয়, বাসনা বিদ্যমানে কোনরূপেও কেহ সেই ভ্রমের নিরাস করিতে পারে না, কেবল যখন "জগৎ মিথ্যা এবং আত্মাই সত্য" এইরূপ মোক্ষসাধন প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখনই সেই ভ্রমের খণ্ডন হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সাক্ষাদ্বিশেষদৃষ্টিস্তু সাক্ষাৎকারিণি বিভ্রমে।
কারণং নান্যথাযুক্ত্যা সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিবশতই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুতে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এই ভ্রমোৎপত্তির অন্য কোন কারণ নাই ॥ ৪৫ ॥

সাক্ষাৎকারভ্রমং সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকারিণি নাশয়েৎ।
সোহি নাস্তীতি সংসারে ভ্রমোনৈব নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥

যাহাদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহাদিগের ভ্রম বিনাশ পায়। যত দিন ব্রহ্মবিজ্ঞান না হয়, ততদিন তাহার "ব্রহ্ম ভিন্ন ও জগৎ ভিন্ন" এইরূপ ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৪৬ ॥

মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তু বিশেষদর্শনাদ্ভবেৎ।
অন্যথা ন নিবৃত্তিঃ স্যাদ্দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ ॥ ৪৭ ॥

বিশেষ দর্শনেই মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসারে ভ্রম বিনাশ পাইতে পারে না। যেমন শুক্তিজ্ঞান না জন্মিলে রজত ভ্রম দূরীভূত হয় না। যতকাল শুক্তিজ্ঞান জন্মে না, ততকালই রজত ভ্রম থাকিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান না হইলে ভ্রমের নাশ হয় না, যতকাল ব্রহ্মবিজ্ঞান না হয়, ততকাল জীবের ভ্রম থাকে ॥ ৪৭ ॥

যাবন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সাক্ষাৎকারে নিরঞ্জনে।
তাবৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দৃশ্যন্তে বিবিধানি চ ॥ ৪৮ ॥

যতকাল পরমাত্মতত্ত্ববিজ্ঞান হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততকাল বিবিধ জীবের পার্থক্য জ্ঞান থাকে ॥ ৪৮ ॥

যদা কর্ম্মার্জ্জিতং দেহং নির্ব্বাণে সাধনং ভবেৎ।
তদা শরীরবহনং সফলং স্যান্ন চান্যথা ॥ ৪৯ ॥

স্বীয়কর্ম্মার্জ্জিত এই শরীরই আমাদিগের নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের উপায়। যখন মানবের এইরূপ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই এই শরীরের ভারবহন সফল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক শরীর মুক্তিসাধনের উপায় বলিয়াই সফল, নচেৎ কেবল শরীরের ভারবহনমাত্রই সার ॥ ৪৯ ॥

যাদৃশী বাসনা মূলা বর্ত্ততে জীবসঙ্গিনী।
তাদৃশং বহতে জন্তুঃ কৃত্যাকৃত্যবিধৌ ভ্রমং ॥ ৫০ ॥

জীবের সহচারিণী বাসনা যেরূপে জীবের অনুবর্ত্তন করে, জীব তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে এবং সেই সকল কার্য্যের নিমিত্তই নানাপ্রকার ভ্রমভার বহনকরে। অর্থাৎ জীব বাসনার অনুগামী হইয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫০ ॥

সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগসাধকঃ।
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কর্ম্ম ফলবর্জ্জনমাচরেৎ ॥ ৫১ ॥

যদি কোন যোগী সংসারসাগরের পার হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্রে স্বীয় বর্ণাশ্রম বিহিত কার্য্য করিয়া তাহার ফলাশা পরিত্যাগ করিবে। মুমুক্ষুরাও বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্য করিবে বটে, কিন্তু কোন কার্য্যেরই ফলকামনা করিবে না ॥ ৫১ ॥

বিষয়াশক্তপুরুষা বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বাচাভিরুদ্ধনির্ব্বাণাদ্বর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি ॥ ৫২ ॥

যে সকল পুরুষ বিষয়াশক্ত এবং যাহারা বিষয় ভোগ করিয়া সুখ লাভের ইচ্ছা করে সেই সকল পুরুষও ফলভোগে অবরুদ্ধ হইয়া নিরন্তর পাপকর্ম্ম করিতে থাকে, তাহারা কখনও নির্ব্বাণপদ পাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥

আত্মানমাত্মনাপশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোঽস্তি মতং মম ॥ ৫৩ ॥

যখন যোগিগণ আত্মাতেই আত্মদর্শন করে, জগতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করে না, তখন তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও দোষভাগী হয় না, ইহাই আমার মত ॥ ৫৩ ॥

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং মম তত্ত্বং প্রকাশতে ॥ ৫৪ ॥

যখন যোগিগণের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তখন তাহাদিগের কামাদি সমুদায় বিলয় পায়, ইহার অন্যথা হয় না, আর যখন সম্যক্ প্রকারে বিষয়াসক্তির অভাব হয়, তখনই পরম তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগপ্রকরণে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশো নাম দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতং।
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশার্ণবিভূষিতং ॥ ১ ॥

জীবশরীরের হৃদয়দেশে দ্বাদশদলযুক্ত মনোহর রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, এই পদ্ম ককারাদি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অক্ষরে বিভূষিত, অর্থাৎ উক্ত পদ্মের দ্বাদশ দলে বামাবর্ত্তে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ-এই দ্বাদশবর্ণ বিদ্যমান আছে ॥ ১ ॥

প্রাণোবসতি তত্রৈব বাসনাভিরলংকৃতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংশ্লিষ্টপ্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২ ॥

উক্ত হৃদয়স্থিত পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠ আছে। এই পীঠ "যং" এই বর্ণে শোভমান, এই "যং" বর্ণই বায়ুবীজ, ইহাতেই প্রাণবায়ু সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছে, এই প্রাণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশত অহঙ্কারশালী এবং নানাপ্রকার বাসনাবিশিষ্ট হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করে ॥ ২ ॥

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩ ॥

একই প্রাণ কার্য্যভেদে অনেক নাম ধারণ করে, সেই সকল নামের বর্ণনা করিতে অনেক সময় অপেক্ষা করে, সুতরাং বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিতে শক্ত হইতেছি না ॥ ৩ ॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানোব্যানশ্চ পঞ্চমঃ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, ইহারা অন্তঃস্থ পঞ্চপ্রাণ এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ইহারা বহিঃস্থ পঞ্চপ্রাণ নামে অভিহিত ॥ ৪ ॥

দশনামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রকে।
কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ ॥৫॥

আমি এই সংহিতাশাস্ত্রে যে দশটি প্রাণের নাম করিয়াছি, ঐ সকল প্রাণ স্ব স্ব কর্ম্মকর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শরীরে আপন আপন অধিকারের কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ ॥৬॥

আমি প্রাণাদিনামে যে দশটি বায়ুকে প্রধান বলিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি শ্রেষ্ঠ, ইহাদিগের মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান ॥ ৬ ॥

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৭ ॥

উক্ত প্রাণাদির স্থান এই—হৃদয়ে প্রাণ, গুহে অপান, নাভিদেশে সমান ও কণ্ঠে উদান বায়ু অবস্থিতি করে এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ কুর্ব্বন্তি তে চ বিগ্রহে।
উদ্গারোন্মীলনং ক্ষুত্তৃট্ জৃম্ভা হিক্কা চ পঞ্চমং ॥ ৮ ॥

জীবশরীরে নাগাদি পঞ্চবায়ু বহিঃস্থিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধন করে। নাগবায়ুদ্বারা উদ্গার ও উন্মীলন, কূর্ম্মবায়ুদ্বারা ক্ষুধা, কৃকরবায়ুদ্বারা তৃষ্ণা, দেবদত্তবায়ুদ্বারা জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয় বায়ুদ্বারা হিক্কা সম্পন্ন হয় ॥ ৮ ॥

অনেন বিধিনা যো বৈ ব্রহ্মা[illegible]ত্তি বিগ্রহং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সজাতি প[illegible]তং ॥ ৯ ॥

যে যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড[illegible] আপন শরীরের তত্ত্ব জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত [illegible] পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষি[illegible] যোগস্য সিদ্ধয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি [illegible]নো যোগসাধনে ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ যাহাতে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইতে পারে, সেই উপায় কহিতেছি, এই উপায় পরিজ্ঞাত হইলে কখনও যোগিগণ অবসন্ন হয়েন না, উক্ত উপায়ে যোগসাধন করিলে অবশ্যই যোগসাধনের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যাপ্যতিদুঃখদা ॥ ১১ ॥

গুরুর নিকটে যোগবিদ্যা অভ্যাস করিলেই সেই বিদ্যা বীর্য্যবতী হয়, নচেৎ উক্ত যোগবিদ্যা বীর্য্যবতী অথবা ফলপ্রদা হয় না, পরন্তু দুঃখপ্রদা হয়। গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, সেইরূপে যোগসাধন করিলেই যোগসিদ্ধি হয়, স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে যোগসাধন করিতে গেলে ফললাভ দূরে থাকুক, দুঃখভোগই হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যোবৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়া স্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

সম্যক্ যত্নসহকারে গুরুর সন্তোষসাধনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি যোগবিদ্যার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে বিদ্যোপাসনার ফলপ্রাপ্ত হয় ॥১২॥

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ প্রসেব্যতে ॥১৩॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই সর্ব্বদেবরূপী অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে গুরুর সেবা করিবে ॥ ১৩ ॥

গুরোঃ প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ॥১৪॥

গুরুদেবের প্রসাদে আপনার সর্ব্বপ্রকার শুভলাভ হয়, অতএব সর্ব্বদা গুরুর সেবা করিবে, গুরুসেবা না করিলে কোনরূপে মঙ্গল হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা স্পৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা।
প্রদক্ষিণং নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃ পাদসরোরুহং ॥ ১৫ ॥

গুরুকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা গুরুপাদ গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে ॥ ১৫ ॥

শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ [illegible] তস্মাদ্‌যত্নেন সাধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

যোগসাধনে যাহাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস ও বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তাহাদিগেরই যোগসিদ্ধি হয়, যা[illegible]দিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই তাহাদিগের কথনও যোগসিদ্ধি হইতে প[illegible] না, অতএব শ্রদ্ধবান্ হইয়া যোগসাধনে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সাধন কর[illegible] ॥ ১৬ ॥

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং [illegible] বিশ্বাসিনামপি। গুরুপূজা-বিহীনানাং তথাচ বহুসঙ্গিনাং [illegible] মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাং। গুরুসন্তোষ[illegible]নাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৭ ॥

যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অথবা অসজ্জন সংসর্গে ব্যাপৃত, যাহাদিগের এই কার্য্যে বিশ্বাস নাই, যাহারা গুরুসেবায় তৎপর নহে, যাহারা সর্ব্বদা বহুজনের সংসর্গে আসক্ত থাকে, যাহারা মিথ্যা বাক্যে রত কিম্বা নিষ্ঠুর-ভাষী, অথবা যাহারা গুরুর সন্তোষসাধনে যত্নবান নহে, তাহাদিগের কোনরূপেও যোগসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণং। দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়াযুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনং। চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহং ॥ ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

যোগসাধন করিতে করিতে আমার কার্য্য সকল হইবে এইরূপ যে বিশ্বাস জন্মে, ইহাই যোগসিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। তৎপরে কার্য্যে যে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, ইহাই দ্বিতীয় লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অনন্তর সাধক গুরুসেবাতে রত হয়, এইটি যোগসিদ্ধির তৃতীয় লক্ষণ। তৎপরে সাধকের সর্ব্বজীবে সমতা জ্ঞান জন্মে, ইহাকে চতুর্থ লক্ষণ বলা যায়। ইহার পর সাধকের ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া থাকে, কোন ইন্দ্রিয়েরই প্রাবল্য দেখা যায় না, এইটি যোগসিদ্ধির পঞ্চমলক্ষণ বলিয়া জানিবে। অনন্তর সাধকের শাস্ত্রোক্ত পরিমিতাহার হয়, ইহাই ষষ্ঠলক্ষণ, ইহার পর আর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না ॥ ১৮ ॥

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিৎ গুরুং।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥

যোগশাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া গুরুর উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে। গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, সেইরূপে উপ-দেশানুসারে আপন বুদ্ধিবলে যোগসাধন করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ ॥ ২০ ॥

যোগী ব্যক্তি অতি সুশোভন যোগমঠমধ্যে কুশাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম সিদ্ধির নিমিত্ত পবনাভ্যাস অর্থাৎ বায়ু সংযমাদি করিতে থাকিবে ॥ ২০ ॥

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশং ক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ ॥ ২১ ॥

যোগী ব্যক্তি যোগসাধনকালে আপন শরীর কুঞ্চিত বা বক্র করিবে না, সমশরীর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুকে প্রণাম করিবে এবং বামে ও দক্ষিণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল ও অম্বিকাকে প্রণাম করিবে ॥ ২১ ॥

ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ। ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ। ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ ॥ ২২ ॥

যোগসাধনকারী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণ নাসা রুদ্ধকরিয়া বামনাসায় যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিবে, তৎপরে উভয় নাসিকা রোধ করত আপন শক্তিঅনুসারে কুম্ভক করিতে হইবে, অনন্তর দক্ষিণনাসাদ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু রেচন করিবে। এই বায়ু পূরণ ও বায়ুরেচন বেগে করিবে না, অতি অল্পবেগে, অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয়, এইরূপে এই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

পুনঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ২৩ ॥

পুনর্ব্বার বামনাসিকা রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমে ক্রমে বায়ু পূরণ করিবে এবং উভয় নাসিকা রুদ্ধ করিয়া যথাশক্তি বায়ুর স্তম্ভন করিবে, অনন্তর বামনাসিকাদ্বারা মন্দবেগে অল্পে অল্পে বায়ুত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে অনুলোমবিলোমে আপন শক্তি অনুসারে সমসংখ্যা ক্রমে প্রাণায়াম করিবে ॥ ২৩ ॥

ইদং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতিকুম্ভকান্।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম বিধি অনুসারে বিংশতিবার কুম্ভক করিবে। এইরূপে প্রতিদিন একাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিংশতিবার কুম্ভক করিলে সুখ দুঃখ ও রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব বিহীন হইতে পারে এবং তাহার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্র অলসতা থাকে না ॥ ২৪ ॥

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষ্বেতেষু কুম্ভকান্ ॥ ২৫ ॥

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নসময়, সায়ংকাল ও অর্দ্ধরাত্রি এই চারি সময় প্রাণায়ামের প্রশস্ত কাল। এই চারি সময়ে বিংশতিবার করিয়া প্রতিদিন কুম্ভক করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতং ॥ ২৬ ॥

যেরূপ প্রাণায়ামের বিধি উক্ত হইয়াছে, উক্ত নিয়মানুসারে আলস্য

পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাণায়াম করিবে, ইহাতে অবিলম্বে সাধকের নাড়ী সকল পরিশুদ্ধ হয় ॥ ২৬ ॥

যদা তু নাড়ীশুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা বিধ্বস্তদোষশ্চ ভবেদারম্ভসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

প্রাণায়াম করিতে করিতে যখন তত্ত্বদর্শী যোগী ব্যক্তির নাড়ী সকল পরিশুদ্ধ হয়, তখনই তাহার শারীরিক দোষ সকল বিনাশ পায়, উক্ত প্রকার যোগসাধনবলে শরীরে কোন দোষ থাকিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

চিহ্নানি যোগিনো দেহে দৃশ্যন্তে নাড়িশুদ্ধিতঃ।
কথ্যন্তে তু সমস্তান্যঙ্গানি সংক্ষেপতো ময়া ॥ ২৮ ॥

যোগসাধক যোগীর শরীরে নাড়ীশুদ্ধি হইলে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় সেই সকল চিহ্ন সংক্ষেপে কহিতেছি ॥ ২৮ ॥

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ। আরম্ভ ঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা। নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥ ২৯ ॥

যোগীর নাড়ীশুদ্ধি হইলে তাহার শরীর সমভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ শরীর স্থূল বা কৃশ হয় না এবং বক্র কিম্বা আকুঞ্চিত হইতে পারে না। আর শরীরে সদ্‌গন্ধ অনুভূত হয়, শরীরের কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। প্রাণায়াম সাধক যোগীর যোগারম্ভ কালেই এই সকল চিহ্ন দেখা যায়। আর সর্ব্বপ্রকার যোগবলেই উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রূপ অবস্থাকে যোগাবস্থা কহে ॥ ২৯ ॥

আরম্ভঃ কথিতোঽস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে।
অপরং কথ্যতে পশ্চাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশকং ॥ ৩০ ॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির আরম্ভ মাত্র যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহাই কথিত হইল, অনন্তর যে সকল চিহ্ন প্রকাশিত হইলে যোগিগণের সর্ব্বপ্রকার দুঃখরাশি বিনাশ পায় তাহা কহিব ॥ ৩০ ॥

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ। জায়তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বে কলেবরে ॥ ৩১ ॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর নাড়ীশুদ্ধি হইলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, তখন তাহার উদরাগ্নিতে কোন রূপ দোষ লক্ষিত হয় না, সেই যোগী উত্তম ভোগে সমর্থ হয়, তাহার চিত্তে সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে থাকে এবং তাহার শরীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেই যোগীর চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, মনে কোন প্রকার ক্ষোভ থাকে না, সর্ব্বকার্য্যেই তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হয়। যোগসিদ্ধি হইলে যোগীর শরীরে অবশ্যই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরং।
যেন সংসারদুঃখাব্ধিং তীর্ত্ত্বা যাস্যন্তি যোগিনঃ ॥৩২॥

অনন্তর যে সকল কার্য্য যোগসিদ্ধির বিঘ্নকর এবং যোগিগণ যাহা অবশ্য বর্জ্জন করিবে, তাহা কহিতেছি, সেই সকল পরিত্যাগ করিলে যোগিজনেরা অনায়াসে দুঃখময় সংসার সাগরে পার হইয়া যাইতে পারে ॥ ৩২ ॥

অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুং। বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকং। স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবং। উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং। স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ং। অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণং ॥ ৩৩ ॥

যোগিগণ যোগাভ্যাসকালে অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ (ঝাল) লবণ ও সর্ষপ এই সকল ভক্ষণ করিবে না, আর বহুভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদিস্নেহ দ্রব্য সেবন, অপহরণ, প্রাণহিংসা, জনদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, উপবাস, অসত্যভাষণ, অমুক্তিচিন্তা, প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ অগ্নিসেবন, বহু আলাপ, প্রিয়াপ্রিয়জ্ঞান ও অতিভোজন এই সকল পরিত্যাগ করিবে, কারণ উক্ত কার্য্য সকল যোগের বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গোপনীয়ং সাধকানাং যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু ॥ ৩৪ ॥

যাহাতে যোগসাধকদিগের শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইতে পারে, সেই সকল উপায় কহিতেছি, এই সকল উপায় অতিগোপনীয়। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে অনায়াসে সাধকদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতং। কর্পূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকং। সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনং। নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরং। ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্ম্মতির্গুরুসেবনং। সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ ॥ ৩৫ ॥

ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ও কর্পূরবাসিত চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বূল এই সকলই যোগসাধকদিগের সুপথ্য। যোগসাধনকালে এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। নিষ্ঠুর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় বাক্য বলিবে। ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট সুশোভন মন্দিরমধ্যে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ করিবে, কদাচ তর্কবিতর্কাদি করিবে না। বৈরাগ্যের সহিত সংসার কার্য্য করিবে, অর্থাৎ সাংসারিক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে বটে, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইবে না, পরন্তু যাহাতে সংসারে বিরাগ জন্মে এইরূপ অনুসন্ধান করিবে। সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ও নামানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিবে। ধৈর্য্য, ক্ষমা, তপস্যা, শৌচাচার, লজ্জা, ভগবদ্বিষয়ে বুদ্ধির স্থিরতা ও গুরুসেবা, যোগিগণ এই সকল নিয়ম আচরণ করিবে ॥ ৩৫ ॥

অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা।
বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শয়তে সাধকোত্তমৈঃ ॥ ৩৬ ॥

সূর্য্য নাড়ীতে বায়ুপ্রবেশকালে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাসবহনকালে যোগীরা ভোজন করিবে এবং চন্দ্রনাড়ীতে বায়ুপ্রবেশকালে

অর্থাৎ বামনাসিকাতে শ্বাসবহন সময়ে যোগসাধক ব্যক্তি শয়ন করিবে। দক্ষিণনাসিকাতে বায়ুপ্রবেশকালে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা থাকেন, সুতরাং ঐ সময় আহার করিলেই কুণ্ডলিনী মুখে আহুতি প্রদান করা হয়, ইহাতেই যোগীর আহারশুদ্ধি হইয়া থাকে। আর বামনাসিকায় শ্বাসপ্রবেশকালে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন, সুতরাং এই কালে নিদ্রা ভোগ করিবে ॥ ৩৬ ॥

সদ্যোভুক্তেঽপি ক্ষুধিতেনাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
অভ্যাসকালে প্রথমং কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনং ॥৩৭॥

আহার করিয়া তাহার অব্যবাহিত পরে প্রাণায়াম করিবে না এবং ক্ষুধাতুর হইয়াও প্রাণসংযম করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনের পর নাড়ী ছিদ্র সকল রসধারা পরিপূর্ণ থাকে, এই সময়ে প্রাণসংযম করিলে বায়ুর গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মে, অতএব সাধকের শ্বাসাদি রোগ জন্মিতে পারে, আর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির শরীরের শোষণ হয়, সেই সময়ে প্রাণায়াম করিলে ক্ষয়রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব আহারের অব্যবহিত পরে কিম্বা ক্ষুধা হইলে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য নহে। যোগের প্রথমাভ্যাসকালে অন্য কোন দ্রব্য ভোজন না করিয়া কেবল ক্ষীরান্ন ভোজন করিবে ॥ ৩৭ ॥

ততোভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাদৃঙ্নিয়মগ্রহঃ। অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা। পূর্ব্বোক্তকালে কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকান্ প্রতিবাসরে ॥ ৩৮ ॥

যোগিগণ যখন যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে, তখন আর তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ আহারাদির নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না, যোগ সিদ্ধি হইলে অল্প অল্প করিয়া নানাপ্রকার দ্রব্য ভোজন করিবে, আর যোগাভ্যাস কালে যে যে সময়ে যোগসাধন করিত, যোগসিদ্ধির পরেও সেই সেই সময়ে প্রতিদিন বিংশতিবার করিয়া কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ যোগসিদ্ধ ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্য রাত্রিতে বিংশতিবার কুম্ভক করিবে ॥ ৩৮ ॥

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্‌যোগিনো বায়ুসাধনে। যথেষ্টং ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিদ্ধ্যতি ধ্রুবং। কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে কিং ন স্যাদিহ যোগিনঃ ॥ ৩৯ ॥

বায়ুসংযমের অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে যোগিগণ আপন ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণ করিতে পারেন, সাধকের যথেষ্ট বায়ুধারণের শক্তি জন্মিলেই নিশ্চয় কুম্ভকসিদ্ধি হয়। একমাত্র কুম্ভকসিদ্ধি হইলে ভূতলে যোগিগণের কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না ॥ ৩৯ ॥

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে। যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ। অন্যথা বিগ্রহে ধাতু নষ্টো ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাণায়ামসাধনের প্রথমে সাধকের শরীরে ঘর্ম্মের উদ্ভব হয়। যখন সাধক দেখিবে আপন শরীরে ঘর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তখনই শরীর মর্দ্দন করিতে থাকিবে, কারণ যদি এই সময়ে শরীর মর্দ্দন না করে, তাহা হইলে সাধকের শরীরস্থ সমস্ত ধাতু নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ঘর্ম্মাক্তে শরীর মর্দ্দন অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্‌গগনেচরসাধকঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বিতীয়কল্পে সাধকের শরীরে কম্প হইতে থাকে, তৃতীয়কল্পে দর্দ্দুর গতি, অর্থাৎ প্রাণ বায়ু অবরোধ করিলে সেই অবরুদ্ধ বায়ু সাধককে ভেকের গতির ন্যায় প্লুতগতিতে পরিচালিত করে। ইহার পর অভ্যাসবশত যদি প্রাণ বায়ুকে অধিকতর কাল অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে সাধক অবিলম্বে ভূতল পরিত্যাগ করিয়া নিরালম্বে শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারে ॥ ৪১ ॥

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধিস্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী ॥ ৪২ ॥

যখন বদ্ধপদ্মাসনস্থ যোগী ভূতল পরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহার বায়ু সিদ্ধি হইয়াছে জানা যায়। আর বায়ুসিদ্ধি হইলে সাধকের সংসারে অনুরাগ রূপ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ পায় ॥ ৪২ ॥

তাবৎকালং প্রকুর্ব্বীত যোগোক্তনিয়মগ্রহঃ।
অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে ॥ ৪৩ ॥

যতকাল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুসিদ্ধি নিশ্চিত না হইবে, ততকাল যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবে, বায়ুসিদ্ধি হইলে আপন ইচ্ছানুসারে সময় সময় যোগসাধন করিতে হয়। আর যাহার যোগসিদ্ধি হইয়াছে। তাহার অল্প নিদ্রা, অল্প মূত্র ও অল্প মলনির্গম হয়, ইহাই যোগসিদ্ধির লক্ষণ ॥ ৪৩ ॥

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বেদোলালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

যোগীর শরীরে বা মনে কোন প্রকার রোগ জন্মিতে পারে না, যোগী ব্যক্তির কোন দুঃখ থাকে না, তাহার চিত্তে সর্ব্বদা সন্তোষ বর্ত্তমান থাকে। তত্ত্বদর্শী যোগীর শরীরে ঘর্ম্ম, লালা, ক্রিমি ও কফাদি জন্মিতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে।
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ ॥ ৪৫ ॥

যোগসিদ্ধি হইলে সাধকের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা ভিন্ন বৈষম্য হয় না, এই সময়ে যোগীর পথ্যাপথ্য ভোজনাদি কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না ॥ ৪৫ ॥

অত্যল্পং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ। অথাভ্যাসবশাদ্‌যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। যথা দর্দ্দুরজন্তূনাং গতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ ॥ ৪৬ ॥

যোগী ব্যক্তি অনাহার, অল্প আহার বা অধিক আহার করিলেও

তাহার পীড়াদিজন্য ক্লেশভোগ হয় না। যোগাভ্যাসবলে সাধকের ভূচরী বিদ্যা সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সকল স্থানেই তাহার গমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। যেমন ভূতলে বসিয়া ভেকের নিকট করতালিদ্বারা তাড়ন করিলে সেই ভেক লম্ফে লম্ফে গমন করিতে থাকে, বায়ুসাধকের প্রথমাবস্থাতেও বায়ুর অবরোধহেতু সাধকের সেইরূপ গতি হয়॥ ৪৬॥

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্‌যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৪৭॥

যোগসাধনের কালে অনিবার্য্য নানাপ্রকার অতি দারুণ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি যোগী ব্যক্তি যোগাভ্যাস ত্যাগ করিবে না, প্রাণপণ করিয়াও যোগসাধন করিবে॥ ৪৭॥

ততো রহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে॥ ৪৮॥

যদি যোগসাধনে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সাধক কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বিঘ্নবিনাশার্থ দীর্ঘমাত্র প্রণব জপ করিবে। অষ্টাক্ষরযুক্ত প্রণবকে দীর্ঘমাত্র প্রণব বলা যায়॥ ৪৮॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতং।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ॥ ৪৯॥

বুদ্ধিমান্ যোগী যোগাভ্যাসদ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মফল সকল বিনাশ করিতে পারে॥ ৪৯॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুঙ্গবঃ॥ ৫০॥

যোগী ব্যক্তি ষোড়শবার প্রাণায়াম করিলে ইহ জন্মকৃত ও জন্মান্তরীণ নানাপ্রকার পুণ্যপাপকর্ম্মার্জ্জিত ফল বিনাশ করিয়া থাকেন॥৫০॥

পাপতুলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥৫১॥

যেমন প্রলয়াগ্নিসংযোগে ক্ষণকালমধ্যে রাশীকৃত তুলা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ প্রাণায়ামদ্বারা সাধকের সর্ব্বপাপ বিনাশ পায়। অনন্তর সেই যোগী সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পুণ্যফলও বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৫১॥

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধ্বৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥৫২॥

যোগী ব্যক্তি প্রাণায়ামবলে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পাপপুণ্যরূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং তাহার ত্রিভুবন বিচরণের শক্তি জন্মে॥ ৫২॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্থিপ্সিতা ধ্রুবং॥৫৩॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর উক্তরূপ অবস্থা হইলে যদি উক্ত সাধক তিন ঘটিকাকালমাত্র যোগসাধন করে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত অভিলষিত কার্য্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ। দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং। বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা। ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং॥৫৪॥

যোগীর প্রাণসংযম সিদ্ধ হইলে তাহার বাক্যসিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন ও পরশরীরে প্রবেশ, এই সকল কার্য্যের ক্ষমতা জন্মে। আর যদি অন্য কোন ধাতুতে উক্ত যোগীর বিষ্ঠা বা মূত্র লেপন করা যায়, তাহা হইলে সেই ধাতু স্বর্ণ হইয়া যায়। উক্ত যোগী সর্ব্বজন সমক্ষে সহসা অন্তর্দ্ধত হইতে পারে এবং অনায়াসে শূন্যপথে গমনাগমন করিতে শক্ত। একমাত্র যোগপ্রভাবেই এই সকল শক্তি জন্মিয়া থাকে॥ ৫৪॥

যদা ভবেদ্‌ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫৫॥

যখন প্রাণায়ামসাধক যোগীর ঘটাবস্থা হয়, তখন ত্রিভুবনে সেই যোগীর অলভ্য কিছুই থাকে না, সে যখন যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহা লাভ করিতে পারে॥ ৫৬॥

প্রাণাপান-নাদবিন্দু-জীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট-উচ্যতে॥ ৫৬॥

যে সময়ে প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই সকলের একত্র সংঘটন হয়, তখনই যোগীর ঘটাবস্থা হইয়া থাকে। উক্ত প্রাণাদির একত্র সংঘটন হয় বলিয়াই উক্ত অবস্থাকে ঘটাবস্থা কহে॥ ৫৬॥

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ।
প্রত্যাহারস্তদৈব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং॥ ৫৭॥

যখন যোগী ব্যক্তি এক প্রহরকাল পর্য্যন্ত বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তখনই তাহার প্রত্যাহার হইয়া থাকে। সাধকের প্রত্যাহারের ক্ষমতা জন্মিলে কদাচ তাহার অন্যথা হয় না॥ ৫৭॥

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যৈর্ব্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ॥ ৫৮॥

যোগী ব্যক্তি জগতে যে যে পদার্থ জানে, সেই সমুদায়কেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, অর্থাৎ যোগীজন জগতে আত্মা ভিন্ন কিছুই দেখে না। উক্তরূপ যোগীর যখন যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, তখনই সেই ইন্দ্রিয়ের জয় হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং। দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চ[illegible]যোগিনো ভবেৎ। স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুল[illegible]সুধীঃ॥ ৫৯॥

প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যদি সাধক এক প্রহরকাল কুম্ভক ক[illegible] থাকিতে পারে, অর্থাৎ একপ্রহরকাল পর্য্যন্ত যদি তাহার প্রাণবায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যোগীর শরীরে এইরূপ সা[illegible] হয় যে, সে ঐ সামর্থ্যবলে অঙ্গুষ্ঠমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া

দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তখন উক্ত যোগী আপন শক্তির গোপনের নিমিত্ত উন্মত্তবৎ হয় ॥ ৫৯ ॥

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ। যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং। বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ ॥ ৬০ ॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পর যোগীর পরিচয়াবস্থা হইয়া থাকে। যখন প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া কেবল সুষুম্নার মধ্যগত ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহাকেই পরিচয়াবস্থা কহে। সুষুম্নাই প্রাণবায়ুর প্রকৃত পরিচিত, এই পরিচিত সুষুম্নাতে প্রাণবায়ু প্রবিষ্ট হয় বলিয়া এই অবস্থাকে পরিচয়াবস্থা বলা যায় ॥ ৬০ ॥

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতং। যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ। ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং ॥ ৬১ ॥

যখন বায়ুসংযমশক্তি গ্রহণ করিয়া অভ্যাসবশত সাধক সমস্ত চক্রভেদ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সেই সাধকের কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই দুঃখত্রয়ের অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ ॥ ৬২ ॥

অনন্তর সাধক কর্ম্ম সকল বিনাশ করেন, অর্থাৎ যেন আর কর্ম্মবশত কোন ফল ভোগ করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য ফলভোগের নিমিত্ত বারম্বার জন্মগ্রহণ অপেক্ষা করে, তথাপিও যোগী ব্যক্তি আপন ক্ষমতাপ্রভাবে শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মের ফল ভোগার্থ কায়ব্যূহ অর্থাৎ অনেক শরীর বিস্তার করিয়া একদা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই যোগীর পুনর্জ্জন্মগ্রহণের আবশ্যক হয় না ॥ ৬২ ॥

অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিঃ স্যাত্ততভ্র্তভয়াপহা ॥ ৬৩ ॥

এই সময়ে যোগী ব্যক্তি প্রতি চক্রে পঞ্চবার বায়ুধারণ অর্থাৎ এক এক চক্রে পাঁচবার করিয়া কুম্ভক করেন, তাহা করিলেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধ হইয়া থাকে, কখনও পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে তাহার মৃত্যু শঙ্কা থাকে না ॥ ৬৩ ॥

আধারে ঘটিকাঃ পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ। তদূর্দ্ধং ঘটিকাঃ পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা। ভ্রূমধ্যোর্দ্ধং তথা পঞ্চঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ। তথা ভূরাদিনা নষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু ॥ ৬৪ ॥

সাধক মূলাধারচক্রে চিত্ত ও জীবকে স্থাপনকরিয়া পঞ্চঘটিকা কুম্ভক করিবে। এইরূপে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে চিত্তসহ জীব রাখিয়া পঞ্চঘটিকা, নাভিদেশে মণিবন্ধচক্রে পঞ্চঘটিকা, হৃদয়ে অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে পঞ্চঘটিকা এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে সচিত্ত জীব রাখিয়া পঞ্চঘটিকা কাল কুম্ভক করিবে। ইহার নাম ভূচরীসিদ্ধি, এই যোগসাধন করিতে পারিলে পৃথিব্যাদি হইতে যোগীর বিনাশ হইতে পারে না ॥ ৬৪ ॥

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মগতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৬৫ ॥

সুবুদ্ধি সাধক যদি পঞ্চভূতের ধারণা অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে একশত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না ॥ ৬৫ ॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ।
অনাদিকর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্ত্বামৃতং পিবেৎ ॥ ৬৬ ॥

তৎপর যখন যোগীর ক্রমশ অভ্যাসদ্বারা যোগাভ্যাসের নিষ্পত্ত্যবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সেই যোগীর বাসনার মূলীভূত কর্ম্মবীজ সকল বিনাশ পায়, তাহাতেই সেই ব্যক্তি কর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ অমৃত রস পান করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা। জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ। তদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ। গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্। সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্বাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে ॥ ৬৭ ॥

যখন জীবন্মুক্ত প্রশান্তচিত্ত ধীরপ্রকৃতি যোগীর স্বীয় অভ্যস্ত কর্ম্ম দ্বারা সমাধির নিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ যোগসাধনদ্বারা সমাধি উপস্থিত হয়, তখন সেই নিষ্পন্নসমাধি যোগী আপন ইচ্ছানুসারে সচেতন বায়ুক্রিয়াশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া জ্ঞানশক্তিতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হয় ॥ ৬৭ ॥

ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভোগহানির্ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৬৮ ॥

এইক্ষণ যোগী জনের সংসারক্লেশ নিবারণার্থ যেরূপ বায়ুসাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে, এই প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে এই সংসারে প্রারব্ধকর্ম্মভোগের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহার আর পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ হয় না ॥ ৬৮ ॥

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥

যোগাভিজ্ঞ সাধক আপন জিহ্বা তালুমূলে সংস্থাপন করিয়া প্রাণবায়ু পান করিবে। এই পর্য্যন্ত করিতে পারিলেই সেই সাধকের যোগ সমাপ্তি হয়, তখন তাহার আর যোগাভ্যাসের আবশ্যক থাকে না, যাবৎ উক্তরূপ যোগসমাপ্তি না হয়, তাবৎ যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য, নচেৎ পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৭০ ॥

প্রাণ ও আপন বায়ুর বিধানজ্ঞ যোগসাধনপটু সাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া শীতল বায় পান করিবে, তাহা হইলেই সেই সাধক অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৭০ ॥

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ ॥ ৭১ ॥

যে সুবুদ্ধি সাধক পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রতিদিন সরস বায়ু পান করিতে পারে, তাহার শ্রম, দাহ জরা ও রোগাদি বিনাশ পায় ॥ ৭১ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ॥৭২॥

যে সাধক রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ভ্রূমধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত সলিল পান করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ক্রিয়া তিনমাস আচরণ করিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ৭২ ॥

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

সুদক্ষ যোগসাধক পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে জিহ্বাদ্বারা তালুমূলস্থ ছিদ্রকে আচ্ছাদন করিয়া কুণ্ডলীকে ধ্যান করতঃ বায়ুর সহিত অমৃতধারা পান করিবে। এইরূপ ছয়মাসকাল যোগাভ্যাস করিলে সেই ব্যক্তি মহাকবি হইতে পারে ॥ ৭৩ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥ ৭৪ ॥

যদি কোন যোগসাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকাল কুণ্ডলীমুখে বায়ু আগত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান করত ঐ বায়ু পান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ক্ষয়রোগ বিনাশ হয় ॥ ৭৪ ॥

অহর্নিশং পিবেদ্যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু ॥ ৭৫ ॥

যে যোগসাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া দিবারাত্রি অতন্দ্রিতভাবে সহস্রারগলিত অমৃতরস পান করে, সেই যোগী দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রুতি হইতে পারে ॥ ৭৫ ॥

দন্তৈর্দন্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ ॥৭৬॥

যদি কোন যোগসাধক দন্তদ্বারা দন্ত আক্রমণ করিয়া জিহ্বাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ অল্পে অল্পে প্রাণ বায়ু পান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে ॥ ৭৬ ॥

ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগং নাশয়তে হি সঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বে যে সকল বায়ুসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, ঐ প্রণালী অনুসারে যে ব্যক্তি ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন যোগসাধন করিতে পারে, সেই যোগী সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে অব্যাহতি পায় ॥ ৭৭ ॥

সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবং।
অণিমাদি গুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং ॥ ৭৮ ॥

সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক বৎসরকাল যোগ অভ্যাস করিলে তাহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় এবং সে ভূত সকল জয় করিয়া সাক্ষাৎ ভৈরবস্বরূপ হইতে পারে ॥ ৭৮ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি কোন সাধক ব্যক্তি আপন রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ক্ষণার্দ্ধ কাল থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই যোগী ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও জরা হইতে মুক্ত হইতে পারে, এমন কি তাহার মৃত্যুভয়ও থাকে না ॥ ৭৯ ॥

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ৮০ ॥

সাধক যদি আপন রসনাকে প্রাণ বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাকে নিষ্পীড়ন করত চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে কদাচ সেই সাধকের মৃত্যু ঘটে না। আমার এই বাক্য সত্য জ্ঞান করিবে। কখনও ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৮০ ॥

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোঽদ্বিতীয়কঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ যোগসাধনের প্রক্রিয়া উক্ত হইল, এই প্রক্রিয়ার প্রণালী অনুসারে যোগাভ্যাস করিলেই সেই সাধক চিরকাল দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় রূপযৌবনসম্পন্ন থাকে। কখনও তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা মূর্চ্ছা হয় না ॥ ৮১ ॥

অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে পারিলে সেই যোগীন্দ্র ব্যক্তি ধরণীমণ্ডলে সর্ব্বপ্রকার আপদ বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে, অর্থাৎ উক্ত যোগী আপন ইচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়, কোনস্থানে যাইতেও তাহার বাধা থাকে না ॥ ৮২ ॥

ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ম্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্যেতদাচরণেন সঃ ॥ ৮৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে পারিলে তাহার আর ইহসংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, স্বর্গলোকে দেবগণের সহিত সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিয়া কালযাপন করিতে পারে, আর এই যোগাচরণ বলে সেই যোগী পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ। তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং। সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং ॥ ৮৪ ॥

শাস্ত্রে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানসাধ্য চতুরশীতিপ্রকার আসন উক্ত আছে, ঐ সকল আসনও আমিই বলিয়াছি, এইক্ষণ সেই সকল আসনের মধ্যে চারিটি আসন আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন, এই চতুর্ব্বিধ আসনই শ্রেষ্ঠ এবং এই আসন সকল গ্রহণ করিয়া যোগিগণ কার্য্য করিবে ॥ ৮৪ ॥

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ। মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা। ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ। এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বে যে আসন চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাদিগের লক্ষণ কহিতেছি। প্রথমতঃ সিদ্ধানই বক্তব্য; সাধক যত্নসহকারে এক পাদমূলদ্বারা যোনিদেশকে নিষ্পীড়ন করত অপর পাদমূল শিশ্নোপরি স্থাপনকরিবে। অনন্তর নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য নিরীক্ষণ করিবে। বিশেষত আপন শরীর সরল ভাবে রাখিবে। কোন নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সমস্ত উদ্বেগশূন্য হইয়া এই আসন করিবে। এই আসন যোগিগণের সিদ্ধি প্রদান করে, অতএব ইহাকে সিদ্ধাসন বলিয়া জানিবে ॥ ৮৫ ॥

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরং ॥ ৮৬ ॥

উক্ত সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে শীঘ্র যোগী জনের যোগনিষ্পত্তি হয়, অতএব প্রাণায়ামপরায়ণ সাধক সর্ব্বদা এই সিদ্ধাসন অভ্যাস করিবে ॥ ৮৬ ॥

যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমা গতিঃ। নাতঃপরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্যতে ভুবি। যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৭ ॥ ইতি সিদ্ধাসনং ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাসন অভ্যাস করিতে পারিলে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভকরিতে পারে, অর্থাৎ সিদ্ধাসনাভ্যাসকারী যোগী মুক্তিপদ লাভকরে। ভূমণ্ডলে নানাপ্রকার আসন বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সিদ্ধাসন হইতে গোপনীয় আসন আর নাই। এই আসনের অনুধ্যানমাত্র যোগী ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ। ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ। নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া। উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ। যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ। যথাশক্ত্যেব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ। ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ৮৮ ॥

এইক্ষণ পদ্মাসন কথিত হইতেছে। বাম উরুর উপরি উত্তান দক্ষিণ চরণ ও উত্তান বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ উরুর উপরি উত্তান বাম চরণ ও উত্তান দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবে এবং সাধক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংযোজিত করিয়া চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নতকরত আপন শক্তিঅনুসারে অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে ও যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া ক্রমশ ঐ বায়ু রেচন করিবে। ইহারই নাম পদ্মাসন, এই আসন অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় ॥ ৮৮ ॥

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং ॥ ৮৯ ॥

উক্ত পদ্মাসন সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্লভ। যে সে ব্যক্তি এই আসনের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, কেবল যাহারা বুদ্ধিমান্ সাধক, তাহারাই এই পরম হিতকর আসনের অনুষ্ঠান করিয়া যথোক্ত ফললাভ করিতে পারে ॥ ৮৯ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বোক্ত পদ্মাসন বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণবায়ু নাড়ী ছিদ্র মধ্যে সমানভাবে পরিচালিত হইতে পারে। প্রাণায়ামকালে এই আসন করিলে বায়ুর সরল গতি হয়, তাহাতেই সাধকের নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ৯০ ॥

পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥৯১॥
ইতি পদ্মাসনং ॥ ২ ॥

যোগী ব্যক্তি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে সেই যোগী সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহা নিশ্চয় জানিবে, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৯১ ॥ ইতি পদ্মাসন।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং। স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরোন্যসেৎ। আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং। দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং ॥ ৯২ ॥

অনন্তর উগ্রাসন কথিত হইতেছে। আপন চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া পরস্পর অসংযুক্ত করিয়া রাখিবে এবং উভয় হস্তদ্বারা ঐ উভয় পাদ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উভয় জানুর উপরি মস্তক স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলেই উগ্রাসন হয়। এই আসনবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে সাধকের উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় ও দেহের অবসন্নতা দূর হইয়া যায়। এই আসনের নামান্তর পশ্চিমোত্তান। এই আসন উপুড় হইয়া সাধন করিতে হয় বলিয়াই ইহার পশ্চিমোত্তান নাম হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

যে সাধক প্রতিদিন পূর্ব্বকথিত উগ্রাসন সাধন করে, তাহার দেহগত বায়ু পশ্চিমমার্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এই আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার সাধনে অনেকপ্রকার ফল হয়॥ ৯৩॥

এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥ ৯৪॥

পূর্ব্বোক্ত উগ্রাসনবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে যোগিদিগের সর্ব্বপ্রকার যোগসিদ্ধি হয়, অতএব যোগী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উগ্রাসন অভ্যাস করিবে॥ ৯৪॥

গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী॥ ৯৫॥

ইতি উগ্রাসনং।

এই উগ্রাসন যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে, সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই আসন প্রকাশ করিবে না। এই আসন অভ্যাস করিলে অতি শীঘ্র সম্যক্ প্রকার বায়ুসংযম সিদ্ধি হয়, এবং বায়ুসংযম সিদ্ধি হইলে সেই সাধকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ৯৫॥ ইতি উগ্রাসন।

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥ ৯৬॥

অতঃপর স্বস্তিকাসন কথিত হইতেছে। জানু ও উরুর মধ্যে সম্যক্ প্রকারে পাদতলদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক সমকায় হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রকারেরা স্বস্তিকাসন কহেন॥ ৯৬॥

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহেন ক্রমতে ব্যাধি স্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধ্যতি॥ ৯৭॥

যেরূপ স্বস্তিকাসনের বিধি উক্ত হইল, এই বিধানানুসারে আসন-অনুষ্ঠান করিয়া সুধী সাধক প্রাণায়াম সাধন করিবে। এই স্বস্তিকাসনের প্রভাবে সাধকের শরীরে কোনরূপ ব্যাধি থাকিতে পারে না এবং অনায়াসে বায়ুসংযম সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৯৭॥

সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রনাশনং।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং স্বস্থীকরণমুত্তমং॥ ৯৮॥

ইতি স্বস্তিকাসনং।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগানুষ্ঠানপদ্ধতৌ যোগাভ্যাস-তত্ত্বকথনে তৃতীয়ঃ পটলঃ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বস্তিকাসনকে সুখাসন বলিয়া থাকে। এই আসনবন্ধন অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের শান্তি হয় এবং শারীরিক সুস্থতা লাভ হয়, এই নিমিত্ত এই আসনকে সুখাসন বলা যায়। ইহা অতি গোপনীয়, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না॥ ৯৮॥ ইতি স্বস্তিকাসন।

চতুর্থঃ পটলঃ।

যোনিমুদ্রা কথনং।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনি স্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

এই প্রকরণে মুদ্রাবিধি কথিত হইবে, প্রথমত যোনিমুদ্রা কথিত হইতেছে। অগ্রে পূরকাভ্যাসদ্বারা মূলাধারে বায়ুর সহিত মন পূরণ করিবে। গুহ্যদ্বার ও শিশ্ন এই উভয়ের মধ্যগত স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে, এই যোনিস্থানকে আকুঞ্চিত করিয়া মুদ্রাবন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ১॥

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং। তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা। তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ২॥

বন্ধুকপুষ্পসন্নিভ কোটি সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ব্রহ্মযোনিগত কামদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় চৈতন্যরূপিণী অতিসূক্ষ্ম পরমাশক্তি আছেন, এই শক্তিসমন্বিত পরমাত্মাকে অর্থাৎ শিবশক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিবে॥ ২॥

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং। শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারাপ্রবর্ষিণং। পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেবং বিশেৎ কুলং॥ ৩॥

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ অবয়ববিশিষ্ট জীব বায়ুর সহযোগে কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মমার্গে গমন করে। যখন ঐ জীব কুণ্ডলিনীর সহিত আধারাদি চক্র ভেদকরিয়া গমনকরে, তখন ঐ সকল চক্র হইতে যে পরমানন্দদায়ক শ্বেতরক্তবর্ণ তেজঃপুঞ্জের ন্যায় অমৃতরস সুধাধারায় প্রবর্ষিত হয়, সেই কুলামৃত দিব্যরস পান করিয়া পুনর্ব্বার যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করে॥ ৩॥

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতং॥ ৪॥

প্রাণায়ামের মাত্রাযোগে জীব পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে গমন করে। যে কুণ্ডলিনীর সহযোগে জীব যাতায়াত করে, তাহাকেই মৎকৃক এই তন্ত্রে প্রাণসমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥ ৪॥

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদিশিবাত্মকং। যোনিমুদ্রাপরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫॥

ইতি যোনিমুদ্রা।

পুনর্ব্বার সেই জীব ব্রহ্মযোনিতে গমন করে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া লীন হইয়া থাকে, প্রাণায়ামদ্বারা এইরূপ ভাবনা করিবে।